আহলেহাদীস
পরিচিতি
আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী

আহলে হাদীস পরিচিতি

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)

প্রকাশক :

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে
আহলে হাদীস,
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা—১১০০

তৃতীয় সংস্করণ : ৫০০০
রবিউস সানী, ১৪১৩ হিঃ
কার্তিক, ১৩৯৯ সাল
অক্টোবর, ১৯৯২ খৃঃ

মুদ্রণে :

এম, এ, বারী
আহলে হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৯৮ নওয়াবপুর রোড,
ঢাকা—১১০০

প্রথম সংস্করণের গুজারেশ

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার নীতি ও আদর্শ, মুসলিম ইতিহাস ও সমাজ জীবনে উহার ভূমিকা এবং উহার লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বেদনাদায়ক। স্বয়ং আহলে হাদীস মত পোষণকারী এবং উক্ত পথের অনুসারীগণও নিজেদের সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকেফহাল নন।

আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) তাঁহার প্রবল আগ্রহ, অকপট দরদ এবং গভীর অধ্যবসায়ের ফলে উক্ত আন্দোলনের মর্মমূলে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে সমর্থ হন। এই বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ ও গভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া তিনি "আহলে হাদীস আন্দোলনের ইতিহাস" রচনা করেন। সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সেই অমূল্য গ্রন্থের সারসংক্ষেপ—এই "আহলে হাদীস পরিচিতি"।

বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অভিভাষণ এবং লিখিত রচনাবলীর মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বিরুক্তি যটা স্বাভাবিক এবং তাহা ঘটিয়াছে। মাসিক 'তর্জুমানুল-হাদীসে' বিভিন্ন সময়ে ভাষণ ও প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাই সঙ্কলন করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে পাঠকবর্গের সামনে পরিবেশন করা হইল।

আমরা আশা করি এই পুস্তকখানা আহলে-হাদীস আন্দোলন ও উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক ভূমিকা এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম উপলব্ধিরও সহায়ক প্রমাণিত হইবে।

এই পুস্তকের জন্য যাহা কিছু গৌরব তাহার সমস্তটাই আল্লামা মরহূমের প্রাপ্য—আর সমস্ত দোষ ও ত্রুটীর জন্য পুরাপুরি দায়ী আমরা।

নিবেদক

আহকর—মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

২৮শে মার্চ—১৯৬৮ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'আহ্লে হাদীস পরিচিতি' এর প্রথম সংস্করণের সমুদয় কপি বহু পূর্বেই নিঃশেষ হইয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে বহু চাহিদা এবং পৌনঃপুনিক তাকীদ সত্বেও নানা কারণে এযাবৎ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। একমাত্র আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এক্ষণে উহা আগ্রহী পাঠক সমাজের নিকট পেশ করা সম্ভব হইল। এজন্য আমরা তাঁহারই বারগাহে জানাই আমাদের হৃদয়ের অকপট শুকরিয়া।

এই সংস্করণে পুস্তকের পরিশিষ্ট রূপে উপমহাদেশে 'আহ্লে হাদীসগণের জামা'আতী প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক নিবন্ধটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহর তওফীক মঞ্জুর হইলে শুধু বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানেরই নয়, কাশ্মীর, নেপাল. বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, সউদী আরব, সিরিয়া, মিসর, প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রে এবং যুক্ত রাজ্যে আহলে হাদীস আন্দোলন ও কর্মতৎপরতার পূর্বাপর বিবরণ ও বিস্তৃততর ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের ইচ্ছা রহিল।

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান,
জেনারেল সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীস।

২২শে নভেম্বর,
১৯৮৩ ইং

তৃতীয় সংস্করণের গোযারেশ

'আহলে হাদীস পরিচিতি' এর দ্বিতীয় সংস্করণের সমুদয় কপি নিঃশেষিত হইয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে বহু তাকিদ থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে এ যাবৎ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে জমঈয়তের সুযোগ্য জেনারেল সেক্রেটারী মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আমাদের সকলের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল আহলে হাদীস আন্দোলনের একটি বিস্তারিত ইতিহাস পাঠকদের সমীপে পেশ করার। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাওফীক দিলে জমঈয়ত ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতে তাঁহার এই ইচ্ছা পুরণে অগ্রসর হইবে। এক্ষণে 'আহলে হাদীস পরিচিতি'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত। যাঁহার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এ দেশের কুরআন ও সুন্নাহ প্রেমী জনতার নিরলস সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাঁহার শোকর আদা করি এবং একান্ত ভাবে কামনা করি যে এই উদ্যোগ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হইবে।

মুহাম্মদ আব্দুল গণী

২৫শে অক্টোবর, ১৯৯২ ইং

ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাবনার অভিভাষণ

[১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পাবনা জিলা আহলে-হাদীস কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাহেব, প্রতিনিধিবর্গ ও সমাগত বন্ধুগণ,

পাবনা জেলা আহলে-হাদীস কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করায় আমি যে গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি তজ্জন্য আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার অযোগ্যতা ও শারীরিক অক্ষমতার কাহিনী সম্যকরূপে আপনাদের বিদিত থাকা সত্বেও এবং পুনঃ পুনঃ আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও আমি যে এই গুরুভারের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই তজ্জন্য যুগপৎভাবে হর্ষ ও বিষাদের এক অপূর্ব ভাব আমার ভিতর উদ্রিক্ত হইয়াছে। আনন্দের কারণ হইতেছেঃ আমার প্রতি আপনাদের গভীর স্নেহ ও বিশ্বাস; সকল দিক দিয়া রিক্ত ও বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার আহলে-হাদীস জনমণ্ডলীর নিকট হইতে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমি লাভ করিয়া আসিতেছি, আমার নিস্ফল জীবনের ইহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলিয়া মনে করি। যাহাতে এই স্নেহ ও বিশ্বাসের আমি যথোপযুক্ত পাত্র হইতে পারি—করুণা-নিধান আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার তাহাই আকুল প্রার্থনা।

কিন্তু বন্ধুগণ, যখন আমি দেখিতে পাই যে সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু যশস্বী আহলে-হাদীস সুসন্তান বাংলা-দেশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আহলে-হাদীসগণের জীবন মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে পরিচালিত করার, এমন কি তাহাদের নিজস্ব সভাসমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়না এবং এই সকল কার্যের জন্য অযোগ্য, অক্ষম ও মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হয়, তখন দুঃখে ও লজ্জায় সত্যই আমার মস্তক অবনত হইয়া আসে।

ভ্রাতৃগণ, সমাজের এই দুরবস্থা ও লজ্জাকর পরিস্থিতির দুইটি কারণ আমি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রধান ও প্রথম কারণঃ Inferiority Complex—সৎসাহসের অভাব ও মানসিক দুর্বলতার প্রভাব। সুলভ জনপ্রিয়তা লাভ করিবায় জন্য আমাদের মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সমাজের সংশ্রব বর্জন করিয়াছেন. এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহলে-হাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বস্বীকৃত বিদ্আতী প্রতিষ্ঠান সমুহেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন, কিন্তু আহলে হাদীসগণের কোন নিজস্ব কার্য ও তৎপরতা তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদের দেখা-দেখি বাজারে সস্তা নেতার দলের মধ্যে আজ অনেকেই আহলে-হাদীস আন্দোলনের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া বসিয়া আছেন। চাকুরিজীবী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে এই মানসিক পীড়া উৎকট-ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ফলে আজ অনেকের মনে আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে এবং অদ্যকার অবস্থা যদি আগামী কল্যের পূর্বা-ভাষ হয় তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে,

বর্তমান অবস্থার প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে আহলে-হাদীস সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত হইয়া গিয়াছে!

এইরূপ সংকটের ভিতর পাবনা টাউনের আহলে হাদীসগণ জেলা আহলে-হাদীস কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আহ্বান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পৃথিবীর সকল দল ও আন্দোলনের মত যদি আহলে-হাদীস-গণেরও থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকার প্রচেষ্টা কখনও নিন্দনীয় হইতে পারেনা।

সমাজের এবং আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনের বর্তমান দুরবস্থার আর একটি কারণ এই যে, অজ্ঞতার তুল্য শত্রু আর কিছুই নাই। আহ্‌লে-হাদীস মতবাদ এবং উক্ত আন্দোলনের কার্যক্রমের সহিত পরিচয় লাভ না করার দরুণ যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, স্বয়ং আহ্‌লে-হাদীসগণের বর্তমান বংশধররাও উক্ত অজ্ঞতা নিবন্ধন আত্মবিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কোরআনে-হাকীম আত্মবিস্মৃতিকে অনাচার—ফিস্‌ক নামে অভিহিত করিয়াছে এবং বিশ্বাসী দল যাহাতে আত্মবিস্মৃতির মহামারীতে আক্রান্ত না হন তজ্জন্য এই ভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছে:

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ؟

"যে সকল জাতি আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, হে মুসলমানগণ, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইওনা, কারণ তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া তাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আপনাদের সত্তাকেই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অনাচারী।" আল্ হাশর : ১৯ আয়াত।

আজিকার আহ্‌লে-হাদীস কন্‌ফারেন্স উল্লিখিত অজ্ঞতার বেড়া-জালকে ছিন্ন করিবার পক্ষে সহায়ক হউক, সর্বসিদ্ধিদাতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা ইহাই সমবেতভাবে প্রার্থনা করিব।

وان اريد الا الاصلاح مااستطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب —

মুসলমানদের মধ্যে ফিরকাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পুর্বে আহ্‌লে-হাদীস এবং মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। যাঁহারা মুসলমান ছিলেন তাঁহারা সকলেই আহ্‌লে-হাদীস ছিলেন। ইমাম হাকেম তাঁহার মুসতাদরাক এবং হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁহার শরফে আসহাবুল হাদীস গ্রন্থে ছনদসহ বর্ণনা করিতেছেন যে,

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه كان اذا راى الشاب قال : مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ! امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوسع لكم فى المجلس وان نفهمكم الحديث ! فانكم خلوفنا واهل الحديث بعدنا !

"বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কোন মুসলমান যুবককে দেখিতে পাইলে বলিতেন, মারহাবা! হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর ওসীয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করিয়া দিবার অর্থাৎ স্থান দান করিবার ও তোমাদিগকে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস বুঝাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদের পরবর্তী আহ্‌লে হাদীস।"—হাকেম এই হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুরূপ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। [মুসতাদরকে হাকিমঃ (১) ৮৮ পৃঃ (তলখীস যহবীসহ) ও শরফ আসহাবুল হাদীস ২১ পৃঃ।]

হযরত আবুসাঈদ রসূলুল্লাহর (দঃ) শিষ্য ছিলেন এবং ১২টি যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম তাঁহার বাচনিক

সর্বশুদ্ধ ১ হাজার ১ শত সত্তরটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৪ হিজরীতে তিনি মদীনায় পরলোক গমন করেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর (দঃ) শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্‌লে-হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং সাহাবাদের শিষ্য মণ্ডলী তাবেয়ীগণকেও আহ্‌লে-হাদীস বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবেও সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) আহ্‌লে-হাদীসরূপে পরিচিত ছিলেন। হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁহার ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ও হাফেয যহবী তাঁহার তারাকাতের প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম শা'বী ৪৮ জন সাহাবার নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ৫ শত সাহাবাকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন, তিনি সমুদয় সাহাবাকে আহ্‌লে-হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম শা'বী বলিয়াছেন:

ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث' قال الذهبي يعني

به الصحابة رضى الله عنهم -

যে সকল মসলায় আহ্‌লে-হাদীসগণ একমত হইয়াছেন, আমি কেবল সেইগুলি বর্ণনা করিয়াছি। হাফেয যহবী বলিতেছেন যে ইমাম শা'বী আহ্‌লে-হাদীস শব্দদ্বারা সাহাবার দলের কথা বুঝাইয়াছেন।" —তয্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায (১) ৭৭ পৃঃ।

তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ হযরত শা'বী স্বয়ং আহ্‌লে-হাদীসরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, দেখুন বাগ্‌দাদীর তারীখ (১) ২২৭ পৃঃ। উস্তায্‌ আবু মনসুর বাগদাদী তাঁহার ওসুলে-দীন গ্রন্থে বলিতেছেন:

ثغور الروم والجزيرة والشام وازربيجان وباب الابواب
كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث كذالك ثغور الا فريقية
واندلس وكل ثغور وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل
الحديث وكذالك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها
من اهل الحديث -

রুম, আল্‌জিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের মুসলিম উপনিবেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দ **আহলে হাদীস** মতবাদের অনুসরণ করিতেন ; ঐরূপ আফ্রিকা, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্তী দেশসমূহের সমুদয় মুসলমান উপনিবেশ-সমূহের অধিবাসীরা **আহ্‌লে-হাদীস** ছিলেন। পুনশ্চ আবিসিনিয়ার উপকুলবর্তী ইয়ামানের সমুদয় সীমান্তবাসী **আহ্‌লে-হাদীস** ছিলেন। —(১) ৩১৭ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত স্থানসমূহে সাহাবা ও তাবেয়ীন কর্তৃক প্রাথমিক উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। যথাঃ **শাম** বা **সিরিয়া** দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুকের সময় ১৪ হিজরীতে আমিনুল উম্মৎ আবু উবায়দাহ বিনুল জার্‌রাহ এবং বীর কেশরী সায়ফুল্লাহ খালেদ বিন ওলীদ জয় করেন।

মেসোপটেমিয়াও হযরত ওমরের শাসনকালে সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিজিত হয়।

আযারবাইজানও তাঁহার সময়ে মুগীরা বিনে শো'বা কর্তৃক ২২ হিজরীতে অধিকৃত হয়।

আফ্রিকা ৩য় খলীফা হযরত ওসমানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও মহাবাহু আবদুল্লাহ বিনে সা'আদ প্রভৃতি সাহাবাগণ অধিকার করেন।

স্পেন :—সর্বপ্রথম হযরত ওসমানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিন নাফে' প্রভৃতি স্পেনে সৈন্য পরিচালনা করেন। অতঃপর ৯২ হিজরীতে বীর কেশরী তারিক বিনে যিয়াদ উহা সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়া লন।

হিন্দ :—হযরত ওমরের শাসনকালে ১৪ হিজরীতে বাহরায়েনের শাসনকর্তা ওসমান বিনে আবিল 'আসের নির্দেশক্রমে সাহাবা ও তাবেয়ীগণ সর্বপ্রথম বর্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্তী থানা নামক বন্দর আক্রমণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই ওসমান বিন আবিল 'আসের সৈন্যদল উচ অধিকার করেন। অতঃপর ১৭ হিজরীতে হযরত মুগীরা বিন শো'বা সিন্ধুর বন্দর দিবলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেন। ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আভিয়াহর রাজত্ব কালে মুহাল্লব বিন আবি সোফ্রার নেতৃত্বাধীনে মুসলমান সৈন্যগণ পুনরায় অভিযান করেন এবং আবদুর রহমান বিন আবি সমরা কাবুল জয় করিয়া লন। ৮৬ হিজরীতে দিবলের জলদস্যুরা সিংহলের মুসলিম উপনিবেশের কতিপয় নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ইরাক অধিপতি হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা পিতৃব্যপুত্র ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসেমকে দিবলাধিপতি সম্রাট দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্রাট দাহিরকে পরাস্ত করিয়া মুহাম্মদ বিন কাসেম হিন্দে স্থায়ীভাবে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য ভূপর্য্যটক ও ঐতিহাসিক শাম্‌সুদ্দীন মুহাম্মদ বিনে আহমদ বেশারী মক্‌দেসী ৩৭৫ হিজরীতে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। সিন্ধুর তৎকালীন রাজধানী মনসুরার অবস্থার আলোচনা প্রসংগে তিনি লিখিয়াছেন :—

"অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়, এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানশীল, পুণ্যবান, ধর্মভীরু ও দানশীল। অমুসলমাগণ

সকলেই প্রতিমা-পূজক আর মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলে-হাদীস —আহসানুত্ তাকাসীম : --৪৮১ পৃঃ।

ভ্রাতৃগণ, আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীন কর্তৃক পৃথিবীর যে সকল প্রান্তে মুসলিম উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই আহলে-হাদীস ছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দের সকল মুসলমান উপনিবেশে ইসলামের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আহলে-হাদীস মযহাব প্রবল ছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম জগতে ফির্‌কাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি-পালনীয় মযহাব ছিল একমাত্র আহলে-হাদীস।

ইসলাম আহলে-হাদীস মতবাদের নামান্তর মাত্র ছিল বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তখন আহলে-হাদীসরূপে অভিহিত হইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উত্তরকালে যখন খারেজী ও শীয়াদের দল প্রতিষ্ঠিত হইল, ই'তেযাল ও ইরজার ফেতনার সংগে সংগে কিতাব ও সুন্নতের পবিত্র সলিলে রায় ও কেয়াসের আবর্জনা মিশ্রিত হইতে লাগিল, তখন হযরত রসূলে করীমের তরীকাপন্থীগণের জন্য দুইটি পথ মুক্ত ছিল :

প্রথম পথ :—খারেজী ও শীয়ারা যেরূপ পৃথিবীর সকল মুসল-মানকে কাফের বলিয়া প্রচার করিয়া কেবল নিজেদের জন্য মু'মিন ও মুস্‌লিম আখ্যা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন তদ্রূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দলের মুসলমানদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়া রসূলুল্লাহের (দঃ) তরীকাপন্থীগণের শুধু আপন দলের জন্য মুসলিম নাম পরিগ্রহ করা।

দ্বিতীয় পথ :—খারেজী, রাফেযী, জহ্‌মী, মো'তাযেলী, মুর্জিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলকে মুসলমানরূপে গণ্য করা এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক একটি নাম আপন দলের জন্য মনোনীত করা।

রসূলের তরীকাপন্থীগণের পক্ষে ভ্রান্ত দলসমূহের তাকফীর করার উপায় ছিলনা ; কারণ এই তরীকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনরূপ পাপ বা কবীরা গোনাহের জন্য তাঁহারা কোন মুসলমানকে কাফের বলিতে পারেন না। সাহাবার দলের সহিত খারেজী ও রাফেযী দলসমূহের এই স্থানে হইতেছে মৌলিক প্রভেদ। রাফেযীরা হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান এবং লক্ষাধিক সাহাবাকে কাফের বলিয়া থাকে, আর খারেজীরা আবুবকর ও ওমর এবং তাঁহাদের সময়ে যাঁহারা পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু পরবর্তী সমুদয় সাহাবা ও তাবেয়ীন, যাঁহারা খারেজীগণের মতবাদ বরণ করিয়া লন নাই তাঁহাদের সকলকেই কাফের বলিয়া থাকে। শুধু মত বৈষম্যের দরুন জাতীয় দেহের অঙ্গচ্ছেদের এই বিদআৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) তরীকাপন্থীগণ কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই, কাজেই বিদ্‌আতী শিয়া ও খারেজী দলের তাকফীর করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, আর অদ্যকার সুবিধাবাদী Inferiority complex রোগাক্রান্ত অথবা সুলভ জন-প্রিয়তালোভী Cheap popularity monger দের মত সুন্নত ও বিদআৎ, শির্ক ও তৌহীদ, তকলীদ ও ইত্তেবা সমস্তই একাকার করিয়া বেকাবী মযহবের পত্তন করাও তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত ছিল, তাই সকল দলের জন্যই মুসলিম আখ্যার দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা আপনাদের জন্য হযরত রসূলে করীমের (সাঃ) মুখনিঃসৃত এবং সাহাবাগণের পরিগৃহীত আহলে-হাদীস নাম গ্রহণ করিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফার আমলেও এই আহলে-হাদীস দল সমভাবে বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম সাহেব যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন সরস খেজুরের সহিত শুষ্ক খেজুরের বিনিময় সুসিদ্ধ কিনা তাহা লইয়া আহলে হাদীস দলের সহিত তাঁহার বিতর্ক উপস্থিত হয়। [দেখুন হিদায়ার টীকা এনায়া, ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ।]

তাতারখানিয়া ও ফতাওয়ায় হাম্মাদীয়ার হুদূদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবুবকর জওয্‌জানীর সময়ে জনৈক হানাফী কোন আহলে হাদীসের নিকট তাহার কন্যার পাণি প্রার্থী হয়, আহলে-হাদীস লোকটি বলে যে, হানাফী তাহার মযহাব ত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে এবং রুকুতে যাওয়া এবং রুকু হইতে উঠার সময় হস্তোত্তলন—'রফ' ইয়াদায়েন' প্রভৃতি আহলে-হাদীস মযহাবের পরিচায়ক কার্যাদি করিতে প্রস্তুত না হইবে, ততক্ষণ সে হানাফীকে তাহার কন্যা দান করিবে না। হানাফী ব্যক্তি কন্যার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইমাম আবু বকর জওয্‌-জানীকে এই বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি মাথা নীচু করিয়া থাকেন ও বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে ফতওয়া দেন, —রদ্দুল মোহতার (৩) ১৯০ পৃঃ।

ইমাম আবু বকর জওয্‌জানীর নাম আহমদ বিন ইসহাক। ইনি ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের ছাত্র মুসা বিন সুলায়মান জওয্‌জানীর শিষ্য ছিলেন এবং হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাতারখানিয়া ও ফতওয়ায়ে হাম্মাদীয়া গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, বিখ্যাত হানাফী ইমাম আবু হাফস কবীরের (জন্ম ১৫০ হিঃ) সময় জনৈক হানাফী আহলে হাদীস মযহাব অবলম্বন করে এবং ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে ও 'রফ' ইয়াদায়ন' করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। শায়খ আবু হাফ্‌স এই কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং জল্লাদের সাহায্যে প্রকাশ্য স্থলে উক্ত আহলে হাদীসকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিবার জন্য সুলতানকে বাধ্য করেন। অবশেষে বহু লোকের অনুরোধ-ক্রমে লোকটি তওবা করিলে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। আল-ইর্শাদের টীকা, ১৮৬ পৃঃ।

এই সকল ঘটনার সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন একদল লোক বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা আহলে হাদীসরূপে আখ্যাত হইতেন এবং তাঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ও নামাযে রুকুতে যাওয়া ও রুকু হইতে উঠার সময় রফ' ইয়াদায়ন করা।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ও রফ'ইয়াদায়নের কার্য মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরাও করিয়া থাকেন, সুতরাং আহলে হাদীস রূপে যাহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা বস্তুতঃ মালেকী অথবা শাফেয়ী কিম্বা হাম্বলী ছিলেন।

ইহার উত্তর স্বরূপ আমি ইহাই বলিব যে, ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বিন্ হাম্বলের জন্মগ্রহণ করার পুর্বেও যে মুসলমানগণ আহলে-হাদীসরূপে আখ্যাত হইতেন, তাহা ঐতিহাসিক প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইমামগণের মযহাবের সঙ্গে সঙ্গে আহলে-হাদীস মতবাদের কথা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ফিক্হের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে।

উপরোক্ত রফ'-ইয়াদায়নের মস্আলা সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল বাকী যুর্কানী মালেকী (মৃতঃ ১১২২ হিঃ) বলিতেছেন:

আবু মসআব, ইবনে ওয়াহ্হাব ও আশ্হাব প্রভৃতি ইমাম মালেক সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নামাযের রুকুতে যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার প্রাক্কালে ইবনে উমরের হাদীস অনুযায়ী রফ'-ইয়াদায়ন করিতেন। ইমাম আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, তাবারী এবং জামাআতে আহলে-হাদীস ইহাই বলিয়া থাকেন,—শরহে মোআত্তা, (১) ১৪৩ পৃঃ।

আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, ময্‌হাব সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা যুর্কানী আহলে-হাদীস জামাআতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মযহাবকে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাব সমূহ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহীউদ্দীন নববী শাফেয়ী (মৃত ৬৬৭ হিঃ) বলিতেছেন: আলেমগণ তাশাহ্হুদ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করা ওয়াজিব না সুন্নত? ইমাম শাফেয়ী ও একদল ফকীহ বলিতেছেন: প্রথম তাশাহ্হুদ সুন্নত আর দ্বিতীয়টি ওয়াজিব। আহলে-হাদীসগণ বলেন: উভয় তাশাহ্হুদই ওয়াজিব। ইমাম আহমদ বলিয়াছেন: প্রথমটি ওয়াজিব, দ্বিতীয়টি ফরয। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন: উভয় তাশাহ্হুদই সুন্নত, অন্য রেওয়ায়ত অনুসারে ইমাম মালেক শেষ তাশাহ্হুদকে ওয়াজিব বলিয়াছেন:—শরহে মুসলিম, (১) ১৪০ পৃষ্ঠা।

আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাশাহ্হুদ সম্পর্কে আহলে-হাদীসগণের মযহাব সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন: যদি কাহারো শরীক বিক্রয় ব্যাপার অবগত থাকে এবং অনুমতিও প্রদান করিয়া থাকে, তথাপি বিক্রয়ের পর যদি হক্কে-শোফ্আ দাবী করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দাবী টিকিবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আবু হানীফা ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, উসমানুল বত্‌তী (মৃত ১৪৩ হিঃ), ইবনুআবি লায়লা প্রভৃতি বলেন: তাহার হক্কে-শোফ্আর দাবী গ্রাহ্য হইবে। ইমাম হাকাম বিন্ উতায়বা (মৃত ১১৫ হিঃ), সুফইয়ান সওরী, আবু উবায়দ (মৃত ২২৪ হিঃ) এবং আহলে-হাদীসগণের একদল বলিতেছেন, গ্রাহ্য হইবেনা। ইমাম আহমদ কর্তৃক দুই প্রকার উক্তিই বর্ণিত আছে.—শরহে মুসলিম (২) ৩২ পৃঃ।

উল্লিখিত উক্তি সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আহ্‌লে হাদীসগণের মযহাব হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাব হইতে স্বতন্ত্র।

এযাবৎ আহ্‌লে-হাদীসগণের দলগত পরিচয় সম্পর্কে যতগুলি কথা আমি আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা কয়েকটি বিষয় অকাট্য-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে:

প্রথমতঃ আহ্‌লে-হাদীসগণ কোন নূতন দল নহেন বা শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (১১১৫—১২০৬ হিঃ) অথবা অন্য কোন আধুনিক ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং হযরত রসূল করীম মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)। মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের বহু পূর্ব হইতে এই দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। যাঁহারা আহ্‌লে হাদীসগণকে দুই এক শতাব্দীর নূতন দলরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইতিহাস, মিলল ও ফিকহ্‌গ্রন্থ সম্পর্কে স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয় উল্লিখিত উক্তিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আহ্‌লে-হাদীসগণ' প্রচলিত মযহাব সমুহের অন্তর্ভুক্ত হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণের নাম নহে। আহ্‌লে-হাদীসগণের পরিগৃহীত মসআলা গুলির প্রায় সমস্তই মযহাব চতুষ্টয়ের অন্তর্গত কোন না কোন দল কর্তৃক নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু আহ্‌লে হাদীসগণ প্রচলিত মযহাবসমুহের মধ্যে নির্দ্দিষ্টরূপে কোন একটির অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদের দল সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

তৃতীয় বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কেবল শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণ আহ্‌লে হাদীসরূপে পরিচিত ছিলেননা, সাহাবাগণের যুগে সকল মুসলমান এবং পরবর্ত্তীকালে সাধারণ মুসলমানগণের একটি দল এই নামে পরিচিত ছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, অতঃপর আমি আহলে হাদীস আন্দোলনের কয়েকটি মূলনীতির কথা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট আলোচনা করিব।

প্রথম: মুসলমানগণের অনুসরণীয় ইমাম ও নেতা একমাত্র হযরত রসূল করীম মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ); অপর কোন ব্যক্তি নহেন— হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়: মুসলমানদিগকে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কুরআন ও রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস অনুসারে করিতে হইবে।

তৃতীয়: কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিতর কোন সমস্যার সমাধান দৃষ্টিগোচর না হইলে তৎসম্পর্কে সাহাবাগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থ: যেসকল বিষয়ের মীমাংসা কুরআন, সহীহ হাদীস ও সাহাবাগণের ইজ্মার মধ্যে নাই, সেই সকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আলেমগণ ইজ্তিহাদ করিবেন। কিতাব ও সুন্নতের প্রতিকুল কোন ইজ্তিহাদ গ্রাহ্য হইবেনা এবং কোন ইজ্তিহাদ কিতাব ও সুন্নত এবং সাহাবাগণের ইজ্মার স্থান অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

পঞ্চম: কোন ক্রমেই ধর্মীয় ব্যাপারে কাহারও বেদলীল উক্তির অনুসরণ করা চলিবে না।

আহলে-হাদীস মতবাদের এই মূলনীতিগুলি সাহাবা ও তাবেয়ীনের পরিগৃহীত মতবাদের সারাংশ মাত্র।

ভ্রাতৃগণ, কেন্দ্র ছাড়া যেরূপ বৃত্তের কল্পনা করা সম্ভবপর নয়, আকাশ ও পৃথিবীর বিরাট গোলকের শৃংখলাকেও সেইরূপ কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। শিক্ষিত মুসলিম সাধকবৃন্দ বলিয়া থাকেন: الحقيقة كالكرة হাকীকাৎ বা বাস্তব প্রকৃতপক্ষে বৃত্তের ন্যায়। মানবীয় আকায়েদ (মতবাদ) ও আমলের (আচরণ) কেন্দ্র আল্লাহর

গ্রন্থ ও তদীয় রসূলের (দঃ) নির্দ্দেশ ছাড়া আর কিছুই নাই, হইতে পারে না। এই মূল কেন্দ্র কোন কারণে এবং কোন অবস্থাতেই আপন স্থান হইতে সরিবে না, সকলকেই এই মূল কেন্দ্রের নিমিত্ত আপনাপন কেন্দ্রাতিক (Centrifugal) স্থান হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। এই আশ্রয় ও অবলম্বন কাহারো খাতিরে, কাহারো ভয়ে, কাহারো ভক্তির জন্য কোন কেন্দ্রাতি-গাকর্ষণের নিমিত্ত পরিহার করা যাইতে পারে না; সকল দুয়ার, সকল আশ্রয় ও সকল আকর্ষণকে এই মহান অবলম্বন লাভ করিবার জন্য ছিন্ন করিতে হইবে।

আহলে-হাদীস মতবাদ উল্লিখিত কেন্দ্রশক্তির প্রেরণা মাত্র। এই মতবাদ হইতে বিচ্যুত হওয়ার দরুণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানগণ কেন্দ্রচ্যুত জীবন যাপন করিতেছেন।

কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, দলপন্থী সকল মুসলমান মূলতঃ কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন। তবে এই কার্য তাঁহারা স্ব স্ব অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যস্থতায় সমাধা করিতে চাহেন মাত্র। এই কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অজ্ঞ ও কলহপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, এরূপ আচরণের সাহায্যে আল্লাহর গ্রন্থ ও আল্লাহর রসূল (দঃ) কর্তৃক সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা সুন্নতের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কি? না তাহা কতকগুলি সাধারণ ব্যক্তিত্বের অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া যায়? ইমাম ও মুজ্‌তাহিদগণ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) অনুসরণ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন বলিয়াই কি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে? এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত আদেশের অধিকার কাহার হস্তে সমর্পণ করা হইল? যে সকল মানুষ সম্বন্ধে পৃথিবীর কেইই দাবী করিতে পারেনা যে,

তাঁহারা নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ছিলেন, আহলে-হাদীস মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহকেই মূল কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত কেন্দ্রবিমুখ বলয়ের প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ আল্লাহর গ্রন্থ ও তদীয় রসূলের (দঃ) নির্দেশাবলীতে তাঁহাদের উল্লিখিত আপনাপন মনগড়া কেন্দ্রসমূহের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। আর সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'এলাহী ওয়াহী'কে এইরূপ কলুর বলদে পরিণত করার ভয়াবহ কার্যকে তাঁহারা সমন্বয় সাধন বা তৎবীক ও তওফীক নামে অভিহিত করিতেছেন।

فيا لله ويا للعجاب

এই ভয়াবহ, আচরণের নাম যদি সমন্বয় সাধন হয়, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ, পৃথিবীতে অপপ্রয়োগ perversion বা তহরীফ ও তবদীল বা পরিবর্তন বলিয়া কোন কার্যের অস্তিত্ব নাই এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ স্ব স্ব গ্রন্থে কোন দিন তহরীফ করেন নাই।

والتحقيق ان العصمة للانبياء ومن عداهم قد يخطي وقد يصيب فمن ظن انه يكتفي بما وقع في خاطره عما جاء به الرسول فقد ارتكب اعظم الخطاء وضل ضلالا مبينا -

অর্থাৎ :—প্রকৃত কথা এই যে, নিষ্পাপ হওয়া শুধু নবীগণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের ছাড়া অপর সকলের মধ্যেই ভ্রান্তি ও সঠিকতা উভয়ের অবকাশ রহিয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, রসূলের আদর্শ ব্যতীরেকে তাহার কল্পনাই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে সে মহাপাতকে পতিত হইয়াছে এবং স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হইয়াছে।

কোরআন ও সুন্নতের মর্মকেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটার ফলে মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র ফির্কাবন্দীর অভিশাপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনকে গ্রথিত, সংহত, সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করার স্বর্গীয় রজ্জুস্বরূপ কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইওনা।" —আলে ইমরান: ১০৩ আয়াত।

এই আয়াতের নাস্তিবাচক অংশটুকু অনেকেই আওড়াইয়া থাকেন কিন্তু অস্তিবাচক অংশের দিকে মনোযোগ দেওয়া তেমন আবশ্যক বিবেচিত হয়না।

'হাবলুল্লাহ' বা আল্লাহর রজ্জুর তাৎপর্য কি?

হযরত আলী, আবু সাঈদ খুদরী, মাআয বিনে জাবল, হুযায়ফা আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ, যায়েদ বিনে সাবেত ও যায়েদ বিনে আকরাম প্রভৃতি সাহাবীগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক কোরআনকে হাবলুল্লাহর অর্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (তিরমিযী, আহমদ, ইবনে জরীর প্রভৃতি)।

অতএব আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মুসলমানগণ যদি তফ্‌রীক বা জাতীয় জীবনের বিশৃংখলা হইতে বাঁচিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আল্লাহর রজ্জুর বন্ধনে, আবদ্ধ হইতে হইবে, শুধু জাতীয়তা (Nationality), দেশ বা বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে যদি মুসলমানগণ একত্রিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদের এই প্রেরণার নাম কোরআনের ভাষায় হইবে حمية الجاهلية অন্ধ যুগের গোঁড়ামী—এবং তাহাদের Slogan বা ধ্বনি রসূলুল্লাহর (দঃ) ভাষায় হইবে 'دعوة الجاهلية' অন্ধ যুগের Slogan.

আল্লাহর রজ্জুর বন্ধন শিথিল করিলে অথবা উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে মুসলমানদের রেনেসাঁ বা মুক্তিযুগের আগমন

হইবেনা, বরং তফ্‌রীক, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। কোরআন আল্লাহর সেই সুবর্ণ রজ্জু এবং হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যা মাত্র। আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন :

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

হে রসূল (দঃ), আমি কোরআনকে আপনার নিকট এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, মনুষ্য জাতির প্রতি যে সকল আদেশ অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা আপনি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিবেন।—নহল : ৪৪ আয়াত।

রসূলুল্লাহ (দঃ), বার্তাবাহ বা Postman অথবা Messenger মাত্র নহেন, কোরআনকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করার ভার রসূলে করীমের উপর অর্পিত হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবনব্যাপী আচরণ ও উক্তির সাহায্যে কোরআনের শব্দ ও অক্ষরগুলিকে জীবন ও কর্মের রূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, আচরণ ও সম্মতির নাম হাদীস বা সুন্নত, উহাই কোরআনের ব্যাখ্যা। পক্ষান্তরে কোরআনের এই ব্যাখ্যা বা সুন্নতও রসূলুল্লাহর (দঃ) মানসপ্রসূত বা কপোলকল্পিত নয়, উহাও প্রত্যাদেশ বা ওয়াহী।

আল্লাহ তদীয় রসূল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন :

وما ينطق عن الهوى‘ ان هو الا وحى يوحى

রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বাক্য উচ্চারণ করেন না ; যাহা বলেন, তাহা 'ওয়াহীর' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিয়া থাকেন,—আন্-নাজ্‌ম : ৩ আয়াত।

হযরতের সকল মীমাংসা আল্লাহর অনুমোদিত, অভিপ্রেত এবং আল্লাহর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত :

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين
الناس بما اراك الله

"হে রসূল (দঃ), আমি সত্য সহকারে আপনার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আপনি আল্লাহর নির্দেশ মত মানুষের সকল মতভেদ ও কলহ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন,—আন্‌নিসা: ১০৫ আয়াত।

'মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ' (দঃ) এর স্বীকারোক্তি ব্যতীত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অঙ্গীকার যেরূপ অর্থহীন রসূলুল্লাহর (দঃ) সঠিক ও প্রমাণিত হাদীসকে বাদ দিয়া কোরআনকে মান্য করার দাবীও সেইরূপ নিরর্থক। পৃথিবীতে মুসলমানগণের ভিতর যতগুলি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব হইয়াছে, যথা: খারেজী, নাসেবী, রাফেযী, ইমামী, মো'তাযেলা, মোশাব্বেহা, জহমিয়া, মুর্জিয়া প্রভৃতি—তাহাদের মধ্যে একটি দলও কোরআনকে অমান্য করে নাই বরং প্রত্যেক দল স্ব স্ব মতবাদের সত্যতার প্রমাণ কোরআন হইতেই প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। সুন্নতকে পরিহার করিয়া স্ব স্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা তাহারা শত সহস্র পথে ও মতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৬৩১ হিজরীর আলেম ও ফকীহ ইমাম আবুল ফাযায়েল আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন্‌ল মোযাফ্‌ফর রাযী হানাফী তাঁহার 'হুজ্জাজুল কোরআন' নামক গ্রন্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদ কোরআন হইতে সাব্যস্ত করিয়া এক মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তিরা উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলে আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যতগুলি লোক পয়গম্বরীর দাবী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, এমন কি কাদিয়ানী ও বাবী বাহায়ী উপনবীরা পর্যন্ত স্ব স্ব নবুওতের পোষকতায় কোরআনকেই অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে,—দেখুন বাহায়ী গ্রন্থ: কিতাবুল ফরাইদ: ৩৩৪ পৃ:; ও কাদিয়ানী গ্রন্থ: সীরাতুল মাহদী: (২) ১৮২ পৃ:; মির্‌যা গোলাম আহমদের লেকচার-শিয়ালকোট, ৩২ পৃ: এবং মনযুর ইলাহী: ২৩১ পৃ: ইত্যাদি।

এইজন্য হযরত উমর বিনুল খাত্তাব আমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে,

سياتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوا
هم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله عز وجل -

এমন একটি দলের উদ্ভব হইবে যাহারা কোরআনের অস্পষ্টাংশ লইয়া তোমাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবে, ঐরূপ লোকদের বিতর্কের উত্তরে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সুন্নতের (অস্ত্র) ব্যবহার করিও, কারণ হাদীস অনুসরণকারীরাই কোরআনের বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী,—দারমী : ২৮ পৃষ্ঠা।

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসের সম্মিলিত ব্যবস্থা বা কোডের নাম হইতেছে ইসলাম। সুঈজ, টার্কিশ বা ইংলিশ ব্যবস্থার বা আইনের নাম যেরূপ ইসলাম নহে, কোন ফকীহ, দরবেশ বা নেতা ও ইমামের ব্যক্তিগত অভিমত বা সিদ্ধান্তও সেইরূপ এলাহী ব্যবস্থার আসন অধিকার করিতে পারেনা। মুসলিম জাতির জাতীয় জীবনের ভারকেন্দ্র হইতেছে : কেতাব ও সুন্নত—উহাই তাহাদের সুবিন্যস্ত জাতীয়তার সংহতি কেন্দ্র। যেদিন হইতে মুসলমানগণের জাতীয়তা কোরআন সুন্নতের দৃঢ়বন্ধন হইতে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই দিন হইতেই কলহ, বিবাদ, হিংসা ও বিদ্বেষের অভিশাপে তাহারা অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অভিসম্পাতের দরুন মুসলমানগণের এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জাতীয়তা বিভিন্ন ফির্কা, মার্কা ও দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে আর এই ফির্কাবন্দীর অগ্নিকাণ্ডে মুসলিম জাতীয়তার গগনস্পর্শী প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে :

وذلك تقدير العزيز العليم

আহলে-হাদীস আন্দোলন পৃথিবীর মুসলমানদিগকে তাহাদের পরিত্যক্ত ভারকেন্দ্র কিতাবুল্লাহ বনাম সুন্নতে রসূলুল্লাহর (দঃ) দিকে

ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায় এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলের মনোনীত অখণ্ড মুসলিম জাতিকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে বাসনা রাখে :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে (Private affairs) পরিণত হইয়াছে ; পার্থিব জীবনের সহিত ধর্মের কোন সংশ্রব তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্মের এই সংজ্ঞা বর্তমান সময়ে ইসলাম জগতের সর্বত্র দ্রুতভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্তান, মিসর ও আরব সর্বত্রই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভৌগলিক সীমা ও বর্ণগত ভিত্তির উপর নব জাতীয়তার প্রাসাদ বিরচিত হইতেছে। হিন্দের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট মুসলিম জননায়কের মুখেও আমরা শুনিতে পাই যে,

Religion should not be allowed to come into politics. Religon is merely a matter between man and God.

"ধর্মকে রাজনীতির ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় ব্যাপার মানুষের এবং আল্লাহর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব ব্যাপার মাত্র।" কিন্তু ধর্মের এই ব্যাখ্যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ ও সঠিক নয়।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী কৃষ্টি, আদর্শবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আল্লামা ডক্টর শায়খ মোহাম্মদ ইকবাল যেরূপ গভীর পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেরূপভাবে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অন্য কেহ পারিয়াছেন কিনা, তাহা আমার জানা নাই। সুতরাং ইসলামী আদর্শের দার্শনিক ব্যাখ্যা যতটা সুন্দর ও সঠিকভাবে ডঃ মোহাম্মদ ইকবালের মুখ হইতে উচ্চারিত

হইয়াছে, অন্য কোন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে সেরূপভাবে আমি শ্রবণ করি নাই।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল বলিতেছেন,

The conclusion to which Europe is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life. Islam does not bifurcate the unity of man into an irrecon. cilable duality of spirit and matter. In Islam God and the universe,. spirit and matter, church and state are organic to each other. Man is not the citizen of a profane world to be renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere.

To Islam matter is spirit realising itself in space and time. Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter probably from manichaean thought. Her best thinkers are realising this intial mistake to-day, but her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma.

ভাবার্থ এই যে, ইউরোপ বিভিন্ন কার্যকারণ পরম্পরায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা এই যে, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্ব ব্যাপার মাত্র। যাহাকে বৈষয়িক জীবন বলে, তাহার সহিত ধর্মের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইসলামের কাছে মনুষ্যত্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অদ্বৈত ও অবিচ্ছিন্ন। ইসলামে জড় ও আত্মার এরূপ দ্বিত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই যাহাদের সংযোগ ও সংমিশ্রণ

সম্ভবপর নয়। ইসলামের আদর্শবাদের দিক দিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টজগত উপাসনালয় ও আইন সভার প্রাসাদ, জড় ও আত্মা অবিচ্ছিন্নরূপে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। মানুষ এমন অপবিত্র পৃথিবীর অধিবাসী নয়, যে, স্বর্গরাজ্য লাভ করিবার আশায় তাহাকে এই অপবিত্র স্থান বর্জন করিতে হইবে। ইসলামী আদর্শ অনুসারে আত্মা যখন স্থান ও কালের সীমার ভিতর দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাহাকে জড় নামে অভিহিত করা হয়। মনে হয় যেন ইউরোপ কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করিয়াই জড় ও আত্মার দ্বৈতবাদের অভিমত মানির (২১৬—২৭৭ খৃষ্টাব্দ) মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে যদিও তাহাদের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কগণ তাহাদের এই ভ্রান্তির কথা অনুভব করিতেছেন কিন্তু কূটনীতি বিশারদগণের একদল এখনও যিদ ধরিয়া বসিয়া আছেন যে, পৃথিবী আত্মা ও জড়ের দ্বৈতবাদকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করুক,—

—Presidential Speech, All India Muslims League. 29th December. 1930, P. 5.

ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে ইসলাম ইউরোপের Religion নয়। উহা Organised Religion, উহা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা Private affairs নয়, —উহা দীন এবং শরীঅত। ধর্মের প্রভাব—কেবল মসজিদে ও কবরস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিবেনা, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হইতে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রভাব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেক স্তরে, জীবনের কর্মসাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান ও অপ্রতিহত ভাবে কার্যকরী রহিবে।

মোহাম্মদ ইকবাল ধর্মের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন, 'দীনে হকের তাৎপর্য ইহাই। মানব জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে এই দীনে হককে' জয়যুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই হযরত রসূলে করীম

(দঃ) আগমন করিয়াছিলেন,

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله وكفى بالله شهيدا

"আল্লাহ তদীয় রসূলকে হিদায়ত ও সত্য বিধান সহ পৃথিবীতে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে সমগ্র মানবীয় বিধানকে পরাভূত করিয়া সেই সত্য সনাতন বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। —আল্‌ফাতহ : ২৮ আয়াত।

হিস্পানিয়ার বিখ্যাত অসূলী ইমাম ইবরাহীম বিনে মুসা শাতেবী (মৃত : ৭১০ হিঃ) লিখিয়াছেন : সৃষ্ট জীবের সকল প্রয়োজনকে মিটানই শরীয়তের উদ্দেশ্য। শাতেবী সকল প্রয়োজনকে মোটামুটী ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : তিনি বলিতেছেন,

مجموع الضروريات خمسة : حفظ الدين والنفس والنسل
والمال والعقل -

ধর্ম রক্ষা, প্রাণ রক্ষা, ধন রক্ষা ও জ্ঞান রক্ষা এই পঞ্চবিধ প্রয়োজনকে পুরণ করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। শরীয়তের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা : ইবাদৎ, অভ্যাস ও ব্যবহার।

ইবাদতের নিয়মগুলিকে ধর্ম রক্ষার জন্য, অভ্যাসের মুলনীতি গুলিকে প্রাণ ও জ্ঞান রক্ষার জন্য এবং ব্যবহারিক নীতিগুলিকে বংশ ও ধন রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ঈমান, কলেমার উচ্চারণ, নামায, যাকাৎ, ছিয়াম (রোযা) ও হজ্ব প্রভৃতি ইবাদতের মুলনীতির পর্যায়ভুক্ত। পান, আহার, পরিধেয় ও বসবাসের ব্যাপারসমূহ অভ্যাসের মুলনীতির অন্তর্ভুক্ত। যে সকল মানবীয় স্বার্থ পারস্পরিক সহযোগের সাহায্যে সংরক্ষিত অথবা বিধ্বস্ত হয়, সেগুলি ব্যবহারিক নীতির শ্রেণীভুক্ত, যথা : চুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপার, কার্যবিধি ও দণ্ডবিধি,—আল্ মুয়াফেকাত : (২) ৩—৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু শুধু প্রয়োজন মিটানই শরীঅতের উদ্দেশ্য নয়, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে আদেশের কঠোরতা হ্রাস করিয়া সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক আদেশ প্রদান করাও শরীঅতের অন্যতম উদ্দেশ্য, যথা: ইবাদৎ শ্রেণীর মধ্যে প্রবাসী ও রোগীর জন্য নামাযের নিয়ম ও সংখ্যার লঘুতা সাধন, রোযার জন্য সময়ের পরিবর্তন। অভ্যাস শ্রেণীর, যথা: শিকারের এবং হালাল উপায়ে পানাহার, পরিধান ও বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা এবং ব্যবহারিক শ্রেণীতে—যথা: ঋণ, প্রজাবিলি ও অগ্রদাদন প্রভৃতির অনুমতির ব্যবস্থা করাও শরীঅতের উদ্দেশ্য।

ধর্মের এতগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার মুকাল্লেদগণ ধর্মের কোন্ প্রয়োজনটি যে স্বীকার করিতে চাহেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ ইস্‌লামের আদর্শ—তাওহীদ ও ইবাদত পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ যাঁহারা দীন ও দুনিয়া বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র বস্তুর ধারণা করিয়া লইয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা কেবল আখেরাত ও পরবর্তী জীবনকে দীন বা ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে দীন'শরীঅত ও ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়. তাহার অর্থ ও প্রয়োগের প্রতি দারুন অবহেলা প্রকাশ করিয়াছেন।

حفظت شيئا وغابت عنك اشياء!

দীন, শরীঅত, ইসলাম বা ধর্মের যে ব্যাখ্যা এযাবৎ আলোচিত হইয়াছে, কোরআনের দাবীও তাহাই। দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখের বৈকালে আরাফাত প্রান্তরে যখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বক্তৃতা দান করিতেছিলেন এবং ঘন ঘন আকাশের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا-

"অদ্যকার দিবসে আমি (হে মুসলমানগণ,) তোমাদের জন্য তোমাদের দীন-ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামের দীন বা ব্যবস্থায় স্বীয় সন্তুষ্টি বা সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম, আল মায়েদাহ্: ৩ আয়াত।

কুরআনের প্রাচীনতম ও বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (মৃত: ৩১০ হিঃ) উল্লিখিত আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন: হে বিশ্বাসী জনবৃন্দ, আজিকার দিবসে তোমাদের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় আমার আদেশ বাণী, আমার দণ্ডবিধি তোমাদের প্রতি আমার আদেশ ও নিষেধ আমার হালাল ও হারাম এবং আমার প্রত্যাদেশ যাহা আমি আমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করিয়াছি ও আমার ব্যাখ্যা যাহা আমার রসূলের বাচনিক আমি ওয়াহীর সাহায্যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং দীন সম্পর্কে তোমাদের যাহা প্রয়োজনীয় তৎ সমুদয়ের দলীল তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্তই তোমাদের জন্য আজ শেষ করিতেছি। অতঃপর এই সকল বিষয়ে আর পরিবর্তন সাধিত হইবেনা।—তফসীর ইবনে জরীর (৬) ৫১ পৃষ্ঠা।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মুফাস্সির আল্লামা সৈয়েদ রশীদ রিযা বলেন: দীনের পূর্ণতার তাৎপর্য এই যে, মতবাদ ও ইবাদৎ সম্পর্কে আদেশ ও বিধান এবং এই অর্থে যত বিষয় থাকিতে পারে তৎসমুদয় বিস্তৃতভাবে এবং ব্যবহারিক আদেশ নিষেধগুলি সংক্ষিপ্ত-ভাবে পূর্ণতালাভ করিয়াছে—[তফসীর আলমানার ৬-১৬৬পৃঃ]

মোটকথা ইবাদত, প্রাণরক্ষা, বংশরক্ষা, ধনরক্ষা ও জ্ঞান রক্ষার সমুদয় বিধান শরীঅতের মাধ্যমে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নতের সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, হয় প্রকাশ্যে নয় অপ্রকাশ্যে, হয় সংক্ষেপে, নয় সবিস্তারে। যে সকল আদেশ ও নিষেধ কিতাব ও

সুন্নতের সাহায্যে প্রকাশিত ও বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রলয়কাল পর্যন্ত সেগুলির সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যক হইবে না, কিন্তু যে সকল আদেশ ইঙ্গিতে ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলিকে প্রকাশিত ও বিস্তৃত করার ভার এই উম্মতের যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ্য ও সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত করার এই সাধনাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলে।

ইসলামের সজীবতা ও পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, আমাদের রসূল খাতেমুল মুর্সালীন। অতঃপর আর কোন পয়গম্বরের আগমনের সম্ভাবনা নাই, প্রলয়কাল পর্যন্ত আমাদের রসূলের (দঃ) রিসালতের যুগ সচল থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়কাল পর্যন্ত মানব সমাজের সম্মুখে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশকে রসূলের (দঃ) প্রতিনিধিরূপে তাহার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সমাধান কখনও অভ্রান্ত ওয়াহীর স্থান অধিকার করিবে না এবং মুজতাহিদবর্গের সিদ্ধান্তগুলি কিতাব ও সুন্নতের মত অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় বিবেচিত হইবে না।

কিন্তু বাগদাদের পতনের পর (৬৫৬ হিঃ, ১৪ই সফর, বুধবার) যখন মুসলমানগণের জাতীয় শক্তি শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তখন ফকীহ্গণ নবুওতের মত ইজ্‌তিহাদের দ্বারকেও চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল বলিতেছেন :—

For fear of further disintegration, which is only natural in such a period of political decay, the conservative thinkers of Islam focussed all their efforts on the one point of preserving a uniform social ilfe for the people by a Jealous exclusion of all innovations in the law of Shariat as expounded by the early doctors of Islam.

"তাতারী অভিযানের ফলে জাতীয় অটুটতার যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, পাছে তাহা অধিকতর বর্ধিত হয়, এই আশঙ্কায় সনাতন মতের মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের সমুদয় প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিকে এক ও অভিন্ন জীবন যাত্রা প্রণালীতে নিয়োজিত করিবার কার্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া ছিলেন। প্রাথমিক যুগের আলেমগণ শরীঅতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহার বহির্ভূত সকল নবাবিষ্কৃত মত ও কার্যকে তাঁহারা সমাজ দেহ হইতে অপসারিত করার কার্যে পরমোৎসাহে লাগিয়া গেলেন" Reconstruction of Religious thought. ২১১ পৃষ্ঠা।

ফলে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন :

اختتم الاجتهاد المطلق على الائمة الاربعة حتى اوجبوا تقليد واحد من هولاء على الامة ـ

"পূর্ণ ইজ্‌তিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে. এমন কি তাঁহারা ফতওয়া দিলেন যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজনের তকলীদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব,—ফাওয়াতেহুর রহমুত : ৬২৪ পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে অষ্টম শতকের অন্যতম সংস্কারক ও মুহাদ্দিস হাফিয ইবনুল কাইয়েম বলিতেছেন :

'অন্ধ ভক্তের দল আল্লাহর বিধান ও শরীঅতের প্রতিকূল আল্লাহর রসূলের (দঃ) স্পষ্ট আদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে পৃথিবীর উপর আল্লাহর দীনকে প্রমাণিত করার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অতীত যুগের পর পৃথিবীতে কোন আলেম আর অবশিষ্ট নাই। একদল বলিতেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফর বিনুল হুযায়ল, মোহাম্মদ বিনুল হাসান ও হাসান বিনে যিয়াদের পর আর কোন আলেমের পক্ষে ইজ্‌তিহাদ করা বৈধ হইবে না। বকর বিনুল উলা-কুশায়রী মালেকী

বলেন : তুইশত হিজরীর পর কাহারও ইজ্‌তিহাদের অধিকার নাই। আবার কেহ বলিতেছেন : আউযায়ী, সুফইয়ান সউরী, ওকী' বিনুল জার্‌রাহ ও আবতুল্লাহ বিনুল মুবারকের পর কাহারও পক্ষে ইজ্‌তিহাদ করা তুরস্ত নয়। আর একদল বলিতেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর পর ইজ্‌তিহাদ একেবারেই অসিদ্ধ।

ইজ্‌তিহাদের দ্বার কোন্ সময় রুদ্ধ হইয়াছে-সে সম্পর্কে নানা প্রকার অপ্রমাণিত উক্তির সাহায্যে মুকাল্লেদের দল মতভেদ করিয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় আল্লাহর শরীঅতের প্রতিষ্ঠাকারী পৃথিবীর বুকের উপর আর কেহই নাই। স্বীয় বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই এবং আল্লাহর গ্রন্থ ও তদীয় রসূলের সুন্নত হইতে আদেশ নিষেধ আহরণ করা কাহারও জন্য বৈধ নয় এবং অনুসরণীয় ইমামগণের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কেতাব ও সুন্নত অনুসারে বিচার ব্যবস্থা করা ও ফতওয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সিদ্ধ নয়। আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলের সুন্নতের নির্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তাঁহাদের অনুমতি পাওয়া যায় তবেই তাহা প্রতিপালনীয় বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে হইবে।

এই উক্তিগুলি যেরূপ অসত্য, অনিষ্টকর এবং পরস্পর বিরোধী তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ এবং তাঁহার উক্তির খণ্ডন এই সকল উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এই সকল কথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নতের উপর বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। আল্লাহ তাঁহার জ্যোতিকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করিবেন এবং তাঁহার রসূলের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবেন। পৃথিবী কখনও এরূপভাবে শূন্য হইবেনা যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাকারী কেহই না থাকে রসূলের (দঃ) উম্মতের মধ্যে এরূপ একদল সর্বদা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবেন, যাঁহারা যে সত্য দীন সহকারে রসূল (দঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই সনাতন সত্যের

উপর তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন এবং প্রত্যেক শতাব্দীর পুরোভাগে আল্লাহর দীনের মধ্যে যে সকল আবরণ ও আবর্জনা স্তূপীকৃত হইবে সেইগুলি অপসারিত করিবার জন্য সংস্কারক প্রেরিত হইতে থাকিবেন।

যাহারা বলে যে অমুক অমুকের পর আর কাহারও ইজ্‌তিহাদ গ্রাহ্য হইবেনা, তাহাদের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে ইহা বলা যথেষ্ট হইতে পারে যে, যখন কাহারও সিদ্ধান্ত এখন গ্রহণীয় নয়, তখন তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে, শুধু অমুক অমুকের অনুসরণ করিতে হইবে, কিরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলের সুন্নতের অনুকূল মানুষের আপন ইজ্‌তিহাদের অনুসরণ করাকে তোমরা কি প্রকারে হ'রাম করিয়া দিলে? আর তোমাদের জন্য তকলীদের অনুসরণ কার্যকে বৈধ বলিয়া কিরূপে স্থির করিলে? আর সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য তাঁহাদের তকলীদকে ওয়াজিব এবং তাঁহাদের ছাড়া অন্য ব্যক্তির অনুসরণ কার্যকে হারাম বলিয়া কিভাবে নির্ধারিত করিলে? এক দলের পরিবর্তে আর এক দলের তক্‌লীদকে অগ্রণী করার তোমাদের নিকট কি যুক্তি আছে? যে সিদ্ধান্তের পক্ষে কিতাব, সুন্নত, ইজ্‌মা ও কিয়াসের দলীল, এমন কি কোন সাহাবীর উক্তিও বিদ্যমান নাই তাহা গ্রহণ করার এবং কিতাব ও সুন্নতের সাহায্যে প্রমাণিত ও সাহাবাগণ কর্তৃক সমর্থিত সিদ্ধান্তকে বর্জন করার হেতুবাদ কি? —ইলামুল মুয়াক্কেয়ীন, (২) ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

আমি বলিতে চাই যে, ইমামগণের যাবতীয় সিদ্ধান্তই যে বর্জনীয় হইবে, তাহা কোন কাজের কথা নয়, তাঁহাদের অনেকগুলি সিদ্ধান্ত তাঁহাদের যুগের পক্ষে যে আবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য ছিল, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু হাজার বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যে মানবীয় প্রয়োজন ও সমস্যা অপরি-বর্তনীয় থাকিবে, এরূপ ধারণা করাও যুক্তিসংগত নয়। সুতরাং

কুরআন ও সুন্নতের অপরিবর্তনীয় মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া মানুষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল যুগে ইজ্‌তিহাদ ও গবেষণার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে, নতুবা ইসলামের চিরজীবতার দাবী যেরূপ মিথ্যা হইয়া যাইবে, মানুষ প্রয়োজনের দায়ে তেমনি ইসলামের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অনৈসলামিক ভাবধারার শরণাগত হইতে বাধ্য হইবে।

আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হইতেছে ইজ্‌তিহাদের দাবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামকে চিরন্তন, সর্বযুগীয় মানব জাতির সর্ববিধ প্রয়োজনের পূরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা।

বর্তমান যুগে ইসলাম-জগতের সর্বত্র তক্‌লীদের পতন ও ইজ্‌তিহাদের উত্থান সূচিত হইয়াছে কিন্তু শুধু আবু হানীফা ও মালেকের তক্‌লীদ বর্জিত হয় নাই; আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্যের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ করার চেষ্টা চলিতেছে এবং ইজ্‌তিহাদকে কেতাব ও সুন্নতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ অনুসরণ, হিন্দুয়ানী উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং ব্যক্তিগত খোশ খেয়ালের অনুগমন কার্যকে প্রগতিবাদ, ইজ্‌তিহাদ ও গবেষণার পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করা হইতেছে। সুইজার্ল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতি, রুশের নাস্তিকতাবাদী কমিউনিজম, গান্ধীর হিন্দু সমাজতন্ত্রবাদ সমস্তই আজ মুসলমানগণের পক্ষে লোভনীয়, গ্রহণীয় ও বরণীয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মোহাম্মদীয় নীতির ভিত্তির উপর ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদ ও শাসন পদ্ধতিকে গবেষণা করার ও তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন মুসলমানগণ অনুভব করিতেছেন না। কামাল আতা তুর্কী মুসলমানদের সংস্কার করিতে গিয়া স্বয়ং ইসলামের এরূপ সংস্কার করিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাকে কামালী ইসলাম বা তুরানীজ্‌ম বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু মোহাম্মদী ইসলামের আখ্যা তাহাকে কিছুতেই দেওয়া যাইতে

পারে না। মোহাম্মদ ইকবাল তুর্কী সংস্কার আন্দোলনের একান্ত পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে উহার অনাচার ও ইসলাম বিদ্রোহের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলন স্বৈরাচার ও অনাচার বনাম প্রগতিবাদ ও শর্তবিহীন ইজ্‌তিহাদকে কোন দিন বরদাশত করে নাই—করিতে পারেনা। ইজ্‌তিহাদের জন্য কয়েকটি শর্ত অবশ্য পালনীয়:—

ইমাম শাফেয়ী বলেন,

ومعنى الاجتهاد من الحاكم انما يكون بعد ان يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا امر مجمع عليه' فاما وشيء من ذلك موجود فلا -

ইজ্‌তিহাদের তাৎপর্য এই যে, কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিতর যে সকল বিষয়ের নির্দেশ নাই মুসলমানগণের জাতীয় শাসনকর্তা সেই সকল বিষয়ের ইজ্‌তিহাদ করিবেন। যে সকল বিষয়ের নির্দেশ কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিতর বিদ্যমান আছে, সে সকল বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ অগ্রাহ্য,—কেতাবুল উম: (৬) ২০৪ পৃ:।

ইমাম আবুহানিফা বলেন:

الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده -

যে হাদীসে রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহর (দ:) এরূপ হাদীস যাহা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই—ব্যক্তিগত অভিমত অপেক্ষা উত্তম এবং এইরূপ ধরনের হাদীসের বিদ্যমানতায় কিয়াস অসিদ্ধ; —আল্ ইহ্‌কাম ফী উসূলিল আহ্‌কাম (৭) ৫৪ পৃষ্ঠা।

আহলে-হাদীসগণ ব্যাপকভাবে মুর্সাল ও যঈফ হাদীসকে গ্রাহ্য করেন না কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা সকল দলের মুসলমানের সহিত একমত যে, কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ বর্তমান থাকা অবস্থায় ইজ্‌তিহাদ অসিদ্ধ ও হারাম।

দ্বিতীয় শর্ত : ইজ্‌তিহাদের তাৎপর্য কাহারও কাহারও বিবেচনায় ব্যক্তিগত গবেষণা ও সিদ্ধান্ত নয়, ইমাম সুফ্‌য়ান বিনে ওয়ায়না বলেন :

اجتهاد الرای هومشاورة اهل العلم' لان يقول برايه

ইজ্‌তিহাদের তাৎপর্য হইতেছে বিদ্বানগণের পরামর্শ, ব্যক্তিগত অভিমতের নাম ইজ্‌তিহাদ নয়। ঐ—(৬) ৩৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় শর্ত : কোরআন ও হাদীসের ভিতর হইতে ঈপ্সিত মসআলাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার কার্যকে একদল আহলে হাদীস ইজ্‌তিহাদ বলিয়াছেন। বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম ইব্‌নে হজম বলেন,—

انما الاجتهاد اجتهاد النفس واستفراغ الوسع فى طلب حكم النازلة فى القرآن والسنة' فمن طلب القرآن وقرا آياته' وطلب فى السنن وقرا الحديث فى طلب مانزل به فقد اجتهد۔

আসন্ন সমস্যার মীমাংসা কোরআন ও সুন্নত হইতে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করার কার্যকে ইজ্‌তিহাদ বলে, যে ব্যক্তি কোরআনের ভিতর উক্ত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত আয়াত পাঠ করিয়াছে অথবা হাদীসের ভিতর উক্ত প্রশ্নের জওয়াব অনুসন্ধান করিয়াছে এবং তাহা পাঠ করিয়াছে সেই ব্যক্তি ইজ্‌তিহাদ করিয়াছে। —ঐ, (৭) ১৪৪ পৃঃ।

৪র্থ শর্ত : ব্যক্তিগত অভিমত ও সিদ্ধান্তকে সকল আহলে-হাদীস বাতিল করেন নাই, কিন্তু নিছক সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত অভিমত শরীঅতসম্মত কিয়াসের পর্যায়ভুক্ত নয়। মুজাদ্দেদে ইসলাম

আল্লামা ইসমাঈল শহীদ বলেন :—

والقياس شرطه ان يكون الاصل فيه من قبيل المنصوصات او الاجماعيات -

শর্ত এই যে কিতাব ও সুন্নত অথবা ইজমাকে ভিত্তি করিয়া কিয়াস করিতে হইবে অর্থাৎ যে কিয়াস কিতাব, সুন্নত ও ইজমার ভিত্তির উপর সঙ্কলিত হয় নাই তাহা কিয়াস পদবাচ্য নহে।

মহোদয়গণ. আজ পৃথিবীর সম্মুখে নিত্য নূতন যে সকল প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতেছে, তাহার মীমাংসার ভার আল্লাহতা'লা মুসলমানগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন. কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কোরআন ও সুন্নতের নূর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বয়ং এইরূপ গোলক ধাঁধায় আটক পড়িয়াছে যে, মানবত্বের পূর্ণতা ও জ্ঞানের সজীবতার পথ তাহারা নিজেরাই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আহলে হাদীস আন্দোলন এই রুদ্ধ পথকে পুনরায় মুক্ত করিতে চায়।

আহলে-হাদীস আন্দোলনের সহিত রাজনীতি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে. ইহাকে আহলে-হাদীস আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আহলে হাদীসগণের রাজনৈতিক কর্মসূচী সুস্পষ্ট এবং সর্বপ্রকার গোঁজামিলশূন্য। আমাদের পূর্ববর্ত্তী নেতৃবৃন্দ কুরআনী বা নববী সিয়াসতের পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইহার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে সহাস্য বদনে প্রাণ দান করিয়াছেন। কিন্তু মোহাম্মদী রাজনীতির সফলতা সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।

بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

আহলে-হাদীসগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বাধীনতার মন্ত্রসাধক কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ভাত কাপড়ের সংস্থান বা চাকুরীর সুবিধা অর্জন নয়, স্বদেশ প্রীতি ও জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে বলবান ও শক্তিমান হইয়া অপরাপর দল, সমাজ ও জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করার মৎলবে নয় :

تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين -

যাহারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি ও অশান্তিকামী নহে, আমি পারলৌকিক রাজ্যের অধিকারী তাহাদিগকেই করিব এবং যাহারা সতর্ক, পরিণাম তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট। আল কাসাস : ৮৩ আয়াত।

আমাদের রাজনৈতিক চর্চার চরম ও পরম উদ্দেশ্য :—

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا

কুফরের আদেশকে পরাস্ত করিয়া একমাত্র আল্লাহর আদেশকে বলবৎ করা।—আত্‌ তওবা : ৪০ আয়াত।

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

মুসলমানগণের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা পদ্ধতিকে বলবৎ করিবে, ধনবণ্টনের যে ইলাহী ব্যবস্থা আছে তদনুসারে যাকাত আদা করিবে যাহা সর্বজনবিদিত সত্য তাহার আদেশকারী হইবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে। হজ্ব : ৪১ আয়াত।

আমাদের সংগ্রাম সর্ববিধ ফেৎনার বিরুদ্ধে —

حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

যাহাতে সকল প্রকার ফেৎনা নিরসন ঘটে এবং মানুষের প্রতিপালনীয় ও অনুসরণীয় যাহা, তাহা যেন একমাত্র আল্লাহর আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। —আল বাকারাহ : ১৯৩ আয়াত।

কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে যত প্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরী, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম ও Ism আছে সমস্তই অনাচার ও ফেৎনা। উক্ত ফেৎনাসমূহের মুলোৎপাটন কল্পে আত্মদান করাই আহলে-হাদীস আন্দোলনের বহু বিশ্রুত সংগ্রামের উদ্দেশ্য। আল্লাহ, তদীয় রসূল, তদীয় কিতাব ও তদীয় রসূলের সুন্নতকে সমুন্নত, বলবত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যকেই আমরা মুসলমান-গণের জাতীয় জীবনের উন্নতি, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করি, আল্লাহ ও মোহাম্মদকে (দঃ) বাদ দিয়া জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা الحمية الجاهلية—অমুসলমানীয় উত্তেজনা মাত্র। কুরআন ও হাদীসের কার্যতঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বাভাবিক ও অনিবার্যরূপে মুসলমানগণের জাতীয় জীবন গৌরবমণ্ডিত হইবেই। ইসলামকে সর্বপ্রকার বাধা ও পরাধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাহার শাশ্বত, সনাতন ও চিরন্তন বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহলে-হাদীসগণের রাজনীতি। এই আদর্শের জন্য আহলে হাদীসকে বাঁচিতে ও মরিতে হইবে। এই আদর্শের সংরক্ষণকল্পে সর্বপ্রকার ফিরিঙ্গী, হিন্দুয়ানী, কম্যুনিষ্টি ও নাস্তিকতামুলক— এককথায় যাবতীয় গায়ের ইসলামী প্রভাব হইতে হিন্দু ভুমি [পাক-ভারত]-কে পবিত্র করিবার জন্য আহলে হাদীসগণকে জীবন পণ করিতে হইবে।

নানারূপ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে আহলে হাদীসকে ঘৃণিত প্রতিপন্ন করার ও তাহাদের আন্দোলনকে বিকৃত করিয়া প্রদর্শন করার চেষ্টা

দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সংশ্রবে খুব উঁচুদরের আলেম ও লেখকগণ যেভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। হানাফী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শায়খ মোহাম্মদ থানবী, যিনি আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব দেহলবীর ছাত্র ও শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলবীর সহাধ্যায়ী ছিলেন, সুননে নাসায়ীর টীকায় লিখিতেছেন:

ثم اعلم ان الذين يذهبون دين عبد الوهاب النجدى ويسلكون مسالكه فى الاصول والفروع ويدعون فى بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين ويزعمون ان تقليد الائمة الاربعة رضوان الله عليهم شرك وان من خالفهم هم المشركون ويستبيحون قتلنا وسبى نسائنا وغير ذلك من العقائد الشنيعة التى وصلت الينا ايضا هم من فرقة الخوارج انتهى -

আমাদের দেশে যাহারা ওয়াহ্‌হাবী গয়ের মোকাল্লেদ নামে কথিত, তাহারা আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজদীর দীনের অনুসরণকারী। মতবাদ ও ব্যবহারিক শাস্ত্রে তাহারা তাঁহারই পন্থা পরিগ্রহণ করিয়া চলে। ইহারা ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ করাকে শির্ক বলিয়া থাকে এবং আমাদের পুরুষদিগকে হত্যা করা এবং আমাদের নারী-দিগকে দাসীতে পরিণত করা জায়েয মনে করে। তাহাদের এই সকল নিন্দনীয় মতবাদের কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি. এই ওয়াহ্‌হা-বীরা খারেজীদের অন্যতম ফের্কা।—(সুননে নাসায়ীর টীকা [১] ৩৬ পৃষ্ঠা, মুজতাবায়ী প্রেস।)

আল্লাহ্ ও তদীয় রসুল (দঃ) ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের উক্তিকে এরূপভাবে মান্য করা যে, তাহার বিপরীত কুরআন ও সহীহ্

হাদীসের নির্দেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে হইবে, এইরূপ তাকলীদকে শুধু আহলে হাদীসরাই হারাম ও শির্ক বলেন নাই, বরং প্রচলিত মযহব চতুষ্টয়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বিশ্বস্ত ও মোহাক্কেক আলেমও এই কার্যকে হারাম ও শির্ক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন, এমন কি স্বয়ং মহামতি ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত এরূপ তাকলীদকে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই মতবাদের জন্য কেবলমাত্র আহলে হাদীসদিগকে অপরাধী করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মওলানা থানবীর বাঁশীতে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহা সুদূর প্রসারী হইলেও প্রকৃত বংশীবাদক তিনি নহেন, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আহলে-হাদীস আন্দোলনের প্রভাব পৃথিবীতে সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলে এদেশের ইংরাজ শাসকগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন, তাঁহারা তাঁহাদের চিরাচরিত রীতিঅনুসারে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে propaganda বা মিথ্যা প্রচারণার যে মায়াজাল বিস্তৃত করিতে ব্যাপৃত হন, তাহার কল্যাণে হিন্দের (পাক-ভারতের) মোহাম্মদী বা আহলে-হাদীস আন্দোলন ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন রূপে আখ্যাত হয়। শাসক প্রভুগণের এই সুর মওলানা মোহাম্মদ, মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ ওলামার বাঁশীর ভিতর দিয়া হিন্দ ও বঙ্গের দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

نغمه از نائی است نے از نے بدان
مستی از ساقی ست نے از مے بدان

আমার উক্তির বাস্তবতা William Hunter এর মুখ হইতে শ্রবণ করুন :

The Wahabis have not been allowed to spread their network of treason over Bengal without some opposition form their country men, Besides the odium thealogicum which rages between the Mohammedan sects almost as fiercely as if they were Christians. The presence of the Wahabis in a district is a standing menace to all classes, whether Musalman or Hindu, possessed of property or vested rights. Revolutionists alike in politics and religion, they go about their work not as reformers of the Luther or Cromwell type. but as destroyers in the spirit of Robespierre or Tanchelin of Antwerp. As the Utrecht clergy raised a cry of ferror when the last named scourge appared, so every Musalman priest with a dozen acres attached to his mosque or wayside shrine, generally a tamb has been shrieking against the Wahabis during the past half century"

"In India, as elsewhere the landed and the Clerical intersts are bound ub by a common dread of change. Any form of dissent, whether religious or political, is perilous to vested rights Now thc Indian Wahabis are extreme Dissenters in both respects, Anabaptists, fiftn monarchy men, so to speak, touching matters of faith, Communists and Red Republicans in politics.

বাঙ্গালায় ওয়াহাবীরা তাহাদের বিদ্রোহ আন্দোলন তাহাদের আপন দেশবাসীগণের আংশিক বিরোধ ছাড়া পরিচালিত করিতে

সক্ষম হয় নাই। ধর্মীয় মতবাদের দিকদিয়া মুসলমানগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোরভাবে খড়্গহস্ত যেন তাহারা খৃষ্টান। কোন জিলায় ওয়াহাবীদের বিদ্যমানতা সেই জিলার সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্পত্তিশালী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য সমানভাবে বিপজ্জনক। ওয়াহাবীরা রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই বিপদ সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদের কার্যপদ্ধতি লুথার অথবা ক্রমওয়েলের মত গঠনমূলক নয়, বরং রবসপেরী ও এন্টুয়ার্পের টেনচলিনের পরিগৃহীত পদ্ধতির ন্যায় ধ্বংসমূলক। এটারিস্টের পাদ্রিরা টেন্‌চলিনের আতঙ্কে যেরূপ চীৎকার করিয়া উঠিত, মুসলমান মোল্লারা যাহারা মসজিদ ও মাজারের দরগাহ সম্পর্কে কিছু জোতজমি উপভোগ করিত তাহারা তদ্রূপ বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ওয়াহাবীদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দেও জমিদার ও ধর্মনেতার দল সর্ববিধ বিপ্লবকে ভয় করিয়া থাকে। চিরাচরিত অধিকারের বিরুদ্ধে, তাহারা রাজনৈতিক হউক আর ধর্মীয় অধিকার লইয়া হউক, সকল প্রকার বিবাদ কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বিপজ্জনক। হিন্দের ওয়াহাবীরা দুই দিক দিয়াই খুব কঠোর বিপ্লবী। ধর্মের দিকদিয়া তাঁহারা ইনাবিট্‌স ও পঞ্চম সাম্রাজ্যবাদীদের (বাহিনী) অনুগমনকারীদের ন্যায় আর রাজনীতির সহিত তাহাদের আন্দোলনের যতটা সম্পর্ক, সেদিক দিয়া তাহারা কমিউনিস্ট ও রক্তবর্ণ গণতন্ত্রবাদীদের মত।

(Our Indian Musalman p. p. 106, 107)

ইউরোপীয় প্রভুগণের প্রচারণার ফলেই হিন্দ ও বঙ্গের আহলে হাদীস আন্দোলন ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন রূপে কথিত হইয়াছে

এবং তাহাদের প্রদত্ত বিশ্লেষণ অনুসারেই আহ্‌লে-হাদীসগণ কখনো খারেজী, কখনো শিয়া প্রভৃতি মুল্যবান উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালার তাকলীদপরস্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত অভিযোগ সমূহের চর্বিত চর্বণ করিয়া আহ্‌লে হাদীসগণের যোগসূত্র খারেজী আর রাফেযীদিগের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং কোন কোন তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক এই আবিষ্কারের সাহায্যে আপন বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার অপূর্ব পরিচয় প্রদান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগের উত্তরে আমি শুধু পারস্যের অমর কবি হাফেযের এই কবিতা পাঠ করিব :

بدم گفتی وخر سندم عفاک الله نکو گفتی !
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا !!

আহ্‌লে-হাদীসগণ সকল আহ্‌লে কেব্‌লা, এমন কি খারেজী, রাফেযী, জাহমি মুর্জিয়া ও মো'তাযেলাদিগকেও মুসলমান মনে করেন এবং যতক্ষণ কেহ দীনের অত্যাবশ্যক ও সুস্পষ্ট মতবাদগুলি হঠকারিতার সহিত খোলাখুলি ভাবে অস্বীকার না করিবে, তাহার ধন, প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদাকে আহ্‌লে-হাদীসগণ আপন প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদার তুল্য মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন।

প্রকৃত কথা এই যে, আহ্‌লে-হাদীসগণ আবুহানীফা অথবা আবদুল ওয়াহ্‌হাব কাহারো দীনের অনুসরণ করেন না, যে মনোনীত দীনের বার্তা লইয়া জগদ্‌গুরু, মানবমুকুট, খাতেমুল মুর্সালীন, আন্‌নবীউল উম্মিউল আরাবী মোহাম্মদ মোস্তফা বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল মুত্তালিব বিনে হাশিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, আহ্‌লে-হাদীসগণ কেবল-মাত্র সেই দীনকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই রসূলকে

(দঃ) তাহাদের একচ্ছত্র নেতা ও ইমাম মান্য করিয়া তাঁহার তরীকার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ما قصهٔ سکندر و دارا نخوانده ایم

ازما بجز حکایت مهر ووفا مپرس !

কিতাব ও সুন্নতের একচ্ছত্র ও স্বাধীন রাজত্ব অস্বীকার করার ফলে ইসলামের প্রথম সহস্রকের পর মুসলিম জগতের সর্বত্র মতবাদ ও আচরণের দিক দিয়া যে ঘোর অবনতি আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop Stoddard তাহার New World of Islam নামক গ্রন্থে তাহার আংশিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,

As for religion, it was as decaden as everything else, The austre monotheism of Muhammad had become overlaid with a rank growth of superstition and puerile mysticism. The mosques stood unfrequented and ruinous, deserted by the ignorant multitude which decked out in amulets. charms and rosaries listend to squalid faqirs or ecstatic deruishes. and went on pilgrimages to the tombs of "holy men" worshipped as saints and "intercessors" with that Allah who had become too remote a being for the direct devotion of these benighted souls. (PP 10-21)

ইহার ভাবার্থ এই যে,

অন্যান্য বিষয়ের মতই ধর্মও পতনের চরম সীমায় পৌছিয়া গেল। হযরত মোহাম্মদের (দঃ) দৃঢ় কঠোর একত্ববাদ চপল অতীন্দ্রিয়বাদের জঞ্জাল এবং কুসংস্কারের বেশুমার আগাছায় ভর্তি হইয়া উঠিল। মস্‌জিদসমূহ অনাবাদ হইয়া উঠিল এবং ধ্বংসের

পথে আগাইয়া চলিল। অজ্ঞ জনসাধারণ মসজিদ পরিত্যাগ করিয়া —কবচ ও জপমালায় দেহ সজ্জিত করিয়া ও জাদুমন্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নোওয়া ফকীর ও উল্লসিত দরবেশের কথা শুনিতে লাগিল এবং 'পবিত্র-হৃদয় ধর্মগুরুদের' সমাধিস্থলে পুণ্য-লাভেচ্ছায় তীর্থ যাত্রা শুরু করিল। তাহাদের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের ন্যায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বহুদূরে অবস্থানকারী আল্লাহর নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা নিবেদন ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন অসম্ভব। বিধায় এই সব সাধু সজ্জনের সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই সুফারিশ-কারী মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে তাহারা সাধু ব্যক্তিদেরই পূজা শুরু করিয়া দিল।

আজ মুসলমানগণ যে ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহাদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আকাশ যেরূপ তিমিরা-চ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সকল দুর্গতি ও সর্বনাশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে আহলে-হাদীস আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। ইহাকে সম্প্রদায় বিশেষের দলগত আন্দোলন ভাবিলে চলিবেনা, কিতাব ও সুন্নতের পরিত্যক্ত জীবন কেন্দ্রের দিকে মুসলমানদিগকে দৃঢ়পদবিক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে মুসলিম সংহতির যে আহ্বান আজ মুসলিম লীগ ঘোষণা করিয়াছে, তাহা সনাতন আহলে-হাদীস আন্দোল-নেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, তফাৎ শুধু এইটুকু যে, বর্ণ ও মযহব নির্বিশেষে মুসলমানদিগকে শুধু বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের পরিবর্তে আহলে-হাদীস আন্দোলনে কোরআন ও হাদীসের কেন্দ্রে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আহলে-হাদীস আন্দোলনের পরিকল্পিত

ইসলামী রাজত্ব বা ইলাহী হুকুমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ধারণা আংশিকভাবে পাকিস্তানের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুসলিম হিন্দের মর্মবাণী আজ আহলে হাদীস আন্দোলনের সুরে ঝংকৃত হইবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। সকল সন্দেহ ও অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আহলে হাদীস আন্দোলনের দাবী নির্ভয়ে ও দৃপ্তকণ্ঠে জগদ্বাসীকে শুনাইতে হইবে। জগদ্‌গুরু মানবমুকুট হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) ইমামৎ ও একাচ্ছত্রাধিপত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে জীবন পণ করিতে হইবে। আমাদের নবজাগরণে যদি এই কার্য আমরা আংশিকরূপের সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই, তবেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক ও আমাদের জীবন ধন্য ও বরেণ্য হইবে।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

রাজশাহীর অভিভাষণ

[বাংলা ১৩৫৫ সাল ২৮শে ফাল্গুন মুতাবিক ১৯৪৯ ইং তারীখে রাজশাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত আহলে-হাদীস কনফারেন্সে সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী সাহেবের অভিভাষণ]

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ডেলিগেট বন্ধুগণ, উলামায়ে কেরাম এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে-হাদীস কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন রাজশাহী যিলা টাউনের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য আমি আল্লাহর শুকর করিতেছি এবং যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধিত হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র বাংলা ও আসামের আহলে হাদীসগণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির খেদমতে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

একথা গোড়াতেই স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা ভাল যে, মূল অধিবেশনের সভাপতিত্বের আসনকে অলংকৃত করার উদ্দেশ্যে কোন যোগ্য, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও দেশ-বিশ্রুত মহাজনকে লাভ করার জন্য মজলিসে ইস্‌তিকবালিয়া ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া ভরসা করিয়া ইস্‌তিকবালিয়া মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত ইশ্‌তেহার ও পোষ্টার প্রভৃতিতে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয় নাই। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি যে পরিমাণ দুঃখিত, আমার

পরিতাপ ও মনোকষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আহলে-হাদীস-গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান উলামা ও জননায়কের অভাব নিবন্ধন যে আপনারা পুনঃ পুনঃ বায়সকে ময়ূরের আসন দিয়া থাকেন, তাহা নয়। আল্লাহর ফযলে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আহলে-হাদীস নেতৃবৃন্দই আজ পর্যন্ত সুধী সমাজের বরেণ্য হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, দূরদর্শিতা, প্রতিভা ও যোগ্যতার যাশপ্রসৌরভে দেশের প্রতিপ্রান্ত আমোদিত রহিয়াছে। তথাপি আপনাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, এবারেও এই মহিমান্বিত ইজ্‌লাসের পরিচালনার দায়িত্ব অবশেষে আমার ন্যায় অনুপযুক্ত, গুমনাম, অন্তঃসারশূন্য রোগজীর্ণ ইল্‌ম ও আমলের কলংক স্বরূপ-অভাজন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে আপনারা বাধ্য হইলেন।

وكان امر الله قدرا مقدورا !

কিন্তু বন্ধুগণ, কি করিবেন?

قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے
جس چیز کو جس شخص کے قابل نظر آیا !
بلبل کو دیا رونا پروانے کو جلنا
غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا !

ولنعم ما قال :

بار غم او عوض بہر کس کہ نمودم
عاجز شد واین قرعہ بنامم زسر افتاد !

চতুর্মুখী নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকার ভিতর আশার আলোক এই যে, আল্লাহর অনুকম্পা ও অনুগ্রহকে সম্বল করিতে পারিলে পঙ্গুও পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, সর্বহারা অপদার্থের দ্বারাও আল্লাহ তাঁহার মনোনীত "দ্বীনে"র সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আসুন, আমরা আমাদের জয়যাত্রা ও কামরাবীর জন্য অগতির

গতি, সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, রহমানুর রহীমের শরণাপন্ন হই :

فیض روح القدس او باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند انچه مسیحامی کرد

وما توفیقی الا بالله علیه توکلت الیه انیب' وحسبنا الله ونعم والوکیل' نعم المولی ونعم النصیر فیارب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔

মহোদয়গণ, বক্তব্য পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে দুইটি মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা আমি—আমার অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি, প্রথমটি হইতেছে:—

নবলব্ধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমান জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিবিশারদ, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার তিরোভাব, দ্বিতীয়টি হইতেছেন:—পাক ভারতের—আহলে-হাদীসগণের সর্বজনমান্য নেতা, তর্জুমানুল কোরআন, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা আবুল ওফা মোহাম্মদ সানাউল্লাহ সাহেবের মহা প্রস্থান। জ্ঞান ও কর্ম সাধনার এই দুই পূর্ণ চন্দ্রের চরম ক্ষয়প্রাপ্তিতে আমাদের হৃদয়াকাশ বিষাদ ও শোকের অমানিশিতে পরিণত হইয়াছে। নশ্বর জগতে মানুষের শেষ পরিণতির এই ব্যবস্থাকে যে কেহই এড়াইতে পারিবেনা, অবিনশ্বর, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইহাই বিধান:—

کل من علیها فان' ویبقی وجه ربک ذو الجلال والاکرام
چون ختم الانبیاء هم رفت کسے باقی نمی ماند
بجز ذات مقدس قادر وقیوم صمدانی۔

কিন্তু সত্যই কি মৃত্যু মানব জীবনের শেষ পরিণতি? বন্ধুগণ আমরা মুসলমান! আমরা মৃত্যুকে জড়দেহের শেষ পরিণাম মনে করিতে পারি, কিন্তু আত্মার মৃত্যু ও কর্ম সাধনার পরিসমাপ্তিকে আমরা কদাচ বিশ্বাস করিনা। যদি মৃত্যুই চরম ব্যাপার হয়,

তাহা হইলে মানব জীবনের সার্থকতা কি ?

Alas for love
if thou wert all
And naught beyond the Earth ?

এইখান হইতেই ইসলামের بعث بعد الموت পুনরুত্থান আকীদার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়।—বন্ধুগণ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও আল্লামা আবুল ওফা সানাউল্লাহ কর্মযুগের যে জীবন্ত আদর্শ আমাদের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন, আমরা তদ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং তাঁহাদের অমরত্ব ঘোষণা করি :

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما !

আসুন, আমরা তাঁহাদের এবং আমাদের পরলোকপ্রাপ্ত সহকর্মীদের বিশেষতঃ ইলায়ে কলেমাতুলহক্কের জন্ম এবং মুসলমানগণের জাতীয়জীবনের মুক্তি সাধনায় সমগ্র ভারত, কাশ্মীর ও ফলস্তিন ও ইন্দোনেশিয়ার রণাঙ্গণে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন অথবা মযলুম অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আত্মার মুক্তি ও নাজাতের জন্ম আল্লাহর দরবারে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি :—

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را !

اللهم اغفر لهم وارحمهم واعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم امطر عليهم شآبيب الرحمة والرضوان اللهم ثبتهم وثقل موازينهم وحقق ايمانهم وارفع درجتهم وتقبل صلاتهم واغفر خطيئتهم ونسالك لهم الدرجات العلى من الجنة امين !

আহলে হাদীস আন্দোলন

মহোদয়গণ, আহলে হাদীস মতবাদ কোন অভিনব মতবাদ এবং ইহার আন্দোলন মুসলমানগণের একটি স্বতন্ত্র দলের আন্দোলন নয়,

আমরা করাচী বা ঢাকায় আহলে-হাদীসগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন colony বা উপনিবেশের দাবীদার নই, আমরা পাকিস্তান পার্লামেণ্টে আহলে হাদীসগণের জন্য নির্দিষ্ট আসন চাইনা, আমরা সরকারী চাকুরী বাকুরীতে আহলে-হাদীসের ওয়েটেজ প্রার্থনা করিনা। ইসলামের মূল দাবী যাহা, আমরা কেবল তাহাই দাবী করি। ইসলামের আমানতকে জগদ্গুরু, মানব মুকুট বিশ্বনবী খাতেমূল মুর্সালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে ভাবে, যে আকারে ও যে উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা দুনিয়ার বুকে ইসলামকে সেই ভাবে ও সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

আমরা পৃথিবীর মুসলমানকে এক ও অভিন্ন জাতিরূপে দেখিতে চাই। কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, অন্ধ ভক্তি এবং মূর্খ বিদ্বেষের যে আবর্জনাপুঞ্জ ইসলামের পবিত্র দেহকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, নাস্তিকতা, অংশীবাদ এবং মানুষের রচিত ও কল্পিত নব নব মতবাদ, থিওরী, সাধন ভজন প্রণালী ও আইন কানুন ইসলামকে যেভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আমরা তাহা সহ্য করিনা। আমরা ইসলামকে চিরঞ্জীব সর্বযুগোপযোগী এবং ইসলামের বাহক শ্রেষ্ঠতম রসূলকে (দঃ) খাতেমুল মুর্সালীন বিশ্বাস করি, তাঁহার নবুওতের সাম্রাজ্যকে প্রলয়কাল পর্যন্ত যিন্দা ও অমর প্রমাণিত করিতে হইবে—এই গুরুভার প্রত্যেক উম্মতের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করি।

আহলে হাদীস কেন ?

মুসলমানগণের মধ্যে ফির্কাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পূর্বে আহলে হাদীস এবং মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন রাজনৈতিক

কারণে খারেজী ও শীয়াদের অভ্যুদয় ঘটিল এবং তথাকথিত যুক্তিবাদের নামে এ'তেযাল ও এর্জার ফেৎনা সৃষ্টি হইল, তখন সাহাবা বিদ্বেষের ফল স্বরূপ তাঁহাদের বাচনিক বর্ণিত রসূলুল্লাহর (দ:) হাদীস্ কতিপয় দল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল, এমন কি তাঁহাদের কোন কোন ফির্কা কোরআনের বিশুদ্ধতা পর্যন্ত অস্বীকার করিতে পশ্চাদপদ হইলেন না, কারণ কোরআনের রেওয়ায়ৎ ও প্রচার কার্যও সাহাবাগণ কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল; তখন হইতে গুপ্ত কোরআন ও সিনা-বসিনার কিংবদন্তী কানে কানে প্রচারিত হইতে থাকে। তথাকথিত যুক্তিবাদী দল হাদীসে বর্ণিত অনেক বিষয় বস্তুর সমাধান করিতে না পরিয়া মূল হাদীসকেই অস্বীকার করিয়া বসেন। ফলতঃ তখন মুসলমানগণ দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের বিভাগের সীমারেখা হয়—হাদীস ও সুন্নত। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ, কোরআনের ন্যায় রসূলুল্লাহর (দ:) বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীসের সমর্থক ও অনুসরণকারী ছিলেন বলিয়া রসূলে করীমের (দ:) পবিত্র মুখে উচ্চারিত ও মনোনীত আহলে হাদীস নামে অভিহিত হন। দেখুন সাখাবীর "القول البديع" ১৮৯ পৃ:; হাকেমের "المستدرك": (১) ৮৮ পৃ: খতীবের "شرف اصحاب الحديث" ২১ পৃ:।

উস্তায আবু মনসুর আবদুল কাহের বাগদাদী (- ৪২০ হি:) তাঁহার "اصول الدين" নামক গ্রন্থে বলেন:

اصل ابى حنيفة فى الكلام كاصول اصحاب الحديث الا فى مسئلتين -

মতবাদের দিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার অসূল, দুইটি মাসআলা ছাড়া সমস্তই আহলে-হাদীসগণের অনুরূপ—(১) ৩১২ পৃ:।

ইসলামের যে সকল বীর সৈনিকের সাহায্যে রুম, আলজিরিয়া, সিরিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, স্পেন এবং হিন্দের সীমান্ত বিজিত

হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই সাহাবা ও তাবেয়ীন ছিলেন, ফলে উল্লিখিত দেশ সমূহের সীমান্তবাসী সকল মুসলমান আহলে-হাদীস ছিলেন, খারেজী ও রাফেযীগণ মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিতর সকল বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফতুহাতে ইসলামীয়ার এক ইঞ্চি জমিও তাঁহাদের সাহায্যে অধিকৃত হয় নাই। ইমাম আবু মনসূর বাগদাদী বলেন:

ثغور الروم والجزيرة والشام واذربيجان وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث، وكذالك ثغور الافريقية والاندلس، وكل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث، وكذالك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث۔

রুম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল-আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের সকল মুসলমান অধিবাসী আহলে-হাদীস মতবাদ প্রতিপালন করিতেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার সীমান্ত, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সকল সীমান্তের মুসলমান অধিবাসীবর্গ আহলে-হাদীস ছিলেন। পুনশ্চ আবিসিনিয়ার উপ-কূলবর্তী ইয়ামানের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলে-হাদীস ছিলেন।—১—৩১৭ পৃ:।

সোবহানাল্লাহ! সাহাবা ও তাবেয়ীন রাযিয়াল্লাহো আনহুম, এমন কি মহামতি ইমামগণ পর্যন্ত যে আহলে-হাদীস মতবাদের অনুসরণ করিতেন, দুইশত হিজরী ও তাহার পরবর্তী যুগ পর্যন্ত যাহা এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের হেদায়ৎ প্রাপ্ত মুসলিমগণের পরিগৃহীত একমাত্র মতবাদ ছিল; যে শাশ্বত সনাতন আহলে-হাদীস মতবাদ হযরত রসূলে করীমের (দ:) প্রচারিত মৌলিক ইসলামের নামান্তর মাত্র, আমাদের একদল বন্ধুর কাছে সেই আহলে-হাদীসরাই নাকি লা-মযহাব! আবার কেহ কেহ আহলে-হাদীস

মতবাদের উল্লেখ না কি ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই খুঁজিয়া পান না। এবং কোন কোন উদারনৈতিক মহাপ্রাণ ব্যক্তি—আহলে হাদীসরূপে পরিচিত হইবার সুকার্য্যকে নাকি ফের্কাবন্দীর পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন।

انا لله وانا اليه راجعون

بری لطفقه رخ ودبود رکرشمه وناز ۔

دوخت عقل زحیرت که این چو بوالعجبی است ۔

হিন্দ সীমান্তে আহলে-হাদীস:

১৪ হিজরীতে দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক (রাযিঃ) কর্তৃক হযরত উসমান বিন আবিল আস (রাযিঃ) (মৃতঃ ৫১ হিঃ) বাহরায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্দেশক্রমে সর্বপ্রথম সাহাবাগণ ও তদীয় ছাত্রবৃন্দ বর্তমান বোম্বাই নগরীর ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী থানা বন্দর আক্রমণ করেন।—বালাযুরীর ফতুহুল বুলদান: ৪৩৮ পৃঃ। ১৭শ হিজরীতে বসরার শাসনকর্তা হযরত মুগীরা সিন্ধুর বন্দর দিবলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেন এবং জয়লাভ করিতে সমর্থ হন,—ঐ। দিবল বন্দর সিন্ধুর মোহনায় অবস্থিত ছিল, ইহার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। Le Strange বলেন: বর্তমান করাচীর পূর্ব দক্ষিণ ৪৫ মাইল দূরে সিন্ধু নদের মোহনায় দিবল অবস্থিত ছিল,—Muir's Caliphate, ৩৫৩ পৃষ্ঠা। Burns Burton ঠট্ট নগরকে দিবল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন Elphin stone ও Remaud করাচীকেই দিবল বলিয়াছেন। Mr. Thomas এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন, Cyclopaedia of India (১) ১০২ পৃঃ।

বালাযুরী দিবলকে বিশাল বৌদ্ধ মন্দির বলিয়াছেন। Elliot সাহেব তাঁহার History of India-তে দিবল মন্দিরকে টাকামুরা নামক জলদস্যু বংশের অধিকৃত মন্দির লিখিয়াছেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান বিনে আফ্ফানের (রাযিঃ) খেলাফত কালে জলপথে একদল আরব সৈন্য উপরোক্ত বন্দরগুলি দেখা শুনা করিয়া চলিয়া যায়।

৪র্থ খলীফা হযরত আলীর (রাযিঃ) সময় ৩৯ হিজরী হইতে হিন্দের সীমান্ত অঞ্চল সমূহের ব্যবস্থার জন্য একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতে থাকেন।

৪৪ হিজরীতে আমীর মোয়াবীয়া (রাযিঃ) মোহাল্লাব বিনে আবিসোফ্রাকে (৭—৮০) সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলের পরিদর্শক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন; তখন হইতে খেলাফতে ইস্লামীয়ার অধীন সিন্ধুর শাসনকর্তার পদ স্থায়ী হয়।

মুসলমানগণকে ৪৪ হিজরীতে হযরত মোহাল্লাবের সেনাপতিত্বে সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল,—ইবনে কছীরের "البداية والنهاية" [৬] ২২৩ পৃঃ।

ইয়াক্বেরী লিখিয়াছেন: ৪৪ হিজরীতে হযরত আবদুর রহমান বিনে সমরা (রাযিঃ) কাবুল শহর জয় করেন এবং হযরত মোহাল্লাব হিন্দে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রু দলকে পরাভূত করেন। "مرات الجنان" [১] ১২১ পৃঃ।

আজ আল্লাহর ফয্লে সিন্ধুর প্রধান নগরী করাচী দওলতে খোদাদাদ পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে; ইস্লামের ইতিহাসের ইহা একটি চমৎকার ঘটনা যে, হিন্দের সর্ব প্রথম ইস্লামী হুকুমতও এই সিন্ধু প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং সিন্ধু জয়ের ঘটনাবলী যদি আমি একটু বিস্তৃতভাবে বলি, আশা-করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক এবং শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইবে না।

৮৬ হিজরীতে খলীফা ওলীদ বিনে আবদুল মালেক যখন সিংহাসনারূঢ় হন, তখন হাজ্জাজ বিনে য়ূসুফ ছকফী ইরাকের

শাসনকর্তা ছিলেন। ন্যুনাধিক ৯০ হিজরীতে সিন্ধুনদের উপকুলবর্তী দেশ সমূহের সম্রাট ছিলেন—দাহির। তিনি দিবল বংশীয় ও দিবলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মুলতান এবং সমগ্র সিন্ধুদেশ ও কালাবাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এই সময় সিংহলের মুসলিম উপনিবেশে কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। সিংহলের রাজা তাঁহাদের অনাথ স্ত্রী, কন্যাদিগকে নানারূপ মুল্যবান উপঢৌকন সহ জাহাজ যোগে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। দিবলের নিকটবর্তী হইলে জল-দস্যুরা জাহাজের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ও মুসলিম মহিলাদিগকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ঐতিহাসিক ইয়াকুৎ রুমী লিখিয়াছেন:—একজন মুসলিম মহিলাকে যখন হিন্দে ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হইতেছিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাজ্জাজকে আহ্বান করেন ও তাঁহার দোহাই দেন; হাজ্জাজ যখন ইরাকে সেই নারীর আহ্বানের কথা শ্রুত হইলেন, তখন শশব্যস্তে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিতে থাকেন। হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ ৭০ লক্ষ দির্‌হম ব্যয় করিয়া শেষ পর্যন্ত উক্ত মুসলিম মহিলার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

হাজ্জাজ দস্যুদলের দণ্ডবিধান ও জাহাজের ক্ষতিপুরণ দাবী করেন এবং মুসলিম মহিলাদের প্রত্যার্পণের জন্য আদেশ দেন। সম্রাট দাহির উত্তর করেন যে, তিনি জলদস্যুদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিকার করিতে অসমর্থ। দাহির স্বয়ং দস্যুদলের সর্দার ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না, কিন্তু তৎকালে এমন কি পঞ্চম শতাব্দীর অর্ধভাগ পর্যন্ত উপকূলবর্তী সমুদয় মন্দিরগুলি দস্যুদের আড্ডা ছিল। ঐতিহাসিক আবুরায়হান বিরুণী কিতাবুলহিন্দে লিখিয়াছেন: কচ্ছ ও সোমনাথের ইলাকাকে বওয়ারেজ বলার কারণ এই যে, বেড়া নামক ছোট ছোট সমষ্টিগত জাহাজ লইয়া তাহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত, প্রোঃ Sachau এর ইংরেজী অনুবাদ—(১)

২০৮ পৃঃ। দিবলের মন্দিরকে Elliot সাহেবও দস্যুদলের অধিকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আরব বিজেতাগণের দিবলের মন্দির এবং সুলতান মাহমুদের সোমনাথের মন্দির কেন প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

হাজ্জাজ তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা পিতৃব্য পুত্র ইমাদুদ্দিন মোহাম্মদ বিনে কাসেমকে (মৃত্যু ৯৬ হিঃ) দাহিরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন। মোহাম্মদ বিনে কাসেম ৯০ হিজরীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ৯৩ হিজরীতে দাহির নিধনপ্রাপ্ত হন।

মুয়র বলিয়াছেন: রাজধানী দিবল অধিকার করিয়া ইবনে কাসেম তথায় একদল সৈন্য রাখিয়া দাহিরের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং মিহ্‌রান অতিক্রম করিয়া দাহিরের সহিত প্রচণ্ড সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, দাহির তাঁহার হস্তীবাহিনীসহ পরাজয় বরণ করেন ও নিহত হন। ইবনুল কাসেম ঝটিকাবেগে ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন এবং আলওয়ারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যাস নদী অতিক্রম করেন ও মুলতানে হানা দেন। সুদীর্ঘ অবরোধের পর ইবনুল কাসেম মুলতান জয় করিয়া লন। ইবনে কসীর বলেন যে, মোহাম্মদ বিনে কাসেম ৯৫ হিজরীতে মুলতান জয় করিয়াছেন। ইবনে জরীরের বর্ণনানুসারে ঐ সালে ইবনুল কাসেম কচ্ছ ও মালওয়া অধিকার করেন। আল্‌বেরুণী লিখিয়াছেন যে, ইবনুল কাসেম সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়া বাহ্‌মানওয়া ও মুলস্থানা নামক নগরীদ্বয় জয় করিয়া লন, তিনি প্রথমটিকে আল্‌ মনসুরা ও দ্বিতীয়টিকে আল মামুরা নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তিনি কনোজ পর্যন্ত প্রবেশ করেন, যাত্রাকালে গান্ধার প্রদেশের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করেন এবং কাশ্‌মীরের ধার দিয়া প্রত্যাবর্তিত হন। যে দেশ জয় করিতেন, তাঁহার অধিবাসীবর্গকে তাঁহাদের ধর্মের উপর ছাড়িয়া দিতেন,

কেবল যাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাঁহারাই মুসলমান হইতে পারিতেন।

৯৩ হিজরীতে খলীফা সোলায়মান বিনে আবদুল মালেক সিংহাসনে উপবেশন করেন, হাজ্জাজ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি তাঁহার উপর অতিশয় রুষ্ট ছিলেন, সুতরাং সিংহাসন লাভ করার পর তিনি হাজ্জাজের আত্মীয়-স্বজনগণের নিধনসাধনে কৃতসংকল্প হ'ন। মোহাম্মদ বিনে কাসেম হাজ্জাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, প্রতিনিধি ও পক্ষপাতী ছিলেন, সোলায়মান তাঁহাকে সিন্ধু হইতে ডাকাইয়া আনিয়া হত্যা করেন। খলীফা সোলায়মান কর্তৃক মোহাম্মদ বিনে কাসেমকে হত্যা করার ইহাই প্রকৃত কারণ আর টড্ প্রভৃতি দাহিরের কন্যাদ্বয়ের নামে যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা মুসলিম বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার ইন্ধন মাত্র। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, মোহাম্মদ বিনে কাসেম যখন শেষবার সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, বালাযুরী লিখিয়াছেন যে, সিন্ধুর অমুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদের মহানুভব শাসনকর্তার জন্য অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে কচ্ছে ইবনুল কাসেমের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন—ফাত্হুল বুলদান : ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

মুক্রান, মেকরান বা বেলুচিস্তান হযরত উমর ফারুকের সময় ২৩ হিজরীতে অধিকৃত হয়। হযরত হাকাম বিনে আমর তগলবী নামক সাহাবী শেহাব বিনুল মাখারেক, সোহায়ল বিনে আদি ও আব্দুল্লাহ বিনে উৎবান সহ মুক্রান নদীর উপকূলে শিবির স্থাপন করেন। মুক্রানের অধিপতি তাঁহার সৈন্যদলসহ নদী পার হইয়া আসেন ও মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। কয়েক দিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুসলমানগণ জয়লাভ করেন, —ইবনে জরীর : (৫) ৭ পৃঃ।

মোহাম্মদ বিনে কাসেম কর্তৃক স্থাপিত সিন্ধুর রাজধানী সম্পর্কে শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহমদ বেশারী মকদসী ৩৭৫ হিজরীর লিখিত তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেন: অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়। এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন, পুণ্যবান ও ধর্মভীরু। অমুসলমানগণ প্রতিমাপুজক, মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলে-হাদীস। মনসুরা রাজ্যের বড় বড় নগরে অল্প সংখ্যক হানাফীও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে কিন্তু মালেকী ও হাম্বলী আর মোতাযেলা মযহবের লোক একদম নাই। মনসুরার অধিবাসীবর্গ সরল ও সঠিক মযহাবের উপর কায়েম আছেন, তাঁহাদের ভিতর সচ্চরিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান আছে, احسن التقاسيم ৪৮১ পৃ:।

৩৬৭ হিজরীতে ইবনে হওকল বাগদাদী মুলতানে উপস্থিত হন; তখনো মুলতানের মুসলমানগণ আহলে-হাদীস ছিলেন।

বন্ধুগণ, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক বিজিত অন্যান্য দেশের ন্যায় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দ ভূমিও যে আহলে-হাদীস অধ্যুষিত ছিল, আপনারা ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরিবর্তীকালে এই দেশে কি কি কারণে আহলে-হাদীস মতবাদ ও ইলমে হাদীসের আন্দোলন মন্থর হইয়া যায়, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক; আমি আমার বিরচিত আহলে হাদীস আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা সুবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সাহাবা, তাবেয়ীন ও তদীয় আহলে হাদীস শিষ্যমণ্ডলীর সাহায্যে যে সকল দেশ বিজিত হইয়াছিল, তথায় ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও শিক্ষা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। কোরআন ও সুন্নতের পবিত্র প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত জাতি ও দেশসমূহের ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীকে আমূল পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম পারসিক যরদশতি, তুর্কী, গজনভী, সলজোকী, গওরী,

মোগল ও আফগানদের মারফত বহু পথ ঘুরিয়া এবং বহু হস্তে ফিরিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন হিন্দ ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন মোহাম্মদী ইসলামের সম্মোহন ও আকর্ষণ শক্তি মুসলমানগণ হারাইয়া ফেলেন। গগণচুম্বী প্রাসাদ, সুবর্ণ সিংহাসন, বাগে-ফের-দওস্ এবং অতুলনীয় সমাধিসৌধ তাঁহারা বহু রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রকৃত ইসলামের গৌরব তাঁহারা অল্পই সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রতি এই ঔদাসীন্যের ফলেই আজ দিল্লীর জামে মসজিদ, কুতুব মিনার, আগ্রার তাজমহল এবং আজমীরে খাওয়াজা মঈনুদ্দীন চিশ্তির এবং দিল্লী, পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের শত সহস্র মুসলিম মনীষী ও সাধকদলের মওযার দাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্বে হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম ওলীউল্লাহ দেহলভী বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন :

تا انقراض دولت شام هیچ کس خود را حنفی شافعی نمی گفت، بلکه ادله را بر وفق مذهب اصحاب خود تاویل می کردند، در دولت عراق هر کسے برائے خود نامی معین نمود، تا نص اصحاب خود نیابد، بادلهٔ کتاب وسنت بحکم نکنند، اختلافی که از مقتضائے تاویل کتاب وسنت لازم می آمد، فی الحال محکم الاساس گشت، چون دولت عرب منقرض گشت ومردم در بلاد مختلفه افتادند، هر یکے آنچه زمذهب یاد کرده بود، همان را اصل ساخت، وآنچه مذهب مستنبطا باقی بود، الحال سنت مقرره شد، علم ایشان تخریج بر تخریج وتفریع بر تفریع، دولت ایشان مانند دولت مجوسی الا آنکه نماز می گزارند ومتکلم بکلمهٔ شهادت می شوند، ما مردم در زمانه همین تغیر پیدا شده ایم، نمی دانیم خدائے تعالی بعد ازین چه خواسته است ۔

"উমাইয়া বংশীয়দের রাজত্বের বিধ্বস্তিকাল পর্যন্ত কোন মুসলমান নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী বলিতেন না। স্ব স্ব গুরুগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করিতেন। আব্বাসী খলীফাদের শাসনযুগে মধ্যভাগের প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য এক একটি করিয়া নির্দিষ্ট রূপে নাম বাছিয়া লইলেন এবং স্বীয় গুরুগণের উক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ মান্য করার রীতি পরিহার করিলেন। কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সেই মতভেদ মযহাবের বুনিয়াদ রূপে দৃঢ় হইল। আরব রাজত্বের অবসানের পর (৬৫৬ হিঃ) মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন, প্রত্যেকে স্ব স্ব মযহাবের যতটুকু অংশ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেন আর যাহা পূর্ববর্তীগণের উক্তির সাহায্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অবিসম্বাদিত সুন্নত রূপে পরিগৃহীত হইল। ইহাদের বিদ্যা হইতেছে—এক অনুমানের উপর গঠিত আর এক অনুমান, এক পরিকল্পনার ভিত্তির উপর নির্মিত আর এক পরিকল্পনা যাহা পুনশ্চ তাহাকে অবলম্বন করিয়া হয় আর এক অনুমান গঠিত। ইহাদের রাজত্ব অগ্নিপূজকদের ন্যায়, তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইহারা নামায আদা করে ও শাহাদতের কলেমা উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমরা এই যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, জানিনা অতঃপর আল্লাহর অভিপ্রায় কি?" ازالة الخفا عن خلافة الخلفا

(১) ১৫৮ পৃঃ।

শাহ্ সাহেব এই দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ববর্তী অবস্থার জন্য বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তখনো মুসলমানরা নামায আদা করিত ও শাহাদৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিত। দুইশত বৎসর যাবৎ ইংরাজী গোলামীর জগদ্দল নিষ্পেষণে আজ আমাদের নৈতিক অবস্থার যে ভয়াবহ পতন ঘটিয়াছে, নামায ও উহার জামাআতের

প্রতিষ্ঠার প্রতি মুসলিম জননায়ক ও সংস্কারকদের যে নিদারুণ অশ্রদ্ধা ও অবহেলা দেখা যাইতেছে, হযরত শাহ্ সাহেব আমাদের বর্তমান ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে কি মন্তব্য করিতেন—কে জানে?

অনুমানের উপর অনুমান ও পরিকল্পনার ভিত্তির উপর পরিকল্পনার কার্য্যে কোরআন ও সুন্নতের মৌলিক ও সার্ব্বভৌম প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুমান ও পরিকল্পনার জন্য আংশিক ভাবেও ইজতেহাদ বা Assertion এর শক্তি তখনো সঞ্জীবীত ছিল এবং অনুমান যতই বেঠিক হউক, কোরআন ও সুন্নতের অপ্রত্যক্ষ সংযোগের দাবী কেহই পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা যে, আজ যেরূপ একদল নকুওতের ন্যায় ইজ্‌তেহাদের অবিদ্যমানতার কথা ঘোষণা করিতেছেন এবং সকল প্রকার নবজাত রাষ্ট্রীয়, তামাদ্দুনী ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য ছয় শত হইতে হাযার বৎসর পূর্ব্বকার অচল ও নিষ্ফল অনুমান ও সিদ্ধান্ত সমূহের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছেন, সেইরূপ আর একদল কিয়াস ও ইজতেহাদের ভিত্তি এবং সমুদয় শর্তের সকল বালাইকে অস্বীকার করিয়া নাস্তিকতা, ইল্‌হাদ Secularism, Imperialism, Nationalism—Communism, Capitalism প্রভৃতির ভিত্তিতে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কোরআন ও সুন্নতের সর্বযুগীয় উপযুক্ততা ও সার্বজনীনতার অচলতা সাব্যস্ত করিতেছেন।

لانه ساغر کوثر و ترکش امت وبر ما تمام فسق !

داورے خواهم مگر یارے کرا داور کنم !

আহলে-হাদীস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক বৈষম্যের ভিত্তিতে মুসলিম জাহানকে নানারূপ দলে ও গোঠে বিভক্ত হইতে না দিয়া কোরআন ও সুন্নতের ভারকেন্দ্রে সমগ্র

মুসলমানকে একত্রিত (Consolidate) করা এবং মুসলিম-জাতি গঠিত করা, কিন্তু আহলে-হাদীস মতবাদ হইতে বিচ্যুতি ঘটায় অতিভক্তি ও অতিবিদ্বেষের মড়ক জাতীয় জীবনে প্রবেশ লাভ করে। এই রোগের নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ শীয়া সুন্নীর যুদ্ধ ও মযহাব চতুষ্টয়ের উদ্দাম, অবিশ্রান্ত ও নির্মম—আপোষ সংঘর্ষ মুসলিম জগতের দিকে দিকে আরম্ভ হইয়া যায়। এই কাহিনী অতিশয় হৃদয়বিদারক, ইহার বিস্তৃত আলোচনার এখন সময় নাই। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী সংঘর্ষের বিষময় ও ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ সপ্তম হিজরীর মধ্যভাগে তাতারী নর রাক্ষসের দল মুসলিম জাহানে হানা দেয় এবং কোটি কোটি মুসলমানকে হত্যা করে, ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খান বাগদাদে প্রবেশ করিয়া খলীফাতুল মুসলেমীন এবং ৮ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে এবং সাত শত বৎসরের সঞ্চিত ও সংগৃহীত জ্ঞান ও রত্ন ভাণ্ডার জ্বালাইয়া পোড়াইয়া লুঠ করিয়া অবশেষে দজলার বুকে ডুবাইয়া দেয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মীয়াহ তদীয় রেছালায়, ইমাম ইবনুল ইষ্‌দেমেশ্‌কী হানাফী হেদায়ার টীকা তমবীহাৎ নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা কিতাবুল মুহাবেরাৎ নামক পুস্তকে ও তফসীর আলমানারে হানাফী ও শাফেয়ীদের মযহাবী কোন্দলকে এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার মূল কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

ইবনো আবিল হাদীদ 'নিহিজজুল বালাগাহ' গ্রন্থের ভাষ্যে লিখিয়াছেন: খোরাসানেও বাগদাদের মত হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ তুমুলভাবে চলিতেছিল, হালাকু তখনো খিলাফতে ইসলামীয়ার চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল, কিন্তু তুস্ শহরের হানাফীরা শাফেয়ীদের জিদে পড়িয়া হালাকুকে আমন্ত্রিত করিল এবং নগরের সিংহদ্বার নিজেরাই খুলিয়া

দিল। খলিফাতুল মুসলেমিনের শিয়া উযীর ইবনুল আল কামী স্বয়ং হালাকুকে বাগদাদে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

বাগদাদের পতনের পর হইতে মুসলমানদের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ অধিকতর জটিল ও ভারাক্রান্ত হইতে থাকে, কোরআন ও হাদীসের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার সাথে সাথে রাষ্ট্রিক কেন্দ্রও মুসলমানরা হারাইয়া ফেলেন, তওহীদের স্থলে বহুরূপী শির্ক, ইজতিহাদের (Assertion) স্থানে তকলিদ এবং জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও সংগঠনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচার এবং ফের্কাবন্দী মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমুল হইয়া পড়ে। সপ্তম শতক হইতে ইসলামের প্রথম সহস্রকের অব্যবহিত কাল পর পর্য্যন্ত যে সকল মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক আহলে-হাদীস আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শায়খুল ইসলাম ইমামুলহুদা ইমাম তকীউদ্দীন ইবনে তায়মিয়াহ ও মুজাদ্দিদে আলফুসসানি শায়খুল ইসলাম আহমদ ছরহন্দীর নাম তাঁহাদের সকলের পুরোভাগে উল্লেখযোগ্য। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে আমি এখন হিন্দের আহলে হাদীস আন্দোলনের কথাই শুধু আলোচনা করিব।

বিংশ শতকের হিন্দী ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী তৎকালীন হিন্দী মুসলমানগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হইয়াছিল, মোগল দরবারের সাধারণ পোষাক ছিল ঘেরদার পাজামা আর হিন্দুয়ানী পাগড়ী। হিন্দু রাজাদের মত মুসলমান আমীর উমারা ও বাদশাহরা অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, সালামের পরিবর্তে সিজদা ও দণ্ডবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা অসঙ্কোচে হিন্দুদিগকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। *

আকায়েদ ও মতবাদের দিক দিয়া মুসলমানগণ যে কত দলে

* اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر : ৫২ পৃঃ।

বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শিয়া, নাসেবী, মু'তাযেলা; জহ্‌মি, মুর্জী, মুআত্তেলা ও মুশাব্বেহা প্রভৃতি পুরাতন দল ব্যতীত শুধু তাছাউফের নামে শতাধিক দলের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল : জুনায়দিয়া, আদহামিয়া, মওলবীয়া, হাল্লাজীয়া, ওজুদিয়া, আহমদিয়া, কলন্দরীয়া, মাদারিয়া, নিষামিয়া, ব্যতীত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস তদীয় গ্রন্থে শোহাগী, সম্প্রোশী ও ঋষী প্রভৃতি ৮টি অভিনব দলের উল্লেখ করিয়াছেন। * বাঙ্গালায় ফকির ও দেহতত্বের নামে যে সকল দলের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লেখ করিতেছি :—

বাউল, সাহেবধনী, সত্যধর্মী, নাগন্দী, কীর্তি, নিয়া, চিত্রকার, ন্যাড়া, মালেকানা, মোতিয়া, মোমেনা, শেখজী, মওলিছালাম সংবর, সংযোগী, কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, প্রাচপীরিয়া, জালালিয়া, বদরশাহী ইত্যাদি।

প্রুশিয়ার বন ইউনিভার্সিটির Semetic philologyর প্রোফেসর রেভারেণ্ড হর্টন বলেন যে, ৮ শত হইতে ১১ শত খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত অন্ততঃ একশতটী ধর্মীয় মতবাদ ইসলামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। §

ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানগণের আদর্শ মানব সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দ ভূমিতে এক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে আরবী ভাষা, ফিক্‌হ, তফসির ও হাদীসের পঠন ও পাঠন নিষিদ্ধ এবং হিন্দু সাহিত্য ও হিন্দি ভাষা অবশ্যই পাঠ্য করা হয়। আকবর স্বয়ং প্রত্যহ সূর্য্যের সহস্র ও এক নাম জপ করিতেন, তিলক ফোটা কাটিতেন ও উপবীত ধারণ করিতেন, গরু ও গোবরের পুজা করা হইত, সালামের পরিবর্তে মৃত্তিকা চুম্বন প্রবর্তিত হইয়াছিল আর মদ্যপান করার অনুমতি এবং তজ্জন্য উৎসাহ প্রদত্ত হইত। স্ত্রী সহবাসের স্নান ও খৎনার প্রথা রহিত করা হইয়াছিল, পর্দা ও হিজাব আকবর

---

* التفهيمات الالهيه—(১) ১১২—১১৫ পৃঃ।

§ منتخب التواريخ—২৫০—৪০০ পৃঃ

তুলিয়া দেন এবং গরু কোরবানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। মসজিদ ও মাদ্রাসা সমূহ জনমানব শূন্য হইয়া পড়ে। বিস্তারিত জানিতে হইলে মোল্লা আব্দুল কাদের বাদায়ুনীর ইতিহাস পড়িয়া দেখুন। *

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় ছিলো মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সূর্য্যে কিরূপভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধক-চূড়ামণি আলেমকুল-গৌরব, সত্যবাদিগণের অবিসম্বাদিত নেতা মুজাদ্দিদে আলফসানীর (৯৭১—১০৩৪ হিজরী) বাচনিক শ্রবণ করুন :—

غربت اسلام تا حدیکه پهمک قران بتهیج قرار یافته
است که اهل کفر بمجرد اجرای احکام کفر برملا در بلاد
اسلام راضی نمی شوند می خواهند که احکام اسلام بالکل
زائل گردد و اثری از مسلمانان و مسلمانی پیدا نشود کار
تا بحدی رسانیده اند که مسلمانی از شعائر اسلام اظهار نماید
بقتل می رسد

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ইসলামের দুর্গতি এরূপ চরমে পৌঁছিয়াছে যে, কাফেরের দল কুফরী বিধানসমূহ ইসলামী রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে বলবৎ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে, ইসলামের নির্দেশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলাই তাহাদের অভিপ্রায় যাহাতে মুসলমানগণের মুসলমানীর কোন চিহ্নই প্রকাশ হইতে না পারে। তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কোন মুসলমান ইসলামের কোন সংস্কার যদি প্রকাশ্যভাবে প্রতিপালন করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা হইয়া থাকে। §

সাড়ে তিনশত বৎসর পরেও অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্ব ইউরোপীয়

---

* Reconstruction of Religious Thought – ২২৮ পৃ:

§ মক্তুবাৎ : প্রথম দফতর, ৮১ নম্বর পত্র।

গণতন্ত্র এবং রুশিয়ার কমিউনিজ্‌ম প্রভৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা সত্বেও হিন্দু ভাইদের রুচি, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ইসলাম বিদ্বেষের যে কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। হিন্দু ভ্রাতারা অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ন্যাশনালিজ্‌ম পরম সহিষ্ণুতা, অহিংসা ও সকল ধর্ম মতবাদ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংরক্ষণায় যে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া আসিতেছিলেন, আজ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাঁহাদের রাজ্যে হতভাগ্য মুসলমানের বেলায় তার কোন একটার সত্যতা ও যথার্থতা তাঁহারা প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন কি? কিন্তু হিন্দুদের মজ্জাগত ও ঐতিহাসিক ইসলাম বিদ্বেষ ও 'পরধর্ম ভয়াবহ' নীতি বিস্ময়ের বিষয় নয়, সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানরাই হিন্দুদের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিলাষকে সার্থক করিয়া তোলার বড় মিশনারী সাজিয়াছেন। সর্বস্বান্ত হিন্দুস্থানী মুসলমানদিগকে আজ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িকতা ও আত্মবিস্মৃতির যে সকল সদুপদেশ তাঁহারা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা শুনিয়া অতি বড় নির্লজ্জকেও মাথা হেঁট করিতে হয়।

যাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক তাহারা যেমন পাকিস্তানী, হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসিবৃন্দ ও ধর্ম গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে যে সেইরূপ হিন্দুস্তানী, একথা কাহারো নিকট হইতে শিখিবার বিষয় নয়, কিন্তু মুসলমানের পরিবর্তে হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী হইবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে স্বভাবতঃ বুঝা যায় যে মুসলমান হওয়া হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী হইবার পরিপন্থী এবং সম্পর্ক দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং একটিকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সম্রাট আকবরের অন্ধ অনুসারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আকবরের ইসলাম-বৈরী নীতিও হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই এবং তাঁহার সুপরিকল্পনা মহারাষ্ট্রের হিন্দু রাজন্যবর্গকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়

নাই। যে জাতি ভারতের মুক্তির আন্দোলনের অগ্রনায়ক মহাত্মা গান্ধীকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হত্যাকারী নরপিশাচদিগকে আজ পর্য্যন্ত যে জাতি রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, ভারত ডমিনিয়নের মুসলমানরা হিন্দুস্তানী বলিয়া খাতায় নাম লিখাইলেই যে সেই হিন্দুরা তাহাদিগকে সহজে নিস্কৃতি দিবে, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ন্যাশনালিজমের মুসলিমরূপী অবতারদের দোষ দিয়া লাভ কি? কবি রুমীর ভাষায় তাহারা বাঁশী ছাড়া কিছুই নন, বংশীবাদকরা যে সুর ভাঁজিতেছেন বাঁশীর মুখে তাহাই ঝঙ্কৃত হইতেছে।

[illegible] از ساقی ست نشئے از لشئے بدان
مستی از ساقی است نشئے از مئے بدان!

প্রকৃত কথা এই যে, সুন্নতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলাম ও কুফরের confederation স্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উভয়ের সংযোগে এক অখণ্ড জাতি গঠন করার ফর্মূলা ভ্রান্তিমূলক ও অচল। মুজাদ্দিদে আল্ফিসসানী কুফর ও ইসলামের খিচুড়ি একজাতীয়তার ফর্মূলার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণের তাৎপর্য্য হইতেছে ইসলামী আদেশের অনুসরণ ও কুফরী প্রথা সমূহের বিলোপ সাধন। ইসলাম ও কুফর পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবে সম্পর্কিত, একের প্রতিষ্ঠায় অপরের ধ্বংস অনিবার্য; পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর সম্মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। একের গৌরবে অপরের লাঞ্ছনা অপরিহার্য্য। যাহারা কাফেরদের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহারা ইসলামকে লাঞ্ছিত করিবে। কাফের দলের সহযোগ আবশ্যক বিবেচিত হইলে তাহাদের চিরন্তন বিশ্বাসঘাতকতার অভ্যাসকে

মনে রাখিয়া তাহাদের সহিত প্রয়োজনমত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) যাহারা শত্রু, তাহাদের সহিত প্রণয় ও দোস্তী গুরুতর পাপরাজির অন্যতম। ইহার সর্বনিম্ন ক্ষতি এই যে, ইহার দ্বারা শরীঅতের প্রতিষ্ঠা ও কুফরী সংস্কার সমূহের উচ্ছেদ সাধনের কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইস্‌লাম ও মুসলিম জাতির বিদ্রূপ করা কাফেরদের স্বভাব, সুযোগ পাইলেই মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে টানিয়া বাহির করিতে অথবা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিতে কিংবা শুদ্ধি করিয়া লইতে তাহারা কৃতসঙ্কল্প। অতএব মুসলমানদেরও আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে লজ্জা ও আত্মসম্মান বোধ ঈমানের অন্যতম লক্ষণ।" *

হযরত মুজাদ্দিদের কর্মবহুল জীবনকথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এখন সম্ভবপর নয়। ই'লায়ে কালেমাতুল হকের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি কারাবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার তজদীদী কার্য্যবলীর কয়েকটি শিরোনাম এই স্থানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

১। জাহাঁগীরের রাজত্বের শেষভাগে হিন্দ ভূমিতে কুফরী প্রভাবের অবসান ঘটাইয়া শরয়ী শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

২। সিজদা ও দণ্ডবৎ প্রথার উচ্ছেদ।

৩। অদ্বৈতবাদ বা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের খণ্ডন।

৪। বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্যগীতের প্রতিবাদ।

৫। হাদীসের পঠন ও পাঠন এবং সুন্নতের প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসাহ দান।

---

* মক্তুবাৎ, প্রথম দফতর ; ১৬৩ নং পত্র। লজ্জা সম্পর্কিত হাদীস বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ বিনে উমরের (রাযীঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন—বুখারী ; (১) ৭ পৃঃ।

৬। নিছক সুফীগিরির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া শরীঅতের অনুসরণের জন্য আহ্বান।

৭। তক্‌লীদ ও অন্ধ গতানুগতিকতার প্রতিবাদ।

৮। মীলাদ ও অন্যান্য বেদ্‌আতের খণ্ডন।

৯। জাতি গঠন ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে আহ্বান।

মুজাদ্দিদের উক্তি শ্রবণ করিয়া কোন ব্যস্তবাগীশ ধারণা করিতে পারে যে, ইসলামী ষ্টেটের যে সকল অমুসলমান প্রজা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করাই ইস্‌লামী বিধান কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইস্‌লামী আদর্শবাদের নিধনকল্পে এবং ইসলামী ষ্টেটের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্র করিতে যে সকল অমুসলমান অভ্যস্ত, মুজাদ্দিদের বর্ণিত ব্যবস্থা তাহাদের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু যে সকল অমুসলমান ইসলামী ষ্টেটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র যাহাদের স্বভাব নয়, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই কুরআনে নির্দেশিত হইয়াছে। কোরআনের পরিগৃহীত নীতি এই যে,

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ـ

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মের বৈষম্যের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় না তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন নাই; প্রত্যুত আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠগণকে ভালবাসেন।" আল্‌-মুম্‌তাহেনা : ৮।

স্বজাতি প্রীতির জন্য ন্যায়বিচারে ব্যতিক্রম করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কোরআনের নির্দেশ এই যে,

لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

"কোন জাতির পক্ষপাতিত্ব যেন তোমাদিগকে ন্যায় বিচার না করার জন্য প্ররোচিত না করে। সকল সময়ে ন্যায়বিচার করিবে, ইহাই সাধুতার নিকটবর্ত্তী আচরণ।"—আল-মায়েদাহ : ৮।

ইসলামী ষ্টেটের অমুসলমান প্রজার রক্তের মূল্য মুসলমানের রক্তের সমতুল্য, তাহার ক্ষতিপূরণের (Compensation—দিয়ৎ) পরিমাণ মুসলমানের দিয়তের সমান। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং অমুস-লিম প্রজাকে হত্যা করার জন্য মুসলমান হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। বকর বিনে ওয়ায়েল গোত্রের জনৈক মুসলমান জাব্‌রা নামক স্থানের জনৈক অমুসলিম প্রজাকে হত্যা করায় হযরত উমর ফারুক (রাযীঃ) অপরাধীকে মৃত ব্যক্তির অমুসল-মান আত্মীয়স্বজনদের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাহারা মুসলমান অপরাধীকে মারিয়া ফেলে। হযরত আলী মুর্তযার (রাযীঃ) শাসন-কালেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু নিহত অমুসলমানের আত্মীয়বর্গ হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দেয়।

দেশরক্ষার (Defence) জন্য সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া মুসলমান নাগরিকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (Compulsory) কিন্তু অমুসলমান প্রজাদের জন্য নয়। তাহাদের রক্ষা ও হিফাযতের জন্য উমর ফারুকের (রাযীঃ) সময়ে ধনীদের নিকট হইতে মাথা পিছু মাসিক ১ টাকা, মধ্যবিত্তগণের নিকট হইতে ।।০ আনা ও শ্রমজীবীদের নিকট হইতে ।০ চারি আনা করিয়া ট্যাক্স লওয়া হইত। শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, চিররোগী, দাসদাসী এবং ধর্ম যাজকদের নিকট হইতে উক্ত ট্যাক্স আদায় করার শরীঅতে বিধান নাই। যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম, শুধু তাহাদের জন্য উক্ত ট্যাক্সের ব্যবস্থা আছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীভূত (Concentration) হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় জেনারেল আবু উবায়দাহ (রাযীঃ) অমুসলমান প্রজাবৃন্দকে তাহাদের

ট্যাক্স কিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের হিফাযতের প্রতিভূ স্বরূপ তোমাদের নিকট হইতে জিযয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে দায়িত্ব বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তোমাদের ট্যাক্স তোমাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইল।

ইসলামী হুকুমতে দণ্ডবিধি আইনে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। চুরি ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য উভয় শ্রেণীর নাগরিকের নিমিত্ত তুল্যদণ্ড নির্দেশিত হইয়াছে।

হযরত আলী মুর্ত্তাযার (রাযী) উক্তি :—তাহাদের ধন আমাদের ধনের ন্যায় اموالهم كاموالنا। অনুসারে দেওয়ানী কার্য্যবিধিতেও মুসলমান ও অমুসলমান প্রজার মধ্যে তারতম্য নাই। এমন কি অমুসলমান প্রজার মদ্য ও শুকর যদি কোন মুসলমান প্রজা নষ্ট করে, ইসলামী বিধানমত তাহাকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইসলামী ষ্টেটে অমুসলমান প্রজাদের ব্যবহারিক বিষয়সমূহ তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে মীমাংসিত হইবে। যে সকল বিষয় তাহাদের শাস্ত্র অনুসারে বিধিসঙ্গত অথচ ইসলামী শরিঅতে নিষিদ্ধ সে সকল কার্য্য অমুসলমান প্রজারা আপনাপন জনপদে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে। ইসলামী ষ্টেটের অন্তর্গত মুসলিম নগরী সমুহের অমুসলমানদের পুরাতন দেবালয় ও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত থাকিবে, ভাঙ্গিয়া গেলে সেই স্থানে সেগুলি তাহারা সংস্কার করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু নূতন দেবালয় ও মন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কার্য্য ষ্টেটের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে।

এই বিষয়টী একটু সবিস্তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, পাকিস্তানকে ইসলামী ষ্টেটে পরিণত করা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞের দল নানারূপ সন্দেহের অবতারণা করিয়া থাকেন কোন দায়িত্ব সম্পন্ন লোকের মুখে আমরা এরূপ কথাও শুনিয়াছি যে, ইসলামী বিধান অনুসারে অমুসলমান নাগরিকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না, কাজেই পাকিস্তানের জন্য সুইজ, ব্রিটিশ,

রাশিয়ান, আমেরিকান বা হিন্দুস্তানী Constitution ধার করিতে হইবে। অজ্ঞতা অন্যতম শত্রুর নাম। স্বীয় বিকৃত রুচিকে পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তাহারা যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাদের অপেক্ষা ইসলামের বড় শত্রু আর কেহ নাই। আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি। ইসলামী বিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বর্তমান যুগের কোন আন্তর্জাতিক Constitution এর সন্ধান কেহ দিতে পারেন কি?

হিন্দে আহলে হাদীস আন্দোলনের ইলমী সনদঃ

হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মশারেকুল আনওয়ারের সঙ্কলয়িতা লাহোরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাসান বিনে মোহাম্মদ বিনে হাসান বিনে হায়দার সাগানী (৫৭৭—৬৫০ হিজরী) তাবাকাতের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত বিশ্ববিশ্রুত পুরুষ। তিনি বাগদাদের খলীফাগণের দৌতকার্য্যে বহুবার দিল্লী গমনাগমন করেন। বাগদাদেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার হাদীসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নির্দিষ্ট দলীয় মযহব অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা তিনি তাঁহার গ্রন্থেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দের সহিত তাঁহার ইলমী যোগাযোগের বিবরণ আমি বিশদরূপে অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার পরে পরেই অর্থাৎ শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন ইবনে তায়মিয়াহর (৬৬১—৭২৮ হিঃ) সমসাময়িক আর একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দে আহলে-হাদীস মুহাদ্দিসের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। আল্লামা হাফিয আবুল খায়ের নসুরুদ্দীন সাঈদ বিনে আবদুল্লাহ জালালী দেহলুভী (৭১২—৭৪৯) ইমাম ইবনে তায়মিয়াহর ছাত্র ইমাম শামসুদ্দীন যহবী (৬৭৩—৭৪৮), হাফিয শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহমদ বিনে আবদুল হাদী মকদেসী (৭০৬—৭৪৪) প্রভৃতির উস্তায ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমামরূপে যহবীর খ্যাতির কথা কাহারো অবিদিত

নাই কিন্তু ইবনে আবদুল হাদীও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, ষীয় গুরু ইবনে তায়মিয়াহকে সমর্থন করিয়া তিনি হাফিয তকীউদ্দীন সুবকীর (৬৮৩ ৭৫৬) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হাফিয আবুল ফযল যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইরাকী (৭২১- ৮০৬) ইবনে আবদুল হাদীর ছাত্র ছিলেন, আর ইরাকীর ছাত্র ছিলেন শায়খুল ইসলাম হাফিয শেহাবুদ্দীন আবুল ফযুল আহমদ বিনে আলী বিনে হজর আসকালানী (৭৭৩—৮৫২)। ইবনে হজরের দুই জন ছাত্র সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন একজন হইতেছেন হাফিয শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আবদুর রহমান সাখাবী (৮৩১- ৯০২) দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শায়খুল ইসলাম আবূ ইয়াহয়া যাকারিয়া বিনে মোহাম্মদ আনসারী (৮২৬—৯২৬)। কনযুল উম্মাল নামক হাদীস-কোষ (Cyclopaedia) সঙ্কলয়িতা যুগ প্রবর্তক আল্লামা শায়খ ওলিউল্লাহ আলী বিনে হুসামুদ্দীন মত্তাকী (৮৮৫—৯৭৫) সাখাবীর ছাত্র এবং জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন। নির্দিষ্ট মযহবের (School) অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকে সকল অবস্থায় অগ্রগণ্য করার রীতি জৌনপুরীর অনেক পূর্বে অর্থাৎ ইমাম ইবনে তায়মিয়াহর সমসাময়িক আর একজন পুরুষ সিংহ হিন্দ ভূমিতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সুলতানুল মাশায়েখ আল্লামা শায়খ নিযামুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহমদ বিন আলী বুখারী দেহলভী। ইনি সাধারণের নিকট নিযামুদ্দীন আওলিয়া নামে প্রসিদ্ধ। বাদায়ুন শহরে ৬৩৬ হিজরীর সফর মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউল আউওয়াল তারীখে তিনি দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ের শায়খ সিরাজুদ্দীন উসমান আখি, শায়খ আলাউদ্দীন লাহোরী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তদীয় পুত্র যনামধন্য শায়খ নূর কুতবে আলম ৮১৩ হিজরীতে পাণ্ডুয়ায় পরলোকবাসী হন।

জৌনপুরীর হিন্দী ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে শায়খ আবদুল হক দেহলভীর (৯৫৮—১০৫২) উস্তায শায়খ আবদুল ওয়াহহাব মুত্তাকী বুরহানপুরী (—৯৩৬), হাদীসের শব্দ-কোষ মাজ্মাউল বিহার ও তয্কিরাতুল মওযুআৎ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী নহ্রওয়ালী (৯১৪—৯৮০) ও শায়খ কুতবুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আলাউদ্দীন আহমদ নহ্রওয়ালী (—৯৮৮) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পট্টনী বিদ্‌আতের প্রতিরোধ করিতে গিয়া ঘাতকের হস্তে শহীদ হন। নহ্রওয়ালীর দুইজন ছাত্র বিশেষভাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন, যথা: আল্লামা শায়খ আবুল মাআবী সিন্ধী (——১০৮৮) ও সুবর্ণ (আহমর) সুফী আবদুল্লাহ বিনে মোল্লা সাআদুল্লাহ লাহোরী। সুবর্ণ সুফী ১০৮৩ হিজরীতে হেজায ভূমিতে পরলোকগমন করেন, তাঁহার ৪৯ বৎসর পূর্বে মুজাদ্দিদে আল্ফসানির বিয়োগ ঘটে। তাঁহার সহিত মুজাদ্দিদের সাক্ষাৎকারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আল্লামা মুজাদ্দিদের উস্তাযগণের মধ্যে আবদুর রহমান বিনে ফহদ, মোল্লা কামালুদ্দীন কাশমিরী প্রভৃতির সহিত জৌনপুরী সিলসিলায় কোনরূপ যোগাযোগ ছিল কিনা, তাহাও আমার জানা নাই। মুজাদ্দিদের বাঙ্গালী শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে বর্ধমানের শায়খ হামীদ মঙ্গলকোটী সমধিক প্রসিদ্ধ।

এ কথা বারংবার বলা হইয়াছে যে, দলবন্দীর (মযহব) বেড়াজালকে ছিন্ন করিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত মুসলিম জাতিকে কুর্আন ও হাদীসের কেন্দ্রে এক মহাজাতি রূপে সমবেত করা আহ্লে-হাদীস আন্দোলনের অন্যতর লক্ষ্য। প্রথম সহস্রক হইতে রাষ্ট্রীয় পতনের সাথে সাথে পরতানুগতিকতা ও দলীয় গণ্ডীর প্রভাব মুসলমানগণের সমাজ ও ধর্মজীবনে এরূপ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, শ্রেণীভেদ ও অন্ধ অনুসরণের বন্ধনকে অস্বীকার

করার কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ বিবেচিত হইত। ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে মান্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে প্রচলিত চারি মযহব:—হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মধ্যে শুধু একটিকেই অবধারিতরূপে বরণ করিয়া লওয়া ওয়াজিব। যুগ প্রবর্তক আলী মুত্তাকী মক্কায় যে দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মুজাদ্দিদে আলফুসসানি সুন্নতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে সংস্কারের যে তুর্য্যধ্বনি করিয়াছিলেন, এতদুভয়ের কল্যাণে গতানুগতিকতা ও মযহবের জগদ্দল প্রস্তর দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে। ইল্‌মে-হাদীসের পবিত্র পরশ লাভ করার ফলে তক্‌লীদ-উষর হিন্দ ভূমিতেও মাঝে মাঝে মুক্তি ও বিদ্রোহের ঝঙ্কার শুনা যাইতে থাকে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হজরের অপর ছাত্র যাকারিয়া আনসারী হাফিয নজমুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহমদ আলগিতী সেকান্দারীর (৯১০—৯৮৪) উসতায ছিলেন। নজমুদ্দীনের দুইজন ছাত্র শায়খ শেহাবুদ্দীন আহমদ বিনে খলীল সুব্‌কী ও আবুন্নাজা' সালিম বিনে মোহাম্মদ সিন্‌হোরী সমধিক উল্লেখযোগ্য। শায়খ সুলতান বিনে আহমদ বিনে সালামাহ বিনে ইসমাঈল মাযাহী আযহারী সুব্‌কীর এবং শায়খ শামসুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আলাউদ্দীন মিসরী বাবলী (——১০৭৭) সিনহোরীর ছাত্র ছিলেন। জগত-প্রসিদ্ধ আলেম, মদীনার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস শায়খ জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ বিনে সালেম বসরী (১০৪৯—১১৩৪) ও শায়খ আহমদ বিনে মোহাম্মদ নখলী বাবলীর বিশিষ্ট ছাত্র এবং বাবলী, মাযাহী ও সুবর্ণ সুফী লাহোরী বিদ্যার ত্রিস্রোতা সঙ্গম লাভ করিয়াছিল আল্লামা শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্‌রাহীম বিনে হাসান বিনে শেহাবুদ্দীন কুর্দীর (১০২৫—১১০২) ভিতর। ইব্‌রাহীম কুর্দীরপুত্র আল্লামা শায়খ আবু তাহের মোহাম্মদ মাদানী (—১১৪৫) স্বীয় পিতা ও

আবদুল্লাহ বিনে সালাম বস্‌রী ও শায়খ আহমদ নখলীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। উত্তরকালে আবদুল্লাহ বিনে সালেম বস্‌রী ও আবু তাহের মদনীর ছাত্রবৃন্দই হেজায, নজদ ইয়ামান ও হিন্দভূমিতে নবযুগের রচয়িতা ও আহলে হাদীস আন্দোলনের অগ্রনায়কে পরিণত হইয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ বিনে সালেম বসরীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হায়াৎ সিন্ধী (—১১৬৩) বুখারীর টীকা লেখক আল্লামা শায়খ আবুল হাসান নূরুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আবদুল হাদী সিন্ধী (—১১৩৯) ও আলহাজ শায়খ মোহাম্মদ আফযল সিয়ালকোটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইয়ামনের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও আহলে হাদীস ইমাম সৈয়দ মোহাম্মদ বিনে ইসমাঈল সালাহ সানআনী (১০৯৯—১১৮২) ও হিন্দের আহলে হাদীস ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম শায়খ আহমদ ওলিউল্লাহ কুতবুদ্দীন বিনে আবদুর রহিম দেহলভী (১১১৪—১১৭৬) আবদুল্লাহ বিনে সালেম ও আবু তাহের মাদানী উভয়ের ছাত্র ছিলেন। মোহাম্মদ বিনে ইসমাঈল আবুল হাসান সিন্ধীর নিকট হইতেও বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ হায়াৎ সিন্ধীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সুকবি ও মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১২০—১১৬৪), নজদের বহু বিশ্রুত ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজদী তমীমী (১১১৫—১১৭৯ ও ইয়ামানের আল্লামা সৈয়দ আবদুল কাদের বিনে আহমদ বিনে আবদুল কাদের বিনে আননাসের বিনে আবদুর রব সানআনী (১১৩৫—১২০৭) ইসলাম জগতে নবযুগের দীপালী সদৃশ।

আলহাজ শায়খ মোহাম্মদ আফযল সিয়ালকোটীর ছাত্র ছিলেন আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর দীক্ষাগুরু হিন্দ-গৌরব মীরযা মযহর জানে জাঁ বিনে মীরযা জান দেহলভী।

আল্লামা সৈয়দ আবদুল কাদের সানআনী ইয়ামানের আহলে হাদীসগণের ইমাম বিখ্যাত অসূলী ও মুহাদ্দিস সুপ্রসিদ্ধ ফিকহুল হাদীস—নায়লুল আওতার ও আস্‌সায়লুল জাররার এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানীর (১১৭৩—১২৫০) উসতাযগণের অন্যতম। হিন্দের আহলে হাদীস শিক্ষকগণের নিকট হইতে তাঁহার উস্তাদ যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপযুক্ত অধিকারী ও ধারক ছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দের আহলে হাদীস আন্দোলন তাঁহার প্রদত্ত প্রেরণায় কি ভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল কিছুক্ষণ পরেই তাহা জানা যাইবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম আহমদ অলীউল্লাহ দেহলভীর বিরাট শিষ্য-বাহিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য : তদীয় পুত্রগণ যথা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস [১১৫৯—১২৩৯] শাহ রফী-উদ্দীন [—১২৪৯], শাহ আবদুল কাদের [—১২৪২] শাহ আবদুল গণি [—১২২৭], কাযী সানাউল্লাহ যযহরী পানিপথী [—১২২১] আরবী শব্দকোষ তাজুল উরূসের সঙ্কলিয়তা সৈয়দ মুর্তযা বেলগ্রামী যবিদী [ইনি শায়খ মোহাম্মদ ফাখের ইলাহাবাদী এবং সৈয়দ আবদুল কাদের সানআনীরও ছাত্র ছিলেন], এই সূত্রে ইমাম শওকানীর সহাধ্যায়ী ভ্রাতা হইতেন। তিনি ১ শত হিজরীর পর মিসরে পরলোক গমন করেন, দেরাসাতুললবীব গ্রন্থ প্রণেতা খাওয়াজা মোহাম্মদ মুঈন সিন্ধী, শায়খ মোহাম্মদ আমিন কুলতী [ইনি শাহ সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধ-ক্রমেই শাহ সাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা রচনা করিয়াছিলেন, শায়খ রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী মাওলানা খায়রুদ্দীন সুরতী, শায়খ জারুল্লাহ বিনে আবদুর রহীম লাহোরী—মাদানী, সৈয়দ মোহাম্মদ আবু সঈদ ব্রেলভী আমীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর পিতামহ]।

মুসনাতুল হিন্দ, ইমামুল মুফাসসেরীন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভীর ছাত্রমণ্ডীর মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তরজুমানুল কোরআন শাহ রফিউদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ [১১৯৩-১২৪৬], আমীরুল মোমেনীন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী-[১২০১-১২৪৬] ভাগিনের আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইসহাক-[১১৯২ ১২৬২], শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব [—১২৮৩], শাহ আবদুল হাই বুরহানপুরী [—১২৪৩] মুফতী সদরুদ্দীন খান দেহলভী [—১২৮৫], মীর মহবুব আলী দেহলভী, সৈয়দ আবদুল খালেক, শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী, মওলানা খুররম আলী সৈয়দ, হায়দর আলী রামপুরী, মুজাহেদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী রামপুরী, মুজাহেদ, আল কুসমানীর প্রপৌত্র শাহ আবু সাঈদ মওলানা সালামাতুল্লাহ বদায়ুনী. মওলানা সৈয়দ আওলাদ হাসান কেন্নৌজী (১২১০—১২৫৩), শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস বানারসী (১২০৬—১২৮৬), আল্লামা আসাদ আলী চট্টগ্রাম ও মওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালীর হাজীপুর, সাআদুল্লাপুর নিবাসী। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মুজাদ্দিদে ইসলাম আল্লামা ইসমাঈলের সমস্ত জীবন সক্রিয় রাজনীতি চর্চা এবং জিহাদের কার্যে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র-বৃন্দের মধ্যে শহীদের বেশ্যাপল্লীর তবলীগের সহচর মওলানা আবদুস সামাদ বাঙ্গালী ও নওশহরা যুদ্ধের শহীদ হযরত বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহারা ছাড়া আল্লামা শহীদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বর্ধমানের আল্লামা মিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী ও পাটনার সাদিক পুরের অধিবাসী কুৎবুল মিল্লাতে ওয়াদ্দীন মওলানা বিলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯) বিনে ফতুহ আলি বিনে ওয়ারিস আলী বিনে মোল্লা মোহাম্মদ

সঈদ বিনে কাযী আবদুল্লাহ সমধিক উল্লেখযোগ্য। মওলানা বিলায়েত আলী বিহারের বিখ্যাত সাধক হযরত মখদুম ইয়াহ্‌য়া মুনায়রীর বংশধর।

আমীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন অথবা তাঁহার মিশনের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ ছিল, তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার জীবনী লেখকগণ তদীয় বাংগালী সহকর্মী ও শিষ্যবৃন্দের আলোচনা এবং তাঁহাদের আত্মদান কাহিনী একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার পশ্চিম দেশীয় সহযোগী ও অনুচরগণ অপেক্ষা বাংলার মন্ত্রশিষ্য ও অনুসারীগণের বেশী করিয়া উল্লেখ করিব।

মুজাদ্দিদ আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী, মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা বিলায়েৎ আলী, মওলানা ইনায়েৎ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শায়খ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারী (মওলানা মোহাম্মদ দাউদ গযনভী সাহেবের পিতামহ মওলানা আবদুল্লাহ গযনভীর উসতায) ও মওলানা হাজি ইমদাদুল্লাহ (মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী ও মওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর মন্ত্রগুরু)।

বাঙ্গালী শিষ্য

মওলানা আবদুস সামাদ বাঙ্গালী, হযরত বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী (পাঞ্জাবের প্রথম জিহাদ নওশহ্‌রার শহীদ, ২০শে জামাদিল আউওয়াল, ১২৪২ হিঃ), আল্লামা মিল্লুর রহীম—বর্ধমান, মওলানা ইমামুদ্দীন—নোয়াখালী, শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ, নিযামপুর চট্টগ্রাম (ফুরফুরার পীর শাহ সুফী আবুবকর সাহেবের মন্ত্রগুরু শাহ সুফী ফতেহ আলী সাহেবের উসতায), সৈয়দ নিসার আলী, উরফে তিতুমীর-২৪ পরগণা, চাদপুর হায়দরপুর মওলানা মনসুরুর রহমান

বিনে আবদুল্লাহ বিনে নওয়াব জামালুদ্দীন আনসারী—ঢাকা (বাংলালের মরহুম মওলানা আবদুল জব্বার আনসারীর পিতা), হাফিয জামালুদ্দীন—ঢাকা, বিক্রয়া, কালিগঞ্জ গাযী রঈসুদ্দীন খান—২৪ পরগণা, হাকিমপুর, মুনশী মোহাম্মদ যামান, বর্ধমান, চৌঘরিয়া, মুনশী আমীরুদ্দীন—কলিকাতা, বেলেঘাটা, হাজী সুফী মোহাম্মদ হুসাইন-পাবনা, মওলানা সিরাজুদ্দীন-পাবনা, সিরাজগঞ্জ, শাহবাযপুর, হাফিয আমানতুল্লাহ, হাজী আযহারুদ্দীন, সুফী ইনআমুল হক, সুফী আযীযুদ্দীন, মওলানা আলীমুদ্দীন (কলিকাতার লোয়ার সারকুলার রোডের সঙ্গে তাঁহার নামীয় পথ সংযুক্ত আছে), মওলানা হাজী রহীমুদ্দীন, শাহ রসূল মোহাম্মদ ও হাফিজ জামালুদ্দীন (ইহার নামে লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতায় একটি বড় মসজিদ আছে)। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বিশদ পরিচয় আমি উদ্ধার করিতে পারি নাই।

হিজায ভ্রমণের সময়ে হাফিযুল বুখারী আল্লামা শায়খ আহমদ বিনে ইদ্‌রীস আল হুসাইনী আল ইদ্‌রীসী (১২১৪—১২৫৩) সৈয়দ হাম্‌যা মক্কী, সৈয়দ আকীল মক্কী, মুফতী শায়খ মোহাম্মদ বিনে উমর মক্কী, শায়খ উমর বিনে আবদুর রসূল মুহাদ্দিস মক্কী—সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ ইসমাঈল শহীদ ও আমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের ছাত্র ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বেনারসের আল্লামা শায়খ আবদুল হক বিনে ফযলুল্লাহ মোহাম্মদী মুহাদ্দিস, পাটনার কুতবুল ইসলাম মওলানা বিলায়েৎ আলী ও ঢাকার আল্লামা শায়খ মনসুরুর রহমান তাঁহাদের আরব পরিভ্রমণের সময় আনুমানিক ১২৫০ হিজরীতে ইয়ামানে যান ও তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতম অসূলী ও মুহাদ্দিস এবং ইয়ামানের আহলে হাদীসগণের ইমাম মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানীর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উচ্চ সনদ লাভ করিতে সমর্থ হন। শায়খ আব্দুল হককে ইমাম

শওকানী যে সনদ প্রদান করিয়াছিলেন: তাহা 'আত্হাফুল আকাবীর, —বি ইসনাদিদ্ দাফাতীর' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রসিদ্ধ।

হিন্দের আহলে হাদীস আন্দোলনের সহিত ইয়ামানী প্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ সঙ্কীর্ণচেতাগণের আদৌ মনঃপুত হয় নাই। কোন নামকরা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুকাল্লিদ আলেম এই বলিষ্ঠ সংযোগের দরুণ আহলে হাদীস আন্দোলনের পরবর্তী পর্য্যায়কে যরদী, নজ্দী-শিষ্য আন্দোলন বলিয়া আখ্যায়িত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস, সৈয়দ আহমদ আমীর ও মুজাদ্দিদ শহীদের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহাদের আরব্ধ মিশনের ধারকদিগকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়া আর একটি ভুঁইফোঁর নিষ্ক্রিয় দলের গুণ-গানে ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুগণ, রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের প্রতি অনুরাগ এবং আমল বিল হাদীসের অপরাধের জন্য আমরা সকল প্রকার গালাগালি প্রফুল্ল মনে শুনিতে প্রস্তুত আছি এবং ইমামুল আয়েম্মাহ শাফিয়ীর সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি:

ان كان رفضا حب النبی محمدا
فليشهد الثقلان انی رافضی !
وما اصلح ما قيل فی هذا المقام
به بدمستی سزد گر متهم سازد مرا ساقی
هنوز از باده پارینه ام پیمانه بودارد !

খিদ্আতীর দল শাহ ওলীউল্লাহ এবং তদীয় বংশধরগণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল তাহার ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসের দৃষ্টিশক্তি শৈশব কালেই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বে চক্ষু একেবারেই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আপন কনিষ্ঠ সহোদর শাহ রফীউদ্দীনকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর তদীয় জামিগণের

আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইসহাক বিনে শায়খ মোহাম্মদ আফযল ফারুকী মাতুলের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি এক-দিকে জিহাদের রিক্রুটমেণ্ট ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতেন এবং দিল্লীতে শাহ ওলীউল্লাহ ও শাহ আবদুল আযীযের আসনে বসিয়া হাদীস, তফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্র শিক্ষাদান করিয়া সমাগত বিদ্যার্থিগণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। বালা-কোটের হৃদয় বিদারক ঘটনার ঠিক ২ বৎসর পর মওলানা বেলায়েৎ আলী সাহেবের পরলোকগমনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১২৫৮ হিজরীতে দিল্লী ছাড়িয়া হিজাযে হিজরৎ করেন এবং মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার ছাত্র বাহিনীর মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব মুহাজের, মুজাদ্দিদ শহীদের পুত্র শাহ মোহাম্মদ উমর, মওলানা কারামৎ আলী ইসরাইলী, নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান দেহলভী (মিশ্‌কাতের উর্দ্দু অনুবাদক), স্যার সৈয়দ আহমদ (আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা), শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (ইনি শাহ আবদুল আযীযের নিকটও বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন)। মওলানা ইব্‌রাহীম নগর নহসভী, নওয়াব সদ্‌রুদ্দীন খান (ইনিও শাহ আবদুল আযীযের ছাত্র ছিলেন), মওলানা আহমদ সাহরাণপুর—(বুখারীর টিকা-কার), মওলানা বশীরুদ্দীন কেন্নোজী (সাওয়াইকে ইলাহিয়া পুস্তকের রচয়িতা), মওলানা আবদুল্লাহ ইলাহাবাদী, শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজ মক্কী, শায়খ মোহাম্মদ বিনে নাসের আল্‌হাযেমী এবং শায়খুল ইসলাম আল্লামা হাফিয সৈয়দ মোহাম্মদ নাযির হুসায়ন মুহাদ্দীস দেহলভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস ও শাহ মোহাম্মদ ইস্‌হাক দেহ-লভীর অন্যতম ছাত্র নওয়াব সদরুদ্দীন খান দেহলভী ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা সৈয়দ সিদ্দীক হাসান বিনে সৈয়দ আওলাদ হাসান কেন্নোজীর উস্তায ছিলেন।

শাহ ইস্হাক দেহলভীর হিজ্রতের প্রাক্কালে আহলে হাদীস আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। আল্লামা শহীদের সময় পর্য্যন্ত হিন্দ ভূমিতে দিল্লী এই আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক বিষয় সমূহের, যেমন সীমান্তে অর্থ ও সৈন্য প্রেরণের কার্য্যাদি যেরূপ দিল্লী হইতে সমাধা করা হইত, তেমনি আন্দোলনের ইল্মী চর্চার কেন্দ্রস্থলও দিল্লী ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে দিল্লীতে ইলমী চর্চার কেন্দ্র রহিয়া গেল কিন্তু সক্রিয় রাজনীতির কেন্দ্র পাটনায় স্থানান্তরিত হইল। কেন এরূপ ঘটিল তাহার কারণ আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু ভাঙ্গনের সূচনা যে শাহ ইস্হাক সাহেবের সময়েই দেখা দিয়াছিল, মওলানা বিলায়েৎ আলী সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার হিজ্রতের ব্যাপারে তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

কূত্বুল ইসলাম মওলানা বিলায়েত আলী আহলে-হাদীস আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক শাখার (Active Politics) নেতা ছিলেন। আমীর সৈয়দ আহ্মদের শাহাদতের সময় তিনি হিন্দের দক্ষিণাংশে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালাকোটের দুর্ঘটনায় সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, একমাত্র তাঁহার তীক্ষ্ণ-জ্ঞান, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসাধারণ ত্যাগের ফলে আবার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে এবং বাঙ্গালা ও হিন্দের বিভিন্ন স্থল হইতে লোকজন ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরিত হইতে আরম্ভ করে। মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের সহকর্মী ও অনুগামী-গণের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

শাহ মোহাম্মদ ইস্হাক দেহলভী, শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা গাযী ইনায়েৎ আলী (১২০৭—

১২৭৪), মওলানা মোহাম্মদ আলী রামপুরী, মওলানা যয়েনুল আবেদীন, অন্যতম ভ্রাতা মওলানা তালিব আলী, মওলানা ফর্‌হৎ হুসাইন—পাটনা (১২২৬—১২৭৪), জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা গাযী আবদুল্লাহ (১২৪৬—১৩২০), অন্যান্য পুত্রগণ যথা হেদায়তুল্লাহ, আবদুর রহমান ও মওলানা আবদুল করীম (জন্ম ১২৫৫ হিঃ), ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা আবদুর রহীম, আন্দামানে কয়েদী (১২৫১—১৩৪১), মওলানা আহ্‌মদুল্লাহ, আন্দামানে মৃত্যু (১২২৩—১২৯৮), তদীয় ভ্রাতৃগণ যথা মওলানা ফৈয়ায আলী—সীমান্তের স্থানায় মৃত্যু (জন্ম ১২৩৩—হিঃ), মওলানা ইয়াহ্‌য়া আলী—আন্দামানে মৃত্যু (১২৪৩ হিঃ জন্ম, মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ); মওলানা আকবর আলী, মওলানা জাআফর আলী, থানেশ্বর—আন্দামানের কয়েদী, মওলানা যিল্লুর রহীম—বর্ধমান, মওলানা বদীউযযামান—বর্ধমান (কলিকাতা মিসরীগঞ্জ আহ্‌লে-হাদীস মসজিদের মুতাওয়াল্লী), মওলানা আবদুল জব্বার, কুমাশী (মিসরীগঞ্জ মসজিদের ইমাম ও আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহের মুদ্রাকর), জনাব মুফীযুদ্দীন খান—হাকিমপুর, ২৪ পরগণা, জনাব মদন খান—ঐ, জনাব জলিল বখশ, বিরুয়া—ঢাকা, মওলবী নূর মোহাম্মদ—ঐ, মওলানা মনসুরুর রহমান আনসারী—ঢাকা, মওলানা আযীমুদ্দীন—ঢাকা, মওলানা আমিরুদ্দীন, নারায়ণপুর—মালদহ (আন্দামানের কয়েদী), মুন্‌শী আবদুল হাদী—পাবনা, মুন্‌শী আবদুর রহমান খান—পাবনা, খন্দকার নজীবুল্লাহ—কেশর, রাজশাহী, মওলানা কারামতুল্লাহ—জামিরা, রাজশাহী, হাজী মনীরুদ্দীন—স্বপুরা, রাজশাহী, খওয়াজা আহমদ খলিফা—নদীয়া, জনাব মীয়াজান কাযী—কুমারখালি, কুষ্টিয়া (আম্বালা জেলে মৃত্যু), বখশু মণ্ডল শহীদ—মেটেবুরুজ, কলিকাতা।

মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের মৃত্যু অর্থাৎ ১৩২০ হিজরী পর্য্যন্ত আন্দোলনের সক্রিয়

অংশের সহিত বাঙ্গালার যে সকল কৃতী সন্তান যোগাযোগ রক্ষাকরিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কে মওলানা বিলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় নাম উল্লেখ করিতেছি :—

মওলানা ইব্রাহীম উর্ফে আফতাব খান শহীদ—হাকিমপুর, ২৪ পরগণা, মওলানা আবদুল বারী ঐ, জনাব ইব্রাহীম মণ্ডল—ভুম্কা-মুর্শিদাবাদ, মওলবী রহীম বখশ খান—দিলালপুর, বগুড়া, মওঃ আবদুল হালিম ধনারুহা, রংপুর, মওলানা আতাউল্লাহ, রংপুর, জনাব মসউদ খান, বগুড়া (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আলে মোহাম্মদ তালুকদার সোন্ধাবাড়ী, বগুড়া, মওলানা আমিরুদ্দীন দওলতপুর সিরাজগঞ্জ, মওলানা ইব্রাহীম দেলদুয়ার, মোহাজেরে মক্কী, জনাব শাকুরুল্লাহ মিঞা, দাউদপুর—রংপুর, মওলবী আকরম আলী খান—দুয়ারী, রাজশাহী, জনাব হাজী বদরুদ্দীন বংশাল, ঢাকা, জনাব আমির খান, কলিকাতা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আবদুল হাকিম খান, হাকিমপুর—২৪ পরগণা, জনাব মুআয্যম সর্দার—ঘোনা, সাতক্ষীরা—খুলনা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব তকী মোহাম্মদ খান শহীদ—বগুড়া, মওলানা আমিনুদ্দীন বরিশাল—ঢাকা, মওলানা আবদুল কুদ্দুস জুন্দীপুর, মালদহ—দিনাজপুর, মওলানা রহীমুল্লাহ নখৈর দিনাজপুর, মওলানা শাহ মোহাম্মদ, চিরির বন্দর, দিনাজপুর, মওলানা তরীকুল্লাহ কালীতলা, মুর্শিদাবাদ, আলহাজ নযীরুদ্দীন খান উর্ফে জীবন খান—২৪ পরগণা [মুর্শিদাবাদ নিযামতের সদরে আলা], খওয়াজা আহমদ খলিফা, নদীয়া, খন্দকার যবান আলী পাবনা।

মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের সময় হইতে মওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত আহলে-হাদীস আন্দোলনের সক্রিয় বিভাগের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিগণের যে তালিকা আমি সংগ্রহ

করিয়াছি, যাঁহাদের নাম আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে এই তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ। যেদিন এই তালিকা পূর্ণ হইবে এবং তালিকার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকথা লিখিত হইবে, সেইদিন বাঙ্গালার আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাসের এক অংশ সম্পূর্ণ হইবে। আমার জীবন কালে এই কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার আশা নাই। "আহলে-হাদীস আন্দোলন" নামক পুস্তকে কিছু চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালার কেহই এই বিরাট কার্য্যে উদ্যোগী হন নাই। শিক্ষিত যুবক সন্তানরা এই পথে গবেষণা করিলে বাঙ্গালায় ইসলামী ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে।

আমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যতম খলীফা ও আল্লামা শহীদের ছাত্র মওলানা মোহাম্মদ আবদুস্ সামাদ মুর্শিদাবাদী ও মওলানা যীল্লুর রহীম মঙ্গলকোটীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রাজশাহী জামিরার মওলানা কারামাতুল্লাহ, উক্ত যিলার কেশর গ্রামের অধিবাসী মওলবী খন্দকার আবদুর রহমান, নদীয়ার খওয়াজা আহমদ খলীফা, মওলবী মোহাম্মদ ইব্রাহীম, পোল্লাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ও মুন্শী ফসিহুদ্দীন, চাঁদঘর, নদীয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্চিম বঙ্গে মুর্শিদাবাদ যিলার নারায়ণপুর, মধ্য বঙ্গে ২৪ পরগণার হাকিমপুর আর উত্তরবঙ্গে রাজশাহী আহলে-হাদীস আন্দোলনের পক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মওলানা গাযী ইনায়েত আলী হাকিমপুরকেই তাঁহার মধ্য-বাঙ্গালার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন আর মওলানা বিলায়েত আলীর রাজশাহী যিলায় কর্মকেন্দ্র ছিল রাজশাহী টাউনের উপকণ্ঠ স্বপুরা গ্রাম। যে রাজশাহীতে আজ নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে-হাদীস কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইতেছে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতে মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবকে দুইবার ১৪৪ ধারার সাহায্যে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল।

আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভীর অন্যতম ছাত্র মওলানা মোহাম্মদ আন্‌সারী গাযী সাহরাণপুরী আনুমানিক ১২২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১০ হিজরীতে মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি শৈশবে আমীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর হস্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ সাহেবের শাহাদতের পর মওলানা শাহ ইস্‌হাক সাহেবের প্রচেষ্টায় তদীয় জামাতা মওলানা নাসিরুদ্দীন দেহলভী সাহেবের নেতৃত্বে মুজাহেদীনের এক বিরাট বাহিনী সংগঠিত হয় এবং তাঁহারা সৈয়দ সাহেবের পুরাতন কর্মক্ষেত্র ইয়াগিস্তানের ইলাকার পরিবর্তে সিন্ধুর সীমান্তকে জিহাদের কেন্দ্র স্বরূপ নির্বাচিত করেন। মওলানা নাসিরুদ্দীন সাহেব শিখদের সহিত কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অবশেষে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন। মওলানা নাসিরুদ্দীন শহীদের সক্রিয় জিহাদ আন্দোলনের সহিত মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের কর্মতৎপরতা ও আন্দোলনের যোগাযোগের কোন সূত্র আমি অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু মওলানা নাসিরুদ্দীন এবং তাঁহার প্রচেষ্টার কথা মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের দলভুক্ত লেখকগণ যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বহি পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মওলানা নাসিরুদ্দীন সাহেবের শাহাদতের পরে পরেই শাহ ইস্‌হাক সাহেব দিল্লী ছাড়িয়া মক্কায় হিজরত করিয়া চলিয়া যান। মওলানা মোহাম্মদ আন্‌সারী সিন্ধুর সীমান্তে মওলানা নাসিরুদ্দীন শহীদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৪ পরগণার হাকিমপুর যেরূপ মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গাযী ইনায়েত আলী সাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল, তদ্রূপ মওলানা মোহাম্মদও হাকিমপুরকে আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রচার-কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন এবং তথায় বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের

অনেক স্থানে তাঁহার প্রচারের ফলে আহলে-হাদীস আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে এবং তওহীদ ও সুন্নতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহ ইস্‌হাক সাহেবের আর একজন ছাত্র ছিলেন ইলাহাবাদের অন্তর্গত মউ আয়েমার অধিবাসী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব। তিনি ব্যবহারিক সুন্নতের জাগ্রত প্রতীক ছিলেন। তিনিও বাংলায় আহলে-হাদীস আন্দোলনের প্রচারক রূপে আগমন করেন, কিন্তু আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাজশাহী জিলার জামিরা গ্রাম তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মওলানা যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটীর অন্যতম শিষ্য মওলানা কারামতুল্লাহ সাহেব তাঁহার প্রধানতম অনুচর ছিলেন। রাজশাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে তিনি ব্যবহারিক সুন্নতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র জামাআত গঠিত করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ১৩শত হিজরীর পর তিনি মুর্শিদাবাদের বিলবাড়িয়া নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন।

কিন্তু আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইল্‌মী তবলীগ ও ব্যাপক প্রচারকার্য একজন ভাগ্যবান পুরুষসিংহ কর্তৃক যে ভাবে হিন্দ ও বাংলায় সাধিত হইয়াছিল, অন্য কাহারো দ্বারা তাহার শতাংশও সম্ভবপর হয় নাই। কুৎবুল ইস্‌লাম মওলানা বিলায়েত আলী যেরূপ আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশের নেতা ছিলেন, শায়খুল-ইস্‌লাম আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ নযির হুসাইন দেহলভীও সেইরূপ আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইল্‌মী তবলীগের ইমাম ছিলেন। আমীর সৈয়দ আহমদের আরব্ধ জিহাদের আন্দোলনকে মওলানা বিলায়েত আলী যেরূপ পুনরায় জাগ্রত ও নূতন বলে বলিয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ আল্লামা ইসমাঈল শহীদ ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আহলেহাদীস আন্দোলনের যে ইল্‌মী আমানত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বহন করার ভার শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নযীর হুসাইন

স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দিল্লীতে শাহ ইস্‌হাক দেহলভীর পরিত্যক্ত মসনদে-ইল্‌মে উপবেশন করিয়া কোরআন ও হাদীসের যে অমৃতসুধা তিনি প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার জীবন স্রোত হিন্দ বাংলার প্রতি প্রান্তকে সঞ্জীবিত করিয়া সুদুর তিব্বত হইতে নজদ, হিজায ও ইয়ামানের কত তক্‌লীদ-উষর মরু কান্তার ও নিরস পার্বত্যভূমিকে যে সরস ও শস্য-শ্যামলা করিয়া তুলিয়াছিল, কে তাহার ইয়াত্তা করিবে? সৈয়দ মোহাম্মদ নযীর হুসাইন সাহেবের শিক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া সহস্র সহস্র উলামা আহলে-হাদীস আন্দোলনের বিজয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া হিন্দ ও বাংলার দিকে দিকে কোরআন ও হাদীসের বর্তিকা প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুরাগের ফলে হিন্দ ও বাংলার পল্লী জীবনেও আহলে-হাদীস মতবাদ এবং কোরআন ও হাদীসের ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে ঠিক এই সময়ে শাহ আবদুল আযীয সাহেবের অন্যতম ছাত্র এবং আমীর সৈয়দ আহমদ সাহেবের খলীফা মওলানা সৈয়দ আওলাদ হুসাইন কেন্নৌজীর যশস্বী পুত্র ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা সৈয়দ সিদ্দীক হুসাইন সাহেব কোরআন ও সুন্নতের সাহিত্যিক প্রচার এবং আহলে-হাদীস আন্দোলনের প্রসার কল্পে তাঁহার ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেন, হাদীস ও তফ্‌সীরের দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সুদূর হেজায ও ইয়ামান হইতে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও অনূদিত হইতে থাকে এবং নাম মাত্র মূল্যে দেশের সর্বত্র বিতরিত হয়।

শায়খুল ইস্‌লাম সৈয়দ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিসের বিশাল ছাত্র বাহিনীর তালিকা প্রদান করা কোন অভিভাষণের ভিতর সম্ভবপর নয়। মোটামুটি ভাবে হিন্দের প্রসিদ্ধ ছাত্র মণ্ডলীর কতিপয় নাম প্রদান করিতেছি:

১। আল্লামা হাকিম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগর নহসবী, ২। মওলানা নাযের হুসাইন বিহারী, ৩। আওনুল মা'বূদের রচয়িতা আল্লামা আবুৎতাইয়েব শামসুল হক, ৪। মওলানা তালাত্তুফ হুসাইন বিহারী, ৫। মওলানা শাহ আয়নুল হক ফুলওয়ারী, ।৬ মওলানা আলী হ্যামৎ, ৭। মওলানা সোলায়মান ফুলওয়ারী, ৮। মওলানা সাআদত হুসাইন বিহারী, ৯। মওলানা হাফিয আবদুল্লাহ সাপরাভী, ১০। মওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, ১১। মওলানা আব্দুন্নূর দ্বারভাঙ্গাবী, ১২। তুহফাতুল হিন্দের রচয়িতা মওলানা উবায়দুল্লাহ, ১৩। মওলানা হাফিয আব্দুল ওয়াহ্হাব নাবীনা, ১৪। মওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী (—১২৯৮), ১৫। মওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভী, ১৬। মওলানা আবুল ওফা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (—১৩৬৭), ১৭। কাযী তিলা মোহাম্মদ পেশাওয়ারী (—১৩১০), ১৮। মওলানা বশীর সাহসওয়ানী (—১৩২৬), ১৯। মওলানা অব্দুল হক হক্কানী দেহলভী, ২০। শামসুল উলামা ডিপুটি নাযির আহমদ, ২১। মওলানা হাফীযুল্লাহ খান দেহলভী (১৩২৪), ২২। মওলানা আব্দুর রব দেহলভী, ২৩। হাকিম আজমল খাঁর পিতা হাকিম আব্দুল মজীদ দেহলভী, ২৪। মওলানা ইবরাহীম সিয়ালকোটী, ২৫। মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, ২৬। মওলানা আব্দুল মান্নান উযিরাবাদী, ২৭। মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন হাযারভী, ২৮। মওলানা ইউসুফ হুসাইন খানপুরী, ২৯। মওলানা হাফীযুল্লাহ আজমগড়ী, ৩০। মওলানা সালামতুল্লাহ জয়রাজপুরী, ৩১। মওলানা আবুল মাআলী মোহাম্মদ আলী আজমগড়ী, ৩২। মওলানা আবুল কাসেম বেনারসীর পিতা মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ বেনারসী (—১৩২২), ৩৩। মওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ টোঁকী, ৩৪। আমীর সৈয়দ আহমদের দৌহিত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইর্ফান, ৩৫। মওলানা আবু ইয়াহয়া শাহজাহানপুরী, ৩৬। মওলানা হাফিয

আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (—১৩২২), ৩৭। মওলানা আব্দুল হালীম শরর লক্ষ্ণৌভী (—১৩৪৫), ৩৮। তিরমিযীর অনুবাদক মওলানা বদীউয-যামান, ৩৯। সিহাহ সিত্তার অনুবাদক মওলানা ওহীদুয্‌যামান, ৪০। হেদায়ার অনুবাদক মওলানা সৈয়দ আমীর আলী, ৪১। মওলানা শাইখ মোহাম্মদ আন্‌সারী মিসলিশহরী (—১৩৩০), ৪২। মওলানা আব্দুল জাব্বার উমরপুরী, ৪৩। মওলানা ইব্‌রাহীম আরাবী, ৪৪। আহসানুৎ তাফাসীর সঙ্কলয়িতা ডিপুটী সৈয়দ আহমদ হাসান (—১৩৩৮), ৪৫। তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার মওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (—১৩৫৩)।

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন বাংলা ১২৯২ সালে বাঙ্গালা পরিভ্রমণ কল্পে এদেশে আগমন করেন, মুর্শিদাবাদের দেবকুণ্ড, রংপুরের লালবাড়ী ও রামদেব, রাজশাহীর জামিরা, যোগীপাড়া প্রভৃতি স্থান সেই সময় তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। সৈয়দ সাহেবের বাঙ্গালী ও আসামী ছাত্রবৃন্দের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা পুরাপুরী ভাবেই উল্লেখ করিতেছি :

৪৬। আল্লামা মোহাম্মদ বিনে যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী, ৪৭। মওলানা তালেবুর রহমান—অর্জ্জুনা, ৪৮। মওলানা ফযলে করীম, ৪৯। মওলানা নিয়ামাতুল্লাহ—(বর্ধমান), ৫০। মওলানা আব্দুল বারী, ৫১। মওলানা ইফাযুদ্দিন, ৫২। মওলানা আয়েনুদ্দীন, ৫৩। মওলানা রহীম বখশ—(২৪ পরগণা), ৫৪। মওলানা আব্দুল লতীফ—(হুগলী), ৫৫। মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, ৫৬। মওলানা মযাহেরুল হান্নান, ৫৭। মওলানা আহমদ. ৫৮। মওলানা আয়েনুদ্দীন, ৫৯। মওলানা ইয়াহ্‌য়া, ৬০। মওলানা আবদুর রহমান, ৬১। মওলানা নসীরুদ্দীন, ৬২। মওলানা আব্দুল গণী, ৬৩। মওলানা গোলাম রহমান, ৬৪। মওলানা তোরাব আলী (খাকীশাহ নদীয়া), ৬৫। মওলানা মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম খলীল দেবকুণ্ডী, ৬৬। মওলানা

হেফাযতুল্লাহ, ৬৭। মওলানা সলীমুদ্দীন, ৬৮। মওলানা আব্দুল আযীয, ৬৯। মওলানা নজমুদ্দীন, ৭০। মওলানা ইয়াকুব, মুর্শীদাবাদ, ৭১। মওলানা ইনায়েতুল্লাহ, ৭২। মওলানা মওলাবখশ, ৭৩। মওলানা আব্দুল হাকীম, ৭৪। মওলানা আমানতুল্লাহ, ৭৫। মওলানা মুফতী আব্দুল করীম, ৭৬। মওলানা আবদুস সামাদ, ৭৭। মওলানা আবূ মোহাম্মদ ইব্রাহীম—মালদহ, ৭৮। মওলানা মোহাম্মদ (বাং—১৩২৪), ৭৯। মওলানা ইসহাক (১৩০৬), ৮০। মওলানা আহমদ (১৩১১) ৮১। মওলানা রহীম বখশ (১৩২১), ৮২। মওলানা আসগর আলী (১৩০৩), ৮৩। মওলানা মওলায়ী, ৮৪। মওলানা নসীরুদ্দীন (বাং ১২৯৯), ৮৫। মওলানা শরিঅতুল্লাহ বাদুড়ীয়া, ৮৬। মওলানা আব্দুল আযীয, ৮৭। মওলানা নসীরুদ্দীন, ৮৮। মওলানা কাদের বখশ, ৮৯। মওলানা ইসমাঈল, ৯০। মওলানা কফীলুদ্দীন, ৯১। মওলানা সোলায়মান (রাজশাহী), ৯২। মওলানা সৃয়ফুল্লাহ, ৯৩। মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন (বগুড়া), ৯৪। মওলানা আবূ মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, ৯৫। মওলানা আব্দুল বাসেত, ৯৬। মওলানা মোহাম্মদ ঈসা, ৯৭। মওলানা আব্দুল হামীদ, ৯৮। মওলানা আমানতুল্লাহ, ৯৯। মওলানাআব্দুল গফুর, ১০০। মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন, ১০১। মওলানা বশীরুদ্দীন, ১০২। মওলানা আমীরুদ্দীন, ১০৩। মওলানা রিসালুদ্দীন, ১০৪। মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব, ১০৫। মওলানা ইস্হাক, ১০৬। মওলানা সুলায়মান, ১০৭। মওলানা যমীরুদ্দীন, ১০৮। মওলানা খয়েরুদ্দীন, ১০৯। মওলানা উবায়দুল আকবর, ১১০। মওলানা ইব্রাহীম, ১১১। মওলানা আতীকুর রহমান,—(দিনাজপুর), ১১২। মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হালীম, ১১৩। মওলানা আতাউল্লাহ, ১১৪। মওলানা শরীঅতুল্লাহ, ১১৫। মওলানা খিযরুদ্দীন, ১১৬। মওলানা বেশারতুল্লাহ, ১১৭। মওঃ আমানতুল্লাহ, ১১৮। মওলানা আব্দুস সালাম—(রংপুর), ১১৯। মওলানা দবীরুদ্দীন

আব্দুর রহমান—(পাবনা), ১২০। মওলানা খিল্লুর রহীম আকবর হুসাইন, ১২১। মওলানা খলীলুর রহমান, ১২২। মওলানা হামীদুর রহমান, ১২৩। মওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারী, ১২৪। মওলানা আবদুস সালাম, ১২৫। মওলানা আব্বাস আলী, ১২৬। মওলানা আবদুস সবুর, ১২৭। মওলানা মোহাম্মদ ইলাহী বখশ, ১২৮। মওলানা ইসহাক, ১২৯। মওলানা আবদুল হাকীম, ১৩০। মওলানা আবদুল গফুর, ১৩১। মওলানা আবদুল কুদ্দুস, ১৩২। মওলানা সৈয়দ খাওয়জা আহমদ (ময়মনসিংহ), ১৩৩। মোল্লা মোহাম্মদ আরীফ, ১৩৪। মওলানা মনসুরুর রহমান, ১৩৫। মওলানা নসীরুদ্দীন, ১৩৬। মওলানা আবদুল্লাহ, ১৩৭। মওলানা ইব্রাহীম, ১৩৮। মওলানা হায়দর আলী, (ঢাকা), ১৩৯। মওলানা হায়দর আলী, ১৪০। মওলানা আসাদ আলী, ১৪১। মওলানা বখশী আলী, ১৪২। মওলানা হুসনুয্যামান, ১৪৩। মওলানা আব্দুল ফাত্তাহ, ১৪৪। মওলানা বখশিশ আলী, ১৪৫। মওলানা মনীরুদ্দীন,—(চট্টগ্রাম)। ১৪৬। মওলানা মোহাম্মদ তাহের, ১৪৭। মওলানা হাসান আলী, ১৪৮। মওলানা আবদুল বারী, ১৪৯। মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব, ১৫০। মওলানা উবায়দুল্লাহ,—(শ্রীহট্ট) ১৫১। মওলানা সাআদুল্লাহ, —(আসাম)। ১৫২। মওলানা উযায়রুদ্দীন, (কাছাড়)। ১৫৩। মওলানা মোহাম্মদ উমর, ১৫৪। মওলানা আমীরুদ্দীন, (বহ্মদেশ) ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭। মওলানা শামসুল হক আজিমাবাদীর উল্লিখিত ৩ জন আলীম,—(তিব্বত, চীন)।

কাবুল, গযনী, বাজুর, ইয়াগিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, কাশগর, হিরাৎ, হাব্শান দ্বীপ, হেজায, ছমরুদ, সিন্নোস ও নজ্দের ছাত্র মণ্ডলীর তালিকা শায়খের জীবনীতে উল্লিখিত আছে। অনাবশ্যক বোধ করায় পরিত্যক্ত হইল।

বাঙ্গালা ও আসামের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সংখ্যা অপেক্ষা যে সকল নাম সংগৃহীত হয় নাই, সেগুলির

সংখ্যাই বেশী হইবে, কিন্তু শায়খুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় কেহ বাদ পড়েন নাই। এই তালিকা এবং আন্দোলনের সক্রিয় অংশে যোগদানকারীদের তালিকা সংগ্রহ করিতে আমাকে প্রায় দুই বৎসর কাল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমার উদ্দেশ্য: বন্ধু বান্ধব এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে তালিকাভুক্ত ও তালিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহিত করা। কারণ এই অনুসন্ধান সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালার আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, এই আন্দোলন সম্পর্কে বাঙ্গালার সেবা ও দানকে আমাদের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেখকগণ বড়ই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ক্ষাত্র বল ও ইল্‌মী যোগ্যতাকে আজো উপহাস করা হইতেছে সুতরাং আহলে-হাদীস আন্দোলন তথা হিন্দ ও বাঙ্গালার সর্বশেষ অবিমিশ্র ইসলামী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের কার্য আমাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

دادیم ترا ازگنج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاید برسی!

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, হযরত আল্লামা শাহ ইস্‌হাক দেহলভীর হিজরতের এবং কুত্‌বুল ইস্‌লাম মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের পরলোক-প্রাপ্তির প্রাকালে আহলে-হাদীস আন্দোলনের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। শাহ সাহেবের হিজরত ও মাওলানা বিলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ইন্‌তিকালের পর, দুর্ভাগ্য বশতঃ, এই ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দিল্লীর সৈয়দ নযীর হুসাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অতঃপর সীমান্তের স্থানা ক্যাম্পের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়, ক্যাম্প হইতে প্রত্যাগত বহু গাযী তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আন্দোলন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এ ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দের মুসলমানগণ যখন প্রাণপাত করিয়াছিলেন এবং মওলানা আহমদুল্লাহ শাহ, মওলানা ফযলে হক খয়েরাবাদী, নওয়াব মুস্তফা খান দেহলভী, মুফ্তী সদ্রুদ্দীন খান দেহলভী, সৈয়দ আকবরযযামান আকবর আবাদী, মওলানা পীর আলী পাটনাভী, মওলানা ফয়েযুল্লাহ দেহলভী, মওঃ হাজী ইম্‌দাদুল্লাহ মুহাজের, মওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, মওলানা ইমাম বখ্‌শ সহ্‌বায়ী, শাহ আহমদ সয়ীদ, মওলানা জালালুদ্দীন বেনারসী, মওলানা শাহ আবদুল জলীল আলীগড়ী প্রভৃতি আলেমগণ এই সংগ্রামে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সীমান্তের স্থানা কেন্দ্রে মওলানা বিলায়েত আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল্লাহ সেনাপতি ছিলেন কিন্তু হিন্দের উল্লিখিত বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই. তবে ১৮৫০ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমান্তের ক্যাম্পে তাঁহারা যে নীরব ছিলেন না', তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এ সময়ের ভিতর হিন্দের ব্রিটিশ রাজ-শক্তিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৩৬টি অভিযান (Expedition) পরিচালিত করিতে হইয়াছিল।

মোট কথা, মওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের সময় হইতে আহলে-হাদীস আন্দোলনের সর্বভারতীয় ব্যাপক রূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং আন্দোলনের গতি মন্থর, একদেশদর্শী ও ভঙ্গপ্রবণ হইতে থাকে। যদি এই অবস্থা না ঘটিত এবং আমীর সৈয়দ আহমদ, শাহ ইসমাঈল ও শাহ ইস্‌হাকের যুগের ন্যায় পরবর্তী কালেও আহলে-হাদীসগণ সক্রিয় ও ইল্‌মী যোগসূত্রে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিত এবং একদেশদর্শিতার রোগ প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে আজ হিন্দ ভূমিতে শাহ ওলীউল্লাহ, শাহ আবদুল আযীয ও শাহ ইসমাঈল রাযীয়াল্লাহু আন্‌হুমের স্বপ্ন যে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

وكان امر الله قدرا مقدورا

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহকে হিন্দে আহ্‌লে-হাদীস আন্দোলনে তৃতীয় পর্য্যায়ের ইমাম বলা যাইতে পারে। কোরআন ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি আন্দোলনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন :

১। খিলাফতে রাশিদার আদর্শানুসারে হিন্দে ইসলামী রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

২। শির্ক, বিদ্‌আৎ, কুসংস্কার ও মযহবী দলাদলীর অবসান ঘটাইয়া হিন্দের বুকে এক ও অখণ্ড অবিমিশ্র মুসলিম জামাআত কায়েম করা।

৩। ইবাদৎ, রাষ্ট্র, তামাদ্দুন, অর্থনীতি ও দৈনন্দিন আচরণ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্দেশাবলীর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

শাহ ওলীউল্লাহ যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে মোগল গৌরব আওরঙ্গযিব আলমগীর (রহঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহ সাহেবের চারি বৎসর বয়সে ১১১৮ হিজরীর ২৮শে যিলকাআদ তারীখে আলমগীর পরলোকগমন করেন। আক্‌বরী বিদআতের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আল্ ফুসসানীর উত্থান করার ফলে শাহজাহান ও আওরঙ্গযিবের অবস্থা বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। হিন্দ ভূমিতে হিন্দু ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হানাফী ফিক্‌হের চর্চা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আলমগীরের মৃত্যুর সংগে সংগে মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম জাতীয়তা পুনরায় বিপন্ন হয়, মোগল সম্রাটগণের হিন্দুপ্রীতির সংগে সংগে শীয়া প্রীতির ভাবও অতিশয় প্রবল ছিল, মন্ত্রীগণ প্রায় সকলেই শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। নুরজাহান, তদীয় পিতা ও ভ্রাতার কল্যাণে শীয়াগণ মোগল রাজত্বের উপর এরূপ

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, আওরঙ্গযিবের মৃত্যুর মাত্র চারি বৎসর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ মুআযযম ১১২২ হিজরীর রবিউল আউওয়াল মাসে প্রকাশ্য ভাবে শীয়া মতে দীক্ষিত হন। তখন হইতে হিন্দ ও বাঙ্গালার প্রতি জনপদে শীয়া মযহব শিকড় গাড়িয়া বসিতে আরম্ভ করে। হানাফীগণ বাহাদুর শাহের নিধন কামনায় দোআ ও খতম পড়িতে লাগিয়া যান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সুন্নী আলেমগণের সহিত শীয়াদের তর্ক বিতর্ক ও বচসা চলিতে থাকে।

বর্ণিত শীয়া ও সুন্নী সংঘর্ষ উত্তর কালে বাগদাদের ন্যায় হিন্দ ভূমি হইতে ইসলামী রাজত্বের বিলুপ্তির অন্যতম কারণে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুরা আবার সর্বত্র মস্তক উন্নত করিতে লাগিয়া গিয়াছিল. ইংরাজদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের বয়স যখন ৫৫ বৎসর, পলাশীর প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইল।

মারহাট্টি পেশওয়া রাজবংশের স্রষ্টা ও শিবাজীর পৌত্র শাহুজীর আশ্রয়দাতা এবং সাহায্যকারী বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে পেশওয়া রাজবংশ স্থাপিত করেন। হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা প্রভৃতি তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটকে দোস্ত মোহাম্মদ খানকে পরাস্ত করেন, ত্রিচিনা-পল্লীও তাঁহাদের হস্তগত হয়। তাঁহারা ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আসফজাহী (নিযাম) রাজ্যের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে লুঠতরাজ আরম্ভ করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া মালওয়া লুঠ করেন, ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসী রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দখল করিয়া লন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গয়া, মথুরা, কাশী ও ইলাহাবাদ অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও এর মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র বালাজীরাও পিতার স্থান অধিকার করেন; তদীয় ভ্রাতা রঘুনাথ রাও রাঘবা নাম ধারণ করিয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে

দিল্লী প্রবেশ করেন এবং দাতাজী সিন্ধিয় এবং রাও হোলকারের নেতৃত্বে দুইটি সেনাবাহিনী রাখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। বালাজীর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিবরাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর রাজ প্রাসাদে কদমে রসুল ও নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারে এবং মোহাম্মদ শাহের মক্‌বরায় যত স্বর্ণখচিত কারুকার্য্য ছিল, সমস্তই উপড়াইয়া লন এমন কি স্বুবর্ণ শামাদান ও ধুপদানী পর্য্যন্ত গলাইয়া লওয়া হয়।

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া হতবুদ্ধি হন নাই। নওয়াব নজীবুদ্দওলা ও হাফেয রহমত খান শাহ সাহেবের ভক্ত ও একান্ত অনুগত ছিলেন এবং শাহ সাহেবের প্রচেষ্টা ও সৎপরামর্শের ফলেই সফদর জংগের পুত্র শুজাউদ্দওলাকে সম্মত করিয়া নজীবুদ্দওলা সা আহুল্লাহ খান, আহমদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমত খান ও দুন্দি খান আহমদ শাহ আব্দালীকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। ফলে পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মতন্ত্রের পূনঃপ্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-রাজ স্থাপনের পরিকল্পনা দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শিখ আলাজাট সরহন্দে ২লক্ষ সৈন্য সমাবেশিত করিয়া দিল্লী আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং সমস্ত দেশে তাহারা অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল। নজীবুদ্দওলার আহ্বানে পুনরায় আহমদ শাহ আব্দালী লাহোর প্রবেশ করেন শিখরা পলায়ন করিয়া পর্বতে আশ্রয় লয়। আহমদ শাহ আব্দালী দুই দিনে ৯০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সরহন্দে উপস্থিত হইয়া আলাজাটকে আক্রমণ করেন। আলাজাট পরাভূত এবং তাহার ২ হাজার সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হয়।

কিন্তু শাহ ওলীউল্লাহ তাঁহার প্রখর জ্ঞান গরিমা ও প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু বাহিরের সাহায্যের

উপর ভরসা করিলে হিন্দ ভুমিতে ইসলামকে তিষ্টান সম্ভবপর হইবেনা, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যে অবসাদ ও অভিশাপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কোরআন ও সুন্নতের ভিত্তিতে তাহার আমুল সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং মোগল রাজ্যের আসন্ন পতনের যুগসন্ধিক্ষণে অবিমিশ্র ইসলামী রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংস্কার ও স্বাধীনতার যে কার্যসূচী তিনি তাঁহার গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীযের সময়ে সেগুলিকে বাস্তবতার রূপ প্রদান করার চেষ্টা করা হয় এবং শাহ ওলীউল্লাহর পৌত্র শাহ ইসমাঈল এবং দৌহিত্র শাহ ইসহাক এই সাধনায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করেন।

کشتگاں خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جانے دیگر است!

পিতা, পুত্র ও পৌত্রদের এই কর্ম সাধনাই হিন্দ ও বাংলায় ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের নামে সুখ্যাত বা কুখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আহলে-হাদীস আন্দোলন ছাড়া ইহার অপর কোন নাম নাই, আমি এই আন্দোলনের কতকটা বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার কিয়দংশ আহলে হাদীস কনফারেন্সের রংপুর হারাগাছ ও পাবনা অধিবেশনে বন্ধুবর্গকে শুনাইয়াছি ; সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ভাংগন, সিপাহী সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি ও পরবর্তী ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের ফলে যখন নেতা ও কর্মীগণ সর্বত্র ধৃত, অত্যাচারিত, শুলদণ্ডে দণ্ডিত, মুক্ত তরবারীর সাহায্যে নিহত, ভস্মীভূত, যাবজ্জীবন কালাপানিতে প্রেরিত এবং আন্দোলন সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের ভূসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বাজেয়াফত হইল তখন হইতে আহলে হাদীস আন্দোলনের গতি শুধু বাহাস ও বক্তৃতা-

মুখী হইয়া পড়িল; ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের বিরাট লক্ষ্য ও সমুন্নত আদর্শের কথা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইল। বর্তমানে আহলে হাদীস আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফির্কায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জামাআতের যে কিছু করণীয় বা ইহার অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও হিন্দের দুই প্রান্তে আল্লাহর অপরিসীম ফয্ল ও অনুকম্পায় ইসলামের Home Land স্থাপিত হইয়াছে। আহলে হাদীসগণ দওলতে খোদাদাদ পাকিস্তানে কোন স্বাতন্ত্র্য দাবী করেনা, তাহারা চায়– এই রাষ্ট্রে শুধু আল্লাহর অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ আল্লাহর খলীফা রূপে আল্লাহর বিধান ও শরীঅতকে বলবৎ করুন। মুজাদ্দিদে-আল্ ফুস্সানী ও শাহ ওলীউল্লাহর স্বপ্ন সফল হউক। যে ইলাহী রাজ্য গঠন করার সাধনায় আমীর সৈয়দ আহমদ ও মুজাদ্দিদ ইসমাঈল অর্ধেক পাঞ্জাবের রাজত্বের সন্ধি শর্তকে পদাঘাৎ করিয়া মুসলিম জাতির জন্য আপন মস্তক দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে সাধনা জয়যুক্ত হউক।

রাজ্য ও স্বাধীনতার ন্যামৎ মুসলমানদিগকে আল্লাহ এই জন্যই দান করিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে চান আমরা তাঁহার কালেমার গৌরবের জন্য কিরূপ আচরণ করি।

وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما اتاکم ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم * الانعام ١٦٥ -

শারয়ী শাসন বলবৎ করার জন্য আজ পাকিস্তানের মুসলমানগণ দিকে দিকে আর্তনাদ করিতেছেন। জমঈয়তে উলামায়ে ইসলামের

সভাপতি মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী মুসলমানগণের এই দাবীকে সার্থক করার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানগণের উল্লিখিত আকাঙ্খা দাবীর রূপ ধারণ করার বহু পূর্বে আমি আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা সত্বেও নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীসের নগণ্য খাদেম হিসাবে "ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" রূপে পাকিস্তানে শারয়ী শাসন প্রবর্তন করার দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশ করি এবং সকল দলের উলামা, পীর ছাহেবান, নেতৃমণ্ডলী এবং গণ পরিষদের সভ্যবৃন্দের নিকট উহা পাঠাই। দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ লোক আমার প্রস্তাবকে তখন অচল ও দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আল্‌হামদো লিল্লাহ। আজ সেই দুঃস্বপ্ন জাতির মানস লোকের প্রধান ও প্রিয়তম কাম্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله-

কোন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রচলিত নাই বলিয়া এই দাবী উড়াইয়া দিলে চলিবেনা। পাকিস্তান যে ভাবে অর্জিত হইয়াছে, অধিকন্তু পাক-ভারত যে ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, দুনিয়াতে তাহার কোন নযীর আছে কি? রুশের কম্যুনিযমেরও কোন নযীর নাই। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, পাক-ভারত ইংরাজের শাসনতান্ত্রিক গোলামী হইতে নাজাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রুশেও কম্যুনিষ্টিক ষ্টেট গঠিত হইয়াছে এবং বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ ইসলামী হুকুমতের নযীর আছে, তাহার সাফল্য ও সার্থকতা রূপ কথা নয়, ঐতিহাসিক সত্য!

পাকিস্তানে কম্যুনিযম শিকড় গাড়িতে পারে নাই কিন্তু তার চেষ্টায় আছে, ব্রহ্ম ও চীন বিজয়ের পর উহার পাকিস্তানমুখী হওয়া

অনিবার্য্য। ভারত সাম্রাজ্যের তোরণ অতিক্রম করিয়া সে তাহার বুকে হানা দিয়াছে। শুধু রুদ্র আইনের প্রয়োগ এবং বেআইনী অর্ডিন্যান্স সমূহ বলবৎ করিয়া কোন আন্দোলনের গতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র সত্যিকার ইসলামী হুকুমৎ কম্যুনিযমের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। যদি বাস্তবিক তথাকথিত সমানাধিকারবাদ অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শারয়ী-শাসন বলবৎ করিতেই হইবে। আমি এরূপ কথা বলিতেছিনা যে, শরীআতের প্রত্যেকটি ধারা অবিলম্বে বলবৎ করা হউক, আমরা চাই—ইস্‌লামী রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব (Paramountcy) পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বীকৃত হউক, শরীআৎ বিরুদ্ধ আইন বিধিবদ্ধ হইবেনা বলিয়া ঘোষণা করা হউক এবং যাহা সর্ব্ব সম্মত হারাম ও নিষিদ্ধ, তাহা অবিলম্বে রহিত করিয়া দেওয়া হউক।

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইসলামী আইনে নাই, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যে কোন আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকুন না কেন, ইসলামী দস্তুর সম্পর্কে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান না হওয়া পর্য্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবেনা। আমার মনে হয়, যাহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা "ঘোড়া আগের গাড়ী জোড়ার" ইংরাজী প্রবাদ সত্য করিয়া দেখাইতে চান। আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে; রাষ্ট্রের সার্থকতা কি? মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান বানাইবে কে? মানুষেরা চুরি, ডাকাতী, চোরাকারবারী, কালবাজারী উৎকোচ, উৎপীড়ন ছাড়িয়া দিয়া শান্তিপ্রিয় ও আইনাশ্রয়ী হওয়ার পর পুলিশ নিয়োগ ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে—একথা যেরূপ, উল্লিখিত উক্তিও কি তদ্রূপ নয়? আইনের

প্রতিষ্ঠাকল্পে শাসন বিভাগের শক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুইজ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, সোভিয়েট বা যে কোন আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ ও কার্য্যকারিতার জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার প্রশাসন আবশ্যক কিন্তু ইসলামী দসতুর বলবৎ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা উচ্চারণ করা কি সুস্থ-বুদ্ধির পরিচায়ক? ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ শ্রবণ করুন:

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

যদি আমি মুসলমানদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে যাকাৎ নিয়ন্ত্রিত করিবে উত্তম কার্য্যের জন্য আদেশ দিবে এবং নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিবে এবং সকল কার্য্যের পরিণামফল আল্লাহর হাতেই আছে"। (আল্ হজ্জ: ৪১ আয়াত)

কেহ কেহ ভয় প্রদর্শন করেন যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রচলিত করিলে হিন্দুস্তানে হিন্দু আইন বিধিবদ্ধ হইবে। এ কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, পাকিস্তানের আচরণকে হিন্দুরা তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নাগরিকদিগকে যে ভাবে তোয়াজ করা হইয়া থাকে এবং যে ভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিকদের পক্ষেও সেরূপ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর নয়। পুরাতন মানসিক দীনতার বশবর্তী হইয়াই হউক অথবা অতিরিক্ত উদারতার ভান করিয়াই হউক, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করিয়াও পাকিস্তানে—অন্ততঃ পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের মন যোগাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, অথচ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার দাবী করা সত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ঠদের অনেকে পাকরাষ্ট্রের শত্রুতাসাধনের কার্য হইতে এক দিনের জন্যও নিরস্ত হয় নাই

পক্ষান্তরে পাকিস্তানে উল্লিখিত আচরণের বিনিময়ে পশ্চিম বাঙ্গালায় মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং পাকিস্তান ইসলামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেই যে হিন্দুস্থানের মুসলমানরা শান্তিলাভ করিবে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। তারপর আসল কথা এই যে, হিন্দু আইন বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন বস্তু থাকে, আর তাহা যদি ইসলামী শরীআৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয় তাহা হইলে তার জন্য আমাদের ভয় করার কি আছে? আর যদি ইসলাম বাস্তবিক স্বভাব ও ন্যায়পরারণতার পূর্ণপরিণত ও আদর্শ জীবন পদ্ধতির নাম হয়, তাহা হইলে যে কোন বিধানের সমকক্ষতায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যে ইতস্ততঃ করার কারণ কি? আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইসলামকে জয়যুক্ত করা, ইসলামকে স্বার্থোদ্ধার ও প্রতিষ্ঠালাভের বাহনে পরিণত করা নয়। উচ্চ ধ্বনি, বক্তৃতা ও ভোটযুদ্ধের কসরতের পরিবর্তে হাতে কলমে, ব্যবহারে ও আইনে আমাদিগকে আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সাম্য, সার্বজনীনতা, মানবপ্রেম ও ন্যায়-নিষ্ঠা সম্পর্কে যাহারা অজ্ঞ বা সন্দিহান, কেবল তাহারাই ইসলামী আইনের সমকক্ষতায় অন্যরূপ সংস্কার ও বিধানের সফলতার আশঙ্কা পোষণ করিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত লিখিত হওয়ার পর পাকিস্তান গণপরিষদে ভাবী Constitution সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারিত হয়, আমি তাহা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করি। মুল ঘোষণার অনুলিপি এখনো স্বচক্ষে দেখি নাই কিন্তু সংবাদ পত্রের মারফৎ যতটুকু অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার এই

ধারণা জন্মিয়াছে যে, 'হুকুমতে ইসলামীয়ার' উচ্চাদর্শ উক্ত ঘোষণায় স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। দুই শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্কুলের দুই প্রকার মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘোষণার ভাষা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। থিওক্রেসীর দুর্নাম এড়াইবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেষ্টা সত্বেও Secular বা লা-দীনী স্টেটের বৈশিষ্ট্য এই ঘোষণায় বিদূরীত হয় নাই। থিওক্রেসীর সরল অর্থ হইতেছে পাদ্রীতন্ত্র, পীরতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র বা লামাতন্ত্র—ইসলাম কোন দিন এই শ্রেণীর শাসনতন্ত্রের বৈধতা স্বীকার করে নাই, সুতরাং থিওক্রেসীর অবতারণা ইসলামী রাষ্ট্রে অবান্তর। ইসলামে যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষ নিষ্পাপ ও আইনের শ্রষ্টা রূপে স্বীকৃত হয় নাই, সেইরূপই ইসলাম মানুষের কোন দল বা গণ্ডিকেও নির্ভুল বলিয়া মান্য করে নাই, সুতরাং আইন প্রণয়নের মৌলিক ও সার্বভৌম অধিকারী কেবল মাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ যে সকল দেশের ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং সর্বশক্তিমান সেকথা পৃথিবীর সমুদয় রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা পাকিস্তানের বিশেষত্ব রূপেই ঘোষণা করা উচিত ছিল আর জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাষ্ট্রের জনবৃন্দের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করা সকল উদার রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু ইসলামী হুকুমতের ইহাই সবটুকু নয়। ইসলামী হুকুমতের গঠনতন্ত্র ও আইন কোন অবস্থায় কোরআন ও সুন্নতে-সহীহার প্রতিকুল হইতে পারিবে না। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম কোরআন ও সুন্নতের ভিত্তিতে জাতিগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং কোরআন ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের শক্তি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক এবং উহাই কায়েদে আযমের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ততার পরিচায়ক।

* * * * *

আমরা আহলে-হাদীস আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই কেন ? ইসলামের জাতীয়তা আদর্শবাদ (Ideology) এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং জাতীয় একত্ব ও সংহতি (Consolidation) ইসলামী মতবাদের সজীবতা ও সংরক্ষণের উপর নির্ভর করিতেছে। মুসলমানগণের অতীত ইতিহাস সাক্ষী রহিয়াছে যে, মুসলমানদের জাতীয় সংহতির বিধ্বস্তি সকল সর্বনাশের মূল। আমাদের জাতীয় সর্বনাশ বিদূরিত করিতে হইলে আমাদিগকে সম্মিলিত হইতে হইবে। আমাদের সম্মিলনের কেন্দ্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব, মতবাদ, Theory, মযহব, স্কুল বা কল্পিত আদর্শ হইবে না। আমাদের সকলকে কোরআন ও হাদীসের পবিত্র কেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিলে চলিবে না, মন ও মস্তিষ্ককে জাগরিত করিতে হইবে, আমাদিগকে সর্বপ্রকার বিজাতীয় ও স্বজাতীয় তকলীদের মায়াবন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

لا اصلاح الا بدعوة، ولا دعوة الا بحجة ولا حجة مع بقاء التقليد، فاغلاق باب التقليد الاعمى وفتح باب النظر والاستدلال هو مبدء كل اصلاح فيا اخواني رحمكم الله، حي على الفلاح !!

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ সত্য কথাই বলিয়াছেন :

مسائل کثیرة الوقوع غیر محصور اند و معرفت احکام الہی در آنہا واجب، و آنچہ مسطور و مدون شدہ است غیر کافی، و در آنہا اختلاف بسیار کہ بدون رجوع بادلہ حل اختلاف آن نتوان کرد و طریق آن تا مجتہد نشوی غالبا منقطع، پس بغیر عرض بر قواعد اجتہاد راست نیاید۔

"নিত্তনৈমিত্তিক ও সর্বক্ষণ প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের সংখ্যা অফুরন্ত অথচ সে সকল সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহর নির্দেশ অবগত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। যাহা লিখিত ও সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি সেইগুলির মধ্যে মত ভেদ এতবেশী যে, মূল দলীল অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত মতভেদসমূহের মীমাংসা করা আদৌ সম্ভবপর নয় এবং মুজ-তাহিদগণের অধিকাংশ রেওয়ায়তের সনদ বিচ্ছিন্ন, সুতরাং ইজতি-হাদের (Assertion) নিয়ম অনুযায়ী সকল উক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়া কোন উপায় নাই।"—শরহে মুওয়াত্তা, ১২ পৃঃ।

আমি বলিতে চাই যে, এমন শত শত অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও তামাদ্দুনী প্রশ্ন আজ দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে যে গুলির সমাধান অতিক্রান্ত মুজ্‌তাহিদগণের উক্তির ভিতর আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা তাঁহারা যে পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে সে সকল বিষয়ের সমাধান করিয়াছিলেন, আজিকার পরিবেশ ও অবস্থা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সমুদয় সমাধান আজ কার্য্যকরী নয়, সুতরাং ইজ্‌তিহাদের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিতেই হইবে এবং কোরআন ও হাদীসকে শুধু বরকতের বস্তু স্থির না করিয়া জাগ্রত মস্তিষ্ক ও উন্মিলিত চক্ষু লইয়া পাঠ করিতে হইবে —এই কার্য্য শুধু আহলে হাদীস আন্দোলনের সাহায্যেই সাধিত হওয়া সম্ভবপর।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আহলে হাদীস আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে স্বয়ং আহলে-হাদীসদিগকে সর্বাগ্রে সংশোধিত হইতে হইবে। এই আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে কিনা, সর্বপ্রথম তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সন্দেহ, দ্বিধা ও Inferioity Complex—মানসিক দীনতার পীড়ায় যাহারা আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভবপর

নয়। আহলে হাদীস নামধারী আমাদের অনেক বন্ধুর এ আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা একান্ত অস্পষ্ট ও ধুম্রাচ্ছন্ন-তন্দ্রাবিজড়িতের স্বপ্নবৎ। কেহ কেহ ইহার মুলনীতিকেই বিশ্বাস করেন না, কেহ ইহাকে বিশ্রম্ভালাপের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন কেহ আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত-সিঞ্চিত এই আমানতের নাম ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। আমাদের মধ্যে কর্মবিমুখতা ও দায়িত্বহীনতার সঙ্গে সঙ্গে তক্লীদ ও দল-বন্দীর অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। আহলে হাদীস আন্দোলনের-মূলনীতিকে সফল করার যে স্বর্ণসুযোগ আজ উপস্থিত হইয়াছে, এই শুভ মুহূর্তে আন্দোলনের বাহকদল পিছাইয়া পড়িতেছেন, কেহ কেহ আমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন। কোন আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ যতই সুন্দর ও বলিষ্ঠ হউক না কেন, তাহার ধারক ও বাহকগণ অযোগ্য ও অক্ষম হইলে সফলতার আশা সুদুর পরাহত।

অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষ ক্রটির সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অখণ্ড মুসলিম জাতির স্বার্থ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা করার কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে। কোরআনের নির্দেশ মত আমাদের নষ্ট ক্ষাত্র-শক্তি আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইসলামে ক্ষত্রিয় সমাজ বলিয়া নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী নাই। ইসলামের প্রত্যেক অনুসরণ-কারী—এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্য মুজাহিদ। যে জিহাদ করে না এবং জিহাদের বাসনা যাহার অন্তরে জাগ্রত হয় না, তাহার মৃত্যু নিফাকের অন্যতম অবস্থায় ঘটিবে, কিন্তু আমাদের শক্তি চর্চা আমাদের যুদ্ধ বিদ্যার সাধনা জাতি বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—

ইলায়ে কালেমাতুল হক বা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন কল্পেই আমাদের দৈহিক ও মানসিক বল প্রযুক্ত হইবে। ইসলামে স্বতন্ত্র কোন মিশনারী বা পাদ্রী শ্রেণী নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মুসলমান সৈনিক ও ব্যবসায়ীগণের চরিত্র মাধুর্য ও দৃঢ় ইসলামিকতার জন্যই ইসলাম দুনিয়ার বুকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, সুতরাং পাকিস্তানের আনসার বাহিনী ও ন্যাশনাল গার্ডকে শুধু দেশরক্ষী পল্টন হইলে চলিবে না, তাহাদিগকে মুজাহিদে-ইসলাম সাজিতে হইবে, সত্যিকার মুসলমান হইতে হইবে।

'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস যখন গঠিত হইয়াছিল তখন বাংলা বিভক্ত হয় নাই এবং আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়াই ধারণা ছিল। প্রাদেশিক বাঁটোয়ারার রোমাঞ্চকর পরিণতি সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই কাহারো মনে জাগ্রত হয় নাই। আজ এই বিভাগ যখন উভয় রাষ্ট্র মানিয়া লইয়াছে তখন পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের মুসলমানগণ সম্পর্কে দু' একটি কথা আমাকে বলিতে হইবে। সর্বসাধারণ আমার উক্তি গুলি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে সুখী হইব।

হাজার বৎসরের পরাধীনতার পর হিন্দুরা আযাদী লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহারা যেভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দুস্তানের সঠিক গণতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক সমাজ আপনাপন ধর্মীয় ও কৃষ্টীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতে এবং যাহাতে সকলেই রাষ্ট্রের তুল্য নাগরিকরূপে বসবাস করতে পারে, সেরূপ উদারতা অন্ততঃ মুসলমানদের বেলায় হিন্দুস্তানের হিন্দুরা প্রদর্শন করিবেন না। এমতাবস্থায় হিন্দুস্তানের মুসলমানগণের কর্তব্য কি? ইহার প্রতিকার স্বরূপ তিনটী ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

প্রথম: সকল মুসলমানের পাকিস্তানে হিজরত করিয়া চলিয়া আসা।

দ্বিতীয়: ধর্ম ও কৃষ্টির সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু জাতীয়তার ভিতর বিলীন হইয়া যাওয়া।

তৃতীয়: প্রকৃত মুসলমানরূপে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রেই বসবাস করা এবং উক্ত রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্ররূপে গ্রহণ করা।

আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত উপায় কার্য্যকর নয়। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পশ্চিম বাংলা ও আসামের সমুদয় বাস্তুহারার ভার বহন করা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি পশ্চিম বাংলা ও আসামের সমুদয় মুসলমানের পক্ষেও দেশত্যাগী হওয়া সম্ভবপর নয়। যাঁহারা শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোক কেবল তাঁহারাই দেশত্যাগ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। ব্যাপক উৎপীড়নের ফলে জনসাধারণের পক্ষেও দেশত্যাগী হইবার জন্য উদ্যত হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে দেশত্যাগী হওয়ার জন্য যে অনুভূতি ও বোধশক্তির প্রয়োজন, জনসাধারণের তাহা নাই ফলে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার লোকগুলি হিন্দুস্তান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে মুসলিম জনসাধারণ একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পক্ষে 'যবন হরিদাস' হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিবে না।

ধর্ম ও তামাদ্দুনের বিশেষত্ব বিসর্জন দিয়া হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হওয়ার সরল অর্থ হইতেছে মুসলমান না থাকা। এই পন্থা অবলম্বন করিতে বৈষয়িক কিছু সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কালক্রমে ইসলামকে চিরবিদায় দিতে হইবেই। অন্যান্য ধর্মগুলি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের নামান্তর হইতে পারে কিন্তু ইসলাম সে শ্রেণীর ধর্ম নয়। আচরণ ও সংস্কার বিসর্জন দিয়া ধর্মকে

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার জন্য যাহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কোন ধর্মেরই ধার ধারেন না।

আমি মনে করি পশ্চিম বাংলা ও আসামের মুসলমানদিগকে আপন জন্মভূমিতে মুসলিমরূপেই টিকিয়া থাকিতে হইবে কিন্তু হিন্দুদের সহিত রাষ্ট্রিয় অধিকারের সকল প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া। যাহাতে হিন্দুর মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে, এরূপ কার্য্য, এমন কি আবশ্যক বিবেচিত হইলে এমনতর মুসতাহাব কার্য্যও পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের অসদ্ব্যবহারকে ইসলামের মুখ চাহিয়া সহাস্যে কবুল করিতে হইবে। পশ্চিম বাংলা ও আসামের মুসলমানগণের আদর্শ হইবে রসুলুল্লাহর (দঃ) মক্কী জীবন। মুসলমানদিগকে যুগসঞ্চিত অনাচার ও গায়ের-ইসলামী আকায়েদ ও আচরণের আমূল সংস্কার করিতে হইবে অর্থাৎ অবিমিশ্র ইসলামের সুমহান ও গরীয়ান আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে,— সহজ কথায় প্রকৃত মুসলমান হইতে হইবে। প্রকৃত ও অবিমিশ্র ইসলামের অমোঘ শক্তি বহু পরীক্ষিত ও ইতিহাস-বিশ্রুত। হুদায় বিয়ার পরাজয়কে আল্লাহ 'ফতহে-মুবীন'—প্রকাশ্য বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ ইসলামী আচরণের সাহায্যে মযলুম মুসলমানগণ মক্কাবাসীদের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য কিন্তু মন্ত্রিত্বের দু'একটি আসন আর দু-দশটা চাকুরীর জন্য ইসলামকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া বা সমস্ত মুসলমানের পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসার মত অসাধ্য নয়। আমাদের পাপের কাফ্ফারার অন্য কোন উপায় আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হিন্দুরাজ্যের ভিতর ইসলামকে বর্জন বা প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা নাই, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইলে ইসলামকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, বলিতে কি

কোন কোন দিক দিয়া পাকিস্তান অপেক্ষা তাঁহাদের হস্তে অধিক তর সুযোগ রহিয়াছে। পাকিস্তানের মুসলমানরাও মাতিয়া উঠিয়াছে অবশ্য হিন্দু-বিদ্বেষের উৎকট রোগে নয়, বিলাসিতা ও সুবিধাবাদের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে আর ইসলাম প্রত্যেক কারবালার ভিতর দিয়াই চিরদিন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

قتل حسین اصل مین قتل یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ۔

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস এক বৎসর কালের মধ্যে যে অকিঞ্চিৎকর খিদমৎ আন্‌জাম দিয়াছে, জমঈয়তের কাইয়েমে আলা মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব বি এ, বি টির রিপোর্টে তাহা আপনারা শ্রবণ করিবেন। সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় এই কার্য্য! জমঈয়তকে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে আপনাদের সমবেত সহানুভূতি, বিপুল প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। আমরা যে ভার আমাদের দুর্বল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি, আমরা জানি, তাহা বহন করার মত শক্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। আপনাদের মধ্যে যোগ্য, পারদর্শী এবং সুগভীর ও প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব নাই। আমি ইসলামের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর নামে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আসুন, ভাঙ্গাগড়ার এই যুদ্ধসন্ধিক্ষণে আমরা ব্যক্তিগত মতবিরোধ, আত্মাভিমান এবং দলগত গোঁড়ামী, হঠকারিতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া কোরআন ও হাদীসের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জাতির সংস্কার

ও পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি। সর্বসিদ্ধিদাতা রহমানুর রহীম আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এই দেশে আবার ইসলাম জীবন্ত প্রদীপ্ত, গৌরবান্বিত ও প্রাণবন্ত হউক, অতীতের ন্যায় ইসলাম পুনরায় মানব সমাজে নবযুগের সূচনা করুক।

بیا تا گل برافشانیم و مے در ساغراندازیم!
فلک را سقف بشگافیم و طرح نو دراندازیم!
وما توفیقی الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوکیل،
وصلے الله علی سیدنا محمد امام الاولین والاخرین وعلی آله
وصحبه نجوم المهتدین، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین -

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী,
রাজশাহী, নওদাপাড়া।
২৮শে ফাল্গুন, শনিবার—১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে-হাদীস আন্দোলনের লক্ষ্য ও পটভূমিকা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা ও সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও প্রধানত অজ্ঞতা এবং আনুষংগিক ভাবে দলীয় স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া ঘরে ও বাহিরে অর্থাৎ মুসলিম সমাজের মধ্যে ও মুসলিম-বিরোধী দল সমূহের পক্ষ হইতে নানারূপ বিভ্রান্তি ও প্রহেলিকা দীর্ঘকাল হইতে সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিণতি স্বরূপ মুসলমানগণের বিভিন্ন দলীয় শাখা ও উপশাখাগুলি এই আন্দোলনকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি স্বতন্ত্র ফির্কারূপে ধারণা করিতেছেন এবং এই কারণে স্বয়ং আহলে-হাদীসগণের এই আন্দোলনকে তাঁহাদের সুবিধাবাদ নীতির অন্তরায় মনে করিয়া বিভিন্ন পথে ও মতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। আহলে হাদীসগণের চৈতন্য সম্পাদন এবং সর্বসাধারণ মুসলিম জনগণের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অপনোদনকল্পে ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীবৃন্দের মধ্য হইতে তিন জন শীর্ষ-স্থানীয় মহাবিদ্বানের আহলে-হাদীস আদর্শ ও মতবাদ সম্পর্কিত অভিমত নিম্নে উধৃত করা হইল।

ইমাম ইব্নে হয্ম

আহলে হাদীসগণের অন্যতম প্রথিতযশা অধিনায়ক স্পেনের ইমাম ইবনে হয্ম স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি ৪৫৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি কোরআন, হাদীস, ফিক্হ, অসূল, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, গণিত ও তৎকালীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে অতুলনীয় আসন অধিকার করিয়াছিলেন বিদ্বানগণের তাহা অবিদিত নাই। তিনি আহলে-হাদীস মতবাদের মূলনীতি সম্পর্কে 'আল ইহ্কাম ফী

অসুলিল আহ্কাম' নামক এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এবং তাঁহার অমর ও অনবদ্য 'মুহাল্লা' নামক ফিক্‌হ্ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে আহলে-হাদীসগণের মূলনীতি আলোচিত হইয়াছে। আহলে হাদীসগণের মূলনীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী সম্পর্কে উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে তাঁহার উক্তি নিম্নে সংকলিত হইল। ইমাম ইব্‌নে হয্‌মের জীবনী সম্পর্কে তর্জুমানুল হাদীসের তৃতীয় বর্ষ, ১১শ/১২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইমাম ইবনে হয্‌ম বলিয়াছেন:

(١) دين الاسلام اللازم لكل احد لا يؤخذ الا من القرآن او مما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

১। ইসলাম প্রত্যেকের জন্য অবধারিত করিয়া দিয়াছে যে, কোরআনে অথবা যাহা রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ সঠিকভাবে প্রমাণিত এতদুভয় ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রাহ্য হইবেনা।

(٢) اما برواية جميع علماء الامة عنه عليه الصلوة والسلام وهو الاجماع، واما بنقل جماعة عنه عليه الصلوة والسلام وهو نقل الكافة ـ واما برواية الثقات واحدا عن واحد حتى يبلغ اليه عليه الصلوة والسلام، ولا مزيد ـ

২। রসূলুল্লাহর (দঃ) যে সকল উক্তি ও আচরণ উম্মতের সমুদয় আলেম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম 'ইজমা' উহা যেরূপ প্রণিধানযোগ্য, সেইরূপ একদল বিদ্বান রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যাহা রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য গ্রহণীয় এবং উহাকে সকল বিদ্বানের সর্বসম্মত রেওয়ায়তের ন্যায় মান্য করিয়া লইতে হইবে অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) যে সকল উক্তি বা আচরণ একজন করিয়া বিশ্বস্ত রাবী—বর্ণনাদাতা আর একজন বিশ্বস্তের নিকট হইতে রেওয়ায়ৎ করিয়া উহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ)

পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন, তাহাও মান্য করিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত আবশ্যক নয়।

(প্রমাণ)

قال تعالى : وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ...
النجم : ٣ -

আল্লাহ বলিয়াছেন :

রসূল (দঃ) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কিছুই উচ্চারণ করেননা, তিনি যাহা কিছু বলেন, ওয়াহীর দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই বলিয়া থাকেন —আন্ নজ্ ম, ৩ আয়ত।

وقال تعالى : اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء - الاعراف : ٣ -

আল্লাহ আরও বলিয়াছেন :

তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তোমরা (কেবল) তাহারই অনুসরণ করিয়া চল, তাঁহাকে ছাড়া অপর অভিভাবকগণের অনুসরণ করিওনা —আল্ আ'রাফ, ৩ আয়ত।

আল্লাহ আরও বলিয়াছেন,

وقال تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم ......المائدة ٣ -

অদ্যকার দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণতা দান করিলাম, —আল্ মায়েদা, ৩ আয়ত।

(৩) فان تعارض فيما يرى المرء آيتان او حديثان صحيحان او حديث صحيح وآية فالواجب استعمالهما جميعا - لان طاعتهما سواء في الوجوب فلا يحل ترك احدهما الآخر ما دمنا نقدر على ذلك - وليس هذا الا بان يستثنى الاول معاني من الاكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الاخذ بالزائد حكما لانه تيقن وجوبه ولا يحل ترك اليقين بالظنون ولا اشكال في الدين -

৩। যদি কোন ব্যক্তি দুইটি সহীহ্ হাদীসের মধ্যে কিংবা একটি সহীহ্ হাদীস ও একটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায়, তাহা হইলে উভয় আদেশই প্রতিপালন করা ওয়াজিব হইবে, কারণ উভয়ের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া তুল্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় আদেশের উপর আমল করা সম্ভবপর, ততক্ষণ একটি আদেশের জন্য অপর আদেশ বর্জন করা সিদ্ধ হইবেনা। বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীসের সমকক্ষতায় সংক্ষিপ্ত হাদীস গ্রহণ না করা হাদীস বর্জন করার পর্যায়ভুক্ত হইবেনা। বিস্তারিত হাদীসে যাহা অতিরিক্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই গৃহীত হইবে, কারণ তাহার ওয়াজিব হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে আর যাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, তাহা কাল্পনিক কারণে পরিত্যক্ত হইতে পারেনা এবং দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ জটিলতা নাই।

(٤) المرقوف والمرسل لاتقوم بهما حجة وكذلك مالم يروه الا من يعرف بدينه وحفظه -

৪। মওকুফ ও মুর্সল হাদীস দ্বারা কোন বিষয় সাব্যস্ত হইতে পারেনা। * আবার যে সকল রাবীর ধর্মপরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য তাঁহাদের ছাড়া অন্যের হাদীস গৃহীত হইবেনা।

(٥) ولا يحل ترك ما جاء فى القرآن وصح عن رسول الله

---

* যে হাদীসের রেওয়ায়ত সাহাবী পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি উহা রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করেন নাই, তাহাকে মওকুফ এবং যে হাদীসকে উহার ভাবেমী বর্ণনাদাতা সাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়াই রসুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা মুর্সল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে আর সাহাবী ব্যতীত যে হাদীসের সনদে কোন বর্ণনাদাতার নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা মুন্কতা বলিয়া অভিহিত হয়।

صلى الله عليه وسلم لقول صاحب اوغيره سواء كان هم راوى ذلك الحديث اولم يكن -

৫। কোন সাহাবী বা অন্য কেহ, যদি তিনি সেই হাদীসের রাবীও হন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য কোরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ পরিহার করা সিদ্ধ হইবে না।

(٦) ولم يختلف احد من الامم فى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى الملوك رسولا، رسولا واحدا الى كل مملكة يدعوهم الى الاسلام، واحدا واحدا الى كل مدينة، والى كل قبيلة، كصنعا الجند وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وغيرها، يعلمهم احكام الدين كلها، وافترض على اهل كل جهة قبول رواية امرائهم ومعلميهم، فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم -

৬। উম্মতের মধ্যে কাহারো এ বিষয়ে মতভেদ নাই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রাজন্যবর্গের নিকট তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক রাজ্যে ইস্লামের পথে আহ্বান করিবার জন্য এক এক জন করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গোত্রে যথা : সন্আ, হাযারামৃওৎ তিমিয়া, নজ্রান, বাহ্রায়েন ও আম্মান প্রভৃতি জনপদে শুধু এক একজন করিয়া দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধর্মের বিধিনিষেধ সমস্তই উক্ত জনপদ সমূহের অধিবাসীবৃন্দকে তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং কথিত অঞ্চল-সমূহের অধিবাসীবৃন্দের উপর তাহাদের শিক্ষক ও নেতার রেওয়ায়ৎ মান্যকরা ওয়াজিব বলিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, একজন বিশ্বস্ত রাবীর রেওয়ায়ৎ (খবরে-ওয়াহেদ) অনুরূপ এক একজন বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনানুসারে রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত প্রমাণিত হইলে তাহা অবশ্য গ্রহণীয় হইবে।

(٧) والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن ـ

৭। কোরআনের এক আয়াত শুধু অপর আয়াতকেই মনসূখ করিতে পারে, পক্ষান্তরে হাদীস কোরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীসকেও মনসূখ করিতে পারে।

(٨) ومن فضل الصحاب عند الله يوجب تقليد قوله وتاويله لانه تعالى لم يامر بذلك ولكن موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط لان هذا هو الذى اوجب الله تعالى ـ

৮। আল্লাহর নিকট সাহাবাগণ মর্য্যাদাসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে ব্যক্তিবিশেষের তক্‌লীদ (অন্ধ-অনুসরণ) করা বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মান্য করা ওয়াজিব হইবেনা, কারণ আল্লাহ সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেন নাই, পক্ষান্তরে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার দরুণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে, সম্মান করিতে এবং তাঁহাদের রেওয়ায়াৎ মান্য করিতে হইবে, ইহাই আল্লাহর আদেশ।

(٩) ولا يحل لاحد ان يقول فى اية او فى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص فى بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه ولا ان هذا الحكم غير واجب من حين وروده الا بنص اخر وارد بان هذا النص كما ذكر او باجماع متيقن بانه كما ذكر بضرورة موجبة انه ذكر والا فهو كاذب ـ

৯। কোন আয়াত বা প্রমাণিত হাদীস সম্বন্ধে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, উহা মনসূখ প্রত্যাহৃত বা তাহার স্পষ্ট ব্যাপক অর্থ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট অর্থের বিপরীত উহার পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার কিংবা উক্ত আদেশ ওয়াজিব নয়—এরূপ মন্তব্য করা অবৈধ, কারণ নির্দেশের সূচনা হইতে উহার অনুসরণ ওয়াজিব রহিয়াছে, অবশ্য যতক্ষণ না কোরআনের অপর কোন আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা ঐ সকল কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় অনুরূপ স্পষ্ট নির্দেশ অথবা প্রামাণ্য ইজমা (যাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে) বা প্রত্যক্ষ সন্দেহাতীত প্রমাণ ব্যতীত নসখের বা

বর্ণিত অপরাপর দাবী উপস্থিত করা বিধিসঙ্গত হইবে না, করিলে সে মিথ্যাবাদী স্থিরীকৃত হইবে।

(١٠) والاجماع هو ما تيقن ان جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا به وقالوا به، ولم يختلف منهم احد كتيقننا انهم كلهم رضى الله عنهم صلوا معه عليه الصلوة والسلام الصلوات الخمس كما هى فى عدد ركوعها وسجودها او علموا انه صلاها مع الناس كذلك، وانهم كلهم صلوا معه او علموا انه صام مع الناس رمضان فى الحضر، وكذلك سائر الشرائع التى تيقنت مثل هذا التيقن، والتى من لم يقل بها لم يكن من المؤمنين -

১০। ইজ্‌মার জন্য এরূপ অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক, যাহাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সমস্ত সাহাবা উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন এবং সকলেই তাহা বলিয়াছেন, একজনও ভিন্নমত হন নাই। যেমন আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে তাঁহারা সকলেই রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে ঠিক নামাযের রুকু ও সিজদার সংখ্যা মত যেরূপ আমরা অবগত আছি, ঐ ভাবেই পঞ্জগান নামায আদা করিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সকলের সঙ্গে ঐভাবেই নামায আদা করিতেন এবং তাঁহারাও হযরতের সঙ্গে অনুরূপ নামায আদা করিয়াছিলেন। অথবা যেমন তাঁহারা অবগত ছিলেন যে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজগৃহে অবস্থান কালে সকলের সঙ্গে রোযা রাখিতেন এবং তাঁহারাও হযরত (দঃ) সমভি-ব্যবহারে রোযা প্রতিপালন করিতেন। এইরূপ শরীঅতের সমুদয় আদেশ নিষেধ, যেগুলি অবিসম্বাদিত প্রমাণিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর সর্বসম্মত নির্দ্ধারণগুলি যাহারা স্বীকার করিবেনা, তাহারা মু'মিন পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

(١١) وما صح فيه خلاف من واحد منهم رضى الله عنهم او لم يتيقن ان كل واحد منهم رضى الله عنهم عرفه ودان به،

فليس اجماعا لان من ادعى الاجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به -

১১। যে বিষয়ে একজন সাহাবীরও মতানৈক্য সঠিকভাবে প্রমাণিত হইবে অথবা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হইবেনা যে তাঁহারা সকলেই উক্ত বিষয় অবগত ছিলেন ও উক্ত ব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ইজমা নয়; এরূপ ক্ষেত্রে ইজমার দাবী মিথ্যা এবং অপরিজ্ঞাত ও অনিশ্চিত বিষয়ের দাবী মাত্র।

(١٢) ولا يجوز البتة ان يجمع اهل عصر ولو طرفة عين على خطاء ولا بد من قائل بالحق فيهم -

১২। এক যুগের সমুদয় মুসলমানের এক মুহূর্তের তরেও কোন ভ্রান্তিতে একমত হওয়া অর্থাৎ তাঁহাদের ইজমা করার ধারণা করা জায়েয নয়. উম্মতের মধ্যে কেহ না কেহ সত্যপথের পথিক অবশ্যই থাকিবেন।

(١٣) وليس الاجماع بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم لان اهل كل عصر بعد عصر الصحابة ليس جميع المؤمنين وانما هم بعض المؤمنين والاجماع انما هو اجماع جميع المؤمنين لا اجماع بعضهم ولا سبيل الى تيقن اجماع جميع اهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم لكثرة اعداد الناس بعدهم ولانهم بقوا ما بين المغرب والمشرق

১৩। সাহাবাগণের (রাযীঃ) যুগের পর কোন বিষয়ে কার্যতঃ ইজমা ঘটিতে পারেনা; কারণ সাহাবাগণের পরবর্তীকালে পৃথিবীর কোন যুগ শুধু মুসলিম অধ্যুষিত ছিলনা এবং তাঁহাদের সর্বসম্মতি লাভ করাও সম্ভবপর ছিলনা। পরবর্তী যুগের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত কতক মুসলমানের সিদ্ধান্ত মাত্র আর সমুদয় মুসলমানের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের নাম ইজমা। সাহাবাগণের পর একযুগের সমুদয় মুসলমানের ইজমা প্রমাণিত না হইবার কারণ এই যে, পরবর্তীকালে মুসলমান-

গণের সংখ্যা অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ভূমণ্ডলের পুর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(۱۴) والواجب اذا اختلف الناس او نازع واحد فى مسئلة ما
ان يرجع الى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا الى شئ غيرهما ولا يجوز الرجوع الى عمل اهل مدينة ولا غيرهم -
من رجع الى قول انسان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد خالف امر الله تعالى بالرد اليه والى رسوله لا سيما مع تعليقه
تعالى ذلك بقوله : ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر - ولم
يامر الله تعالى قط بالرجوع الى قول بعض المؤمنين دون جميعهم -

১৪। কোন বিষয়ে মতভেদ এবং কোন মস্আলা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে কোরআন ও রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব. উক্ত দুই বস্তু ছাড়া অপর কোন কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বিধেয় নয়। মদীনাবাসী অথবা অন্য কোন নগরের অধীবাসীবৃন্দের আচরণ দলীল স্বরূপ গ্রাহ্য করা জায়েয হইবে না। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) ছাড়া অপর কোন মানুষের উক্তিকে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিবে, সে আল্লাহর আদেশের অন্যথাচরণকারী হইবে; কারণ আল্লাহর আদেশ ছিল শুধু তাঁহার ও তদীয় রসূলের (দঃ) উক্তিকে বিচারক মান্য করার। বিশেষতঃ আল্লাহ ও তদীয় রসূল (দঃ) কে বিচারক মান্য করার জন্য আল্লাহ শর্ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন: 'যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করিয়া থাক,—(আন্নিসাঃ ৫৯) (সুতরাং আল্লাহকে বিশ্বাস করিলে ও পরিণাম দিবসের উপর আস্থা থাকিলে মতভেদ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) মীমাংসাকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে মীমাংসার এই পদ্ধতি যাহাদের মনঃপুত হইবেনা আল্লাহ ও চরম দিবসের উপর তাহাদের ঈমানের দাবীও

গ্রাহ্য হইবেনা।) আল্লাহ কখনই সমগ্র মুসলিমের পরিবর্তে কতিপয় মুস্‌লিমের নির্ধারণ মান্য করিবার নির্দেশ দেন নাই।

(١٥) ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي —

১৫। দ্বীনের ব্যাপারে অনুমান করিয়া অথবা অভিমত খাটাইয়া কথা বলা সিদ্ধ নয়! *

(١٦) وافعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فرضا الا ما كان منها بيانا لامر، فهو حينئذ امر، لكن الائتساء به عليه الصلوة والسلام فيها حسن -

১৬। রসূলুল্লাহর (দঃ) ব্যক্তিগত কার্য্যাবলী যদি আদেশ নিষেধ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে না হয় তাহা হইলে উম্মতের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় ফরয হইবেনা; আদেশ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হইলে সেই কার্য আদেশের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে; কিন্তু হযরতের (দঃ) সকল প্রকার আচরণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা উত্তম।

(١٧) ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم -

---

* 'রায়'- শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে হাফিয ইবনে হয্‌ম বলিতেছেন: বিনা প্রমাণে হালাল, হারাম ও ওয়াজিব সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া আদেশ দেওয়া।

وهو الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي احوط واعدل في التحليل والتحريم والايجاب - حاشيتهم المحلى للسيد محمد بن اسمعيل الصنعاني -

এই শ্রেণীর 'রায়ের' অসিদ্ধতা সম্পর্কে সমুদয় আহলে হাদীস একমত। কিন্তু যে রায় বা কিয়াস কোরআন ও সুন্নতের সাধারণ নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া তাহার ইঙ্গিত, প্রতিপাদ্য ও নযীরের উপর অবলম্বিত হয় তাহার অসিদ্ধতা সম্পর্কে আহলে হাদীসগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে, অধিকাংশ আহলে হাদীস উলামা এরূপ রায় বা কিয়াসকে বৈধ বলিয়াছেন,— দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১৪০ পৃঃ।

১৭। রসূলুল্লাহর (দঃ) পূর্ববর্তী নবীগণের শরীঅত অনুসরণ করিয়া চলা আমাদের জন্য হালাল হইবে না।

(১৮) ولا يحل لاحد ان يقلد احدا لاحيا ولا ميتا وعلى كل احد من الاجتهاد حسب طاقته

১৮। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির তক্‌লীদ—অন্ধ অনুসরণ করা কাহারো জন্য জায়েয হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে ইজতিহাদ করার জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

(১৯) فمن يسأل عن دينه فانما يريد معرفة ما الزمه الله عزوجل فى هذا الدين - ففرض عليه ان كان اجهل البرية ان يسال عن اعلم اهل موضعه بالدين الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دل عليه سأله - فاذا افتاه قال له : هكذا قال الله عزوجل ورسوله ؟ فان قال : نعم اخذ بذلك وعمل به ابدا - فان قال له : هذا رأى او هذا قياس او هذا قول فلان وذكر له صاحبا او تابعا او فقيها قديما او حديثا او سكت او انتهى او قال له : لا ادرى فلا يحل له ان ياخذ بقوله ولكن يسال غيره -

১৯। যে ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয় অবগত হইতে চাহিবে, তাহাকে ইহাই জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ কি? যদি সে পণ্ডমূর্খ হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ফরয যে, সে ব্যক্তি দ্বীনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানীয় আলিম, অর্থাৎ রসূল (দঃ) যে বিষয় সহ প্রেরিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ের বিদ্যায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী তাঁহাকে মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিবে। মস্‌আলার উত্তর প্রাপ্ত হইলে সেই আলিমকে জিজ্ঞাসা করিবে: আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (দঃ) কি ঐ কথা বলিয়াছেন? যদি সেই আলিম বলেন: হাঁ, তাহা হইলে তাঁহার জওয়াব মান্য করিয়া নিঃসংশয়ে তদনুযায়ী কার্য করিবে। আর যদি সেই আলিম বলেন যে, উক্ত জওয়াব তাঁহার

ব্যক্তিগত অনুমান—কিয়াস অথবা অমুক সাহাবী, তাবেয়ী বা ফকীহের উক্তি মাত্র, পুর্ববর্তী ফকীহ হউন অথবা আধুনিক, অথবা সেই আলিম প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যদি চুপ করিয়া থাকেন বা প্রশ্ন শুনিয়া গর্জন করিয়া উঠেন অথবা যদি বলেন: 'আমি জানিনা' তাহা হইলে উক্ত মস্‌আলা সম্পর্কে তাঁহার জওয়াব অনুযায়ী কার্য করা সংগত হইবে না, অন্য আলিমকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

(٢٠) واذا قيل له اذا سال عن اعلم اهل بلده بالدين: هذا صاحب حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا صاحب راى وقياس، فليسأل صاحب الحديث، ولا يحل له ان يسأل صاحب الراى اصلا۔

২০। যদি কোন স্থানে এরূপ দুই জন বিদ্বান বাস করেন যে, তন্মধ্যে একজন হাদীস বিদ্যায় পারদর্শী এবং অপর ব্যক্তি রায় ও কিয়াস বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সেরূপক্ষেত্রে হাদীস পারদর্শী আলিমকে মসআলা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, রায় বাগীশকে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করা চলিবেনা।

(٢١) والمجتهد المخطئ افضل عند الله تعالى من المقلد المصيب۔

২১। যে মুকাল্লিদ (বিনা প্রমাণে ব্যক্তি বিশেষের উক্তির অনুসরণকারী) মসআলার জওয়াব সঠিক প্রমান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা যে মুজতাহিদ কোরআন ও হাদীসের গবেষণায় নিবিষ্ট হইয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তিনিই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর।

(٢٢) والحق من الاقوال فى واحد منها وسائرها خطاء، وبالله التوفيق۔

২২। ভিন্ন ভিন্ন উক্তি সমূহের মধ্যে মাত্র একটি উক্তি সঠিক, অবশিষ্ট সমুদয় উক্তি ভ্রান্তিমূলক।

(২৩) الله الله عباد الله اتقوا الله فى انفسكم ولا يغرنكم اهل الكفر والالحاد ومن يموه كلامه بغير برهان لكن تمويهات ووعظ على خلاف ما اتاكم به كتاب ربكم وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا خير فيما سواهما -

২৩। সাবধান! সাবধান! আল্লাহর দাসগণ আল্লাহকে মনে প্রাণে সমীহ কর। কুফর ও নাস্তিকতাবাদীদের কবলে পড়িওনা এবং যাহারা বেদলীল কথা বলে, তাহাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইওনা! তাহাদের ধোকা ও প্রতারণা কেবল মৌখিক দাবী এবং তোমাদের প্রভুর গ্রন্থ ও তোমাদের নবীর (দঃ) উক্তির বিরুদ্ধ বক্তৃতা মাত্র। আল্লাহ ও তদীয় রসুলের (দঃ) নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে মংগল নিহিত নাই।

(২৪) واعلموا ان دين الله ظاهر لا باطن فيه وظهر لا سر تحته كله برهان ولا مسامحة فيه -

واتهموا كل من يدعو ان يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا فهى دعاوى ومخارق واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطلع اخص الناس به من زوجة او ابنة اوعم اوابن عم اوصاحب على شئى من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه الصلوة والسلام سر ولا رمز ولا باطن غير مادعى الناس كلهم اليه ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما امر ومن قال هذا فهو كافر ا

২৪। জানিয়া রাখ, আল্লাহর দ্বীন প্রকাশিত, উহার মধ্যে গুপ্ত রহস্যের স্থান নাই। দ্বীনের সমস্তই স্পষ্ট, তাহার ভিতর কোন নিভৃতি ও হেঁয়ালী নাই। দ্বীনের সমস্তই দলীল, উহাতে অস্পষ্টতার লেশ নাই। যাহারা বেদলীল কথা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করিবে, তাহাদিগকে ধার্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিওনা

আর যে ব্যক্তি ধর্মের কোন অংশকে গোপনীয় বা রহস্যমূলক বলিয়া প্রচার করিবে, তাহাকে গলাবাজ ও ভোজবাজ বলিয়া জানিবে। জানিয়া রাখ, রসূলুল্লাহ (দঃ) শরীঅতের একটি কথাও গোপন করিয়া যান নাই, শরীঅতের যে সকল কথা তিনি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, সহচর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ তিনি কোন শ্বেতাংগ বা কৃষ্ণকায়, এমন কি রাখলদের কাছেও গোপন করেন নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) সমগ্র মানবজাতিকে যে সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় ছাড়া হযরতের (দঃ) কোন গুপ্ত-কথা বা হেঁয়ালী ছিলনা যদি হযরত (দঃ) দ্বীনের কণামাত্রও গোপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তবলীগের ফরয তিনি প্রতি-পালন করেন নাই, আর এ কথা যে বলিবে সে কাফির।

(٢٥) فاياكم وكل قول لم يبين سبيله ولا وضح دليله، ولا تعوجوا عن ما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم، وجملة الخير وكله ان تلتزموا ماقص عليكم ربكم تعالى فى القرآن بلسان عربى مبين، لم يفرط فيه من شئ، تبيانا لكل شئ، وما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم برواية الثقات من ائمة اهل الحديث رضى الله عنهم مسندا اليه صلى الله عليه وسلم، فهما طريقان يوصلانكم الى رضاء ربكم عزوجل
لا اله الا الله ! محمد رسول الله !

২৫। অতএব মুসলমানগণ, সাবধান! এরূপ প্রত্যেক কথা, যাহা রসূলের (দঃ) পথের সন্ধান দেয়না ও যাহার স্পষ্ট দলীল নাই এবং যে পথে নবী (দঃ) এবং সাহাবাগণ (রাযীঃ) চলিয়া গিয়াছেন, তাহার দিকে পরিচালিত করে না, সেই সকল কথা সম্বন্ধে হুশিয়ার। সকল কল্যাণের সারৎসার এই যে, তোমাদের

মহিমান্বিত প্রতিপালক স্পষ্ট আরবী ভাষায় কোরআনে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—যে গ্রন্থে সমস্ত কথাই সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে এবং যাহার মধ্যে কোন বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা আঁকড়াইয়া ধর এবং আহলে হাদীস ইমামগণের বিশ্বস্ত রেওয়ায়ত দ্বারা রসূলুল্লাহর (দঃ) যে সকল আদেশ নিষেধ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া চল, তবেই তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। *

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ! !

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ্

ইমাম তকীউদ্দীন আহমদ বিনে আবদুল হালীম বিনে আবদুস সালাম বিনে তয়মিয়াহ হর্‌রানী দমেশকী। যুগপ্রবর্তক, ইসলাম জগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাবিদ্বান, সমাজ সংস্কারক ও বীর সেনানী। তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ তিন হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আরবী সাহিত্য, তফসীর, হাদীস, তওরাত ও ইঞ্জিল, ন্যায়শাস্ত্র ও তদীয় যুগের গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিদ্বানগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ যে হাদীস অবগত নন, তাহা হাদীস নয়। তিনি তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সেনানীর ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনলবর্ষী বাগ্মিতার ফলে মুসলমান রাজন্যবর্গ তাতারী অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত করিয়া তাতারী দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ক্ষুরধার লেখনী এবং অনলবর্ষী বাগ্মিতার জন্য তিনি ইসলাম জগতে 'শয়খুল ইসলাম' পদবীর গৌরব অর্জন করিয়াছেন।

* المحلى للامام ابن حزم ১ম খণ্ড, ৫০—৭০ পৃঃ ও ১৭ পৃঃ।
وكتاب المدخل للحافظ ابن بدران الدمشقي

ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুজাদ্দিদ হইবার জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন ইমাম ও বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহারা মুজাদ্দিদ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গুণের দুই চারটির অধিকারী হইলেও একমাত্র ইমাম ইবনে তয়মিয়ার মধ্যেই মুজাদ্দিদ হইবার সমুদয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বিদআতী সূফীগণের বিরুদ্ধে উত্থান করায় ও মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের কতিপয় সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারেই ৭২৮ হিজরীতে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ইনি আহলে হাদীসগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমামরূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াহ লিখিয়াছেন :—

(১) من كان له خبرة بطرق اهل العلم لا سيما مذهب اهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التى لا ريب فيها عن المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ـ فان هؤلاء جعلوا الرسول الذى بعثه الله الى الخلق هو امامهم المعصوم ! عنه يأخذون د[illegible] ـ

১। যাঁহারা বিদ্বানগণের বিশেষতঃ আহলে হাদীস মতবাদের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা অবগত আছেন যে, আহলে হাদীসগণ যে সকল দলীলের অনুসরণ করিয়া চলেন সেগুলি সত্য রেওয়ায়ত সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের রেওয়ায়তগুলি নিষ্কলংক ও অভ্রান্ত রসূলের (দঃ) নিকট হইতে গৃহীত যে রসূল (দঃ) কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উক্তি কদাচ উচ্চারণ করিতেন না, যে রসূল (দঃ)-কে আল্লাহ জীবজগতের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আহলে হাদীসগণের একমাত্র মাসুম নিষ্কলুষ ইমাম (الامام المعصوم)

তাঁহার নিকট হইতেই আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের দ্বীন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(٢) فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وان كان الذى قاله من خيار المسلمين واعلمهم، وهو مأجور فيه على اجتهاده، لكنهم لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشئ اصلا لا بنقل نقل عن غيره، ولا راى راه غيره

২। অতএব রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা হালাল করিয়াছেন শুধু তাহাই হালাল, আর যাহা তিনি হারাম করিয়াছেন, শুধু তাহাই হারাম এবং তিনি যাহা ব্যবস্থিত (শরীঅতরূপে নির্ধারিত) করিয়াছেন শুধু তাহাই ধর্ম বা দ্বীন। রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রতিকূল যাবতীয় উক্তি ও অভিমত আহলে হাদীসগণের নিকট মর্দুদ বা প্রত্যাখ্যাত। এরূপ উক্তি যদি কোন মুসলমান সাধু পুরুষের ও মহা বিদ্বানেরও হয়, তথাপি তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে। অবশ্য উক্ত আলেম তাঁহার গবেষণার জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াব পাইবেন। আহলে হাদীসগণ কোন বিষয়কেই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উক্তির সমকক্ষতার যোগ্য মনে করেন না। কোন প্রমাণ রসূলের (দঃ) প্রমাণ ছাড়া ও কোন আনুমানিক সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহর (দঃ) সিদ্ধান্ত ছাড়া তাঁহাদের নিকট অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়।

(٣) ومن سواه صلى الله عليه وسلم من اهل العلم، فانما هم وسائط فى التبليغ عنه، اما للفظ حديثه واما لمعناه، فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث، وقوم تفقهوا فى ذلك وعرفوا معناه وما تنازعوا فيه ردوه الى الله والرسول فلهذا لم يجتمع قط اهل الحديث على خلاف قوله فى كلمة واحدة، والحق لا يخرج عنهم قط، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما

جاء به الرسول وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من اهل البدع فانما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الآخر

৬। আহলে হাদীসগণ মনে করেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত সমুদয় বিদ্বান তাঁহারই বাণীর প্রচারের মাধ্যম মাত্র, হয় রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র রসনা নিঃসৃত উক্তি যথাযথ ভাবে তাঁহারা বর্ণনা করিবেন, নয় তাহার অর্থ প্রচার করিবেন। একদল রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা প্রচার করিয়াছেন আর একদল রসূলুল্লাহর (দঃ) মুখনিঃসৃত বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যে স্থানে আহলে হাদীস বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে তাঁহারা সেই সকল স্থানে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই কারণে আহলে হাদীসগণ রসূলের (দঃ) নির্দেশের প্রতিকূল একটি কথাতেও একমত হন নাই এবং যাহা প্রকৃত সত্য তাহা কখনো তাঁহাদের বাহিরে যাইতে পারে নাই। যে সকল বিষয়ে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ। খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলী, জহামী প্রভৃতি যাহারা আহলে হাদীসগণের বিরোধ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বিদআতী। কারণ তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে রসূলুল্লাহর (দঃ) বিরোধ করিয়াছেন। এমন কি ব্যবহারিক শাস্ত্রেও যাহারা আহলে হাদীস মযহবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাঁহারাও সহীহ ও প্রমাণিত সুন্নতের বিরোধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক সুন্নতের ব্যাপারগুলিতে যাঁহারা মতভেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই আহলে হাদীসগণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একমত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

(৪) فاهل الاهواء معوقت بمنزلة اهل الملل مع المسلمين ০

৪। আহলে সুন্নতগণের অন্যান্য ফির্কার মুকাবিলায় আহলে হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের সমকক্ষতায় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুরূপ।

(৫) وان اهل الحديث لا يتفقون الا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وباجماع الصحابة مغنيا عن دعوى اجماع، ينازع في كونه حجة بعض الناس ·

৫। আল্লাহর রসূলের (দঃ) যে সকল উক্তি বা কার্যকলাপ সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথায় আহলে হাদীসগণ একমত হইতে পারেন না। সুতরাং কোরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সমকক্ষতায় পরবর্তীকালের ইজমার দাবী আহলে হাদীসগণের নিকট যথেষ্ট নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইজমার দলীল হওয়া সম্বন্ধেই কতিপয় বিদ্বান বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। *

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস

শায়খ আহমদ ওলীউল্লাহ বিনে আবদুর রহীম আল উমরী—দেহলভী ১১১৪ হিজরীতে (১৭০৩ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া ১১৭৬ [১৭৬৫] সালে পরলোকগমন করেন। তিনি স্বনামধন্য, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও কুশাগ্রবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ইসলামী বিধানসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি 'হুজ্জ'তুল্লাহিলবালিগা' নামে এক অমূল্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন. তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার উহা উজ্জলতম নিদর্শন। তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফ হইতে কোরআন ও হাদীসের অমৃত আহরণ

---

* منهاج السنة ৩য়, খণ্ড ৪, পৃঃ। (بولاق)

করিয়া ভারত উপমহাদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় ৫০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইসলাম জগতের অন্য কোন অংশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি 'ইমাম ও হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে অবশ্যই অভিহিত হইতেন। কারণ ইসলামী দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার আসন কোন অংশেই ইমাম গায্যালী অপেক্ষা নিম্ন ছিলনা অথচ হাদীস, রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার বিদ্যাবত্তা গায্যালী অপেক্ষা প্রগাঢ়তর ছিল। তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এই দেশে জাঠ, মারাঠা ও শিখদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তিনি মোগল সাম্রাজের পতন যুগে সমাজ জীবন হইতে অবসাদ ও অনৈসলামিক প্রভাব বিদুরিত করার উদ্দেশ্যে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রোগ্রাম রচনা করিয়াছিলেন। কার্লমার্কসের [১৮১৮—১৮৮৩] জন্মের শতাধিক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ ও উহার সমাধানকল্পে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ।

হুজ্জাতুল-হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী আহলে হাদীস মযহবের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা"তে বলিয়াছেন:—

(১) ولم يكن عند اهل الحديث من الرأى ان يجمع على تقليد رجل من مضى ۔

১। আহলে হাদীসগণ কোন পূর্ববর্তী বিদ্বানের তক্লীদ অর্থাৎ বিনা প্রমাণে শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়া তাঁহার উক্তি মান্য করিয়া লওয়ার রীতি স্বীকার করেন নাই।

(২) وكان عندهم انه اذا وجد فى المسئلة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه الى غيره ۔

২। তাঁহাদের মতবাদ অনুসারে কোরআনে স্পষ্টভাবে কোন মস্‌আলা উল্লিখিত থাকিলে উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অভিমুখী হওয়া কোনক্রমেই বৈধ হইবেনা।

(٣) وإذا كان القرآن محتملا لوجوه، فالسنة قاضية عليه .

৩। কোরআনের কোন কথা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয়, তাহা হইলে হাদীস উহার মীমাংসাকারী হইবে।

(٤) فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريقة خاصة .

৪। কোরআনে যে প্রশ্নের মীমাংসা বিদ্যমান নাই তাহার মীমাংসার জন্য রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস গ্রহণ করিতে হইবে, সে হাদীস বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক অথবা শুধু একমাত্র সনদের মধ্য দিয়ে তাহা বর্ণিত হইয়া থাকুক, সকল অবস্থায় উক্ত হাদীস অবশ্যই আহলে হাদীসগণের নিকট গৃহীত হইবে।

(٥) وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به،

৫। সে হাদীসের উপর ছাহাবাগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ আমল করিয়া থাকুন অথবা না করিয়া থাকুন, উহা আহলে হাদীসগণের নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে।

(٦) ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلافه أثر من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين .

৬। যে মস্‌আলা সম্পর্কে হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে, উক্ত হাদীসের বিপরীত কোন সাহাবার উক্তি এবং মুজতাহিদ ইমামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবেনা।

(٧) وإذا فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثا، أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيدون بقوم دون قوم، ولا بلد دون بلد .

৭। বিশেষভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কোন মসআলা সম্পর্কে হাদীস না পাওয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে আহলে হাদীসগণ সাহাবা বা তাবেয়ীগণের কোন না কোন দলের উক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক দলের পরিবর্তে অন্য কোন নগরের অধিবাসীবর্গের উক্তি তাঁহারা নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট ভাবে অগ্রগণ্য করেন না।

(৮) فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شئ فهو المقنع •

৮। খলীফা চতুষ্টয়ের অধিকাংশ এবং ফকীহগণ যে মস্‌আলায় একমত হইয়াছেন, আহলে হাদীসগণ তাহাকে প্রমাণ হইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন।

(৯) وان اختلفوا اخذوا بحديث اعلمهم علما واورعهم ورعا واكثرهم ضبطا او ما اشتهر عنهم •

৯। কিন্তু খলীফা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলে, যিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাঁহার অভিমত অথবা যে হাদীস বিদ্‌ নগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে আহলে হাদীসগণ তাহাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন।

(১০) فان وجدوا شيئا يستوى فيه قولان فهى مسئلة ذات قولين

১০। কোন বিষয় সম্পর্কে সমশ্রেণীভুক্ত দুই প্রকার বিভিন্ন হাদীস পাওয়া গেলে তাহাকে এমন একটি মস্‌আলা বলিয়া আহলে হাদীসগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যাহার সম্বন্ধে দ্বিবিধ নির্দেশই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(১১) فان عجزوا عن ذلك ايضا، تاملوا فى عمومات الكتاب او السنة ايماءاتهما واقتضاءاتهما وحملوا نظير المسئلة عليها فى الجواب، اذا كانتا متقاربتين من بادى الراى •

لا يعتمدون فى ذلك على قواعد من الاصول، ولكن على ما يخلص الى الفهم ويثلج به الصدر •

১১। যদি কোনক্রমেই সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে কোরআন ও হাদীসের ইংগিত এবং প্রতিপাদন রীতিকে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতে হইবে এবং উক্ত মসআলার নযীর যাহা আপাত দৃষ্টিতে অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আহলে হাদীসগণ এ সম্পর্কে অস্থূলের কোন বাঁধাধরা নিয়মের অনুসরণ করেন না, প্রত্যুত যাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং যে সমাধান তাঁহাদের অন্তরকে সুশীতল করে, তাহারা সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম, দশ লক্ষ হাদীসের হাফিয, ইসলামী ফিক্‌হের বিশিষ্ট স্তম্ভ, আহলে সুন্নত-আহলে হাদীসগণের অন্যতম অধিনায়ক ও ইমাম—আহমদ বিনে হাম্বল শয়বানীর নাম জগতপ্রসিদ্ধ। কোরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা রক্ষাকল্পে উত্থান করায় বিদ্‌আতী দলের হস্তে তিনি পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার মুসনদ শ্রেষ্ঠতম বিরাট অবদান। আহলে হাদীস গণের পরিচিতি সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রকাশ্য লক্ষণের সন্ধান দিয়াছেন। এই লক্ষণগুলী উল্লেখ করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের 'মধুরেণসমাপয়েৎ' করা হইবে।

ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, আহলে হাদীসগণের লক্ষণ :—

(١) رفع اليدين فى الصلوة زيادة فى الحسنات .

১। নামাযে রফউল ইয়াদায়েন বা দুই হস্তোত্তোলন করার কার্যকে পুণ্যবর্ধক বলিয়া মনে করা।

(٢) والجهر بالتأمين عند قول الامام : ولا الضالين .

২। ইমামের "ওয়ালায্‌যাল্লীন" বলার পর সকলের উচ্চৈস্বরে আমীন উচ্চারণ করা।

(٣) والصلوة على من مات من اهل هذه القبلة وحسابهم على الله عز وجل .

৩। প্রত্যেক মৃত আহলে কিব্‌লার জানাযার নামায পড়া এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া।

(٤) والخروج مع كل امام .

৪। ভালমন্দ প্রত্যেক নেতার সঙ্গে ইস্‌লামের শত্রুদলের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য অগ্রসর হওয়া।

(٥) والصلوة خلف كل بر وفاجر .

৫। প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ অথবা দুশ্চরিত্র ইমামের পশ্চাতে নামায আদা করা।

(٦) والوتر ركعة .

৬। বিতরের নামায এক রাক্‌আৎ পড়া।

(٧) والاقامة فرادى .

৭। ইকামৎ এক একবার করিয়া উচ্চারণ করা।
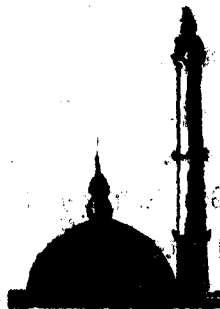
আহলে হাদীস আন্দোলনের মূলনীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৫) আহলে হাদীস আন্দোলনের যে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"য় ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি মূলনীতি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

اذا لم يجدوا في كتاب الله اخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصة وسواء عمل به الصحابة او الفقهاء او لم يعملوا به ۔

প্রথম, কোন সমস্যার সমাধান পবিত্র কোরআনে না মিলিলে আহলে হাদীসগণ প্রমাণ ও সমাধানরূপে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস গ্রহণ করিয়া থাকেন, সে হাদীস বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের ভিতর উহা সীমাবদ্ধ থাকুক. উহা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হউক অথবা মাত্র একটি সনদের ভিতর উহা নির্ধারিত থাকুক, সে হাদীসের উপর সাহাবা ও ইমাম গণ আমল করিয়া থাকুন বা না করিয়া থাকুন, সকল অবস্থায় আহলে হাদীসগণের নিকট রসূলুল্লাহর (দঃ) বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রগণ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূলনীতি সম্বন্ধে শাহ সাহেব লিখিয়াছেন যে,

متى كان في المسئلة حديث فلا يتبع فيها خلافه اثر من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين ۔

যে প্রশ্নের সমাধান রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসে পাওয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন সাহাবা, তাবেয়ী,—ইমাম ও মুজতাহিদের

সিদ্ধান্ত আহলে-হাদীসগণ গ্রাহ্য করিবেন না।১

আহলে-হাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হলেও হাদীসের এই সার্বভৌমত্ব মুসলমানগণের কোন দল আদর্শগত ভাবে কখনও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আহলে হাদীসগণের ন্যায়—আহলে সুন্নতের অন্যান্য স্কুলগুলিও কোরআনের পর রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকেই প্রামাণিকতার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া সমষ্টিগত ভাবে তাঁহারা সকলেই "আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাআৎ" নামে অভিহিত—হইয়া থাকেন। কিন্তু হাদীসের প্রামাণিকতাকে মানিয়া লওয়া ও উহাকে অগ্রগণ্য করা এক কথা নয়। পক্ষান্তরে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের প্রদত্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীস গ্রহণ ও অনুসরণ করার যে সূত্র আহলে-হাদীস-গণের অবলম্বনীয়, তাহা অন্যান্য দলের অনুসরণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাফেয়ীগণ নীতিগতভাবে হাদীসকেই কোরআনের পর অগ্রগণ্য করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল হাদীস ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কর্তৃক অথবা তাঁহার ফিকহে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া তাঁহারা ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) কর্তৃক পরিগৃহীত অথবা তাঁহার ফিক্হে অবলম্বিত হাদীসসমূহের দিকে দৃকপাত করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন না। এ রীতি হানাফী স্কুলের বেলাতেও তুল্য ভাবে প্রযোজ্য। শুধু মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের স্কুলগুলিতেই এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রহে নাই,—পক্ষান্তরে উত্তরকালে ফিক্হের চতুঃসীমাকে উল্লংঘন করিয়া এ রীতি দর্শন ও তাসাউওফের ময়দানও চড়াও করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক, সুফী ও পীর, মারেফৎ, তাসাউওফ এবং কালাম ও ফলসফার নামে যাহাই বলুন আর যাহাই করুন না কেন, আল্লাহর

১। হুজ্জাতুল্লাহ ১৫৩ পৃঃ।

রসূলের (দঃ) হাদীস কর্তৃক সে উক্তি ও আচরণ সমর্থিত হইয়াছে কিনা, তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহারা ভক্তির আতিশয্যে ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদের গুরুগণের পক্ষে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের অন্যথাচরণ করা সম্ভবপর নয় এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহার পিছনে কোন না কোন হাদীস অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ মুসলমানগণের জাতীয় সংহতি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা শত শত দলে, মতে ও পথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর আজ কোন্ কোন্ রীতি ও আচরণ ইসলামী আর কোন্ গুলি সত্যিকার ভাবে অনৈসলামিক, তাহা নির্দেশিত করা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ফল ফলিয়াছে এই যে, এই আচরণের দরুণ আজ-কোরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌমত্ব অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রতিপালন করার কার্য মওলানা, পীর, দরবেশ, ইমাম ও মুজতাহিদগণের অনুমতিসাপেক্ষ হওয়ায় আদেশের মৌলিক অধিকার আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) পরিবর্তে উম্মতের কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) ইমামত্ব ও অধিনায়কত্ব তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া পড়িতেছে। অথচ রসূলুল্লাহর (দঃ) সর্বময় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের সাধনাই মুসলিমজাতির একমাত্র কাম্য ও বরেণ্য হওয়া উচিত।

به مصطفی برسان خویش را که دین هم اوست
اگر باو نرسیدی تمام بو لهبی است ।২

বিশ্ববরেণ্য সাধক তাপসমণ্ডলী—যাঁহারা জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে স্বর্ণরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদের সাধনা জাতীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠতম অবদান বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে, অন্তর ও বহির্জগতে কোরআন ও হাদীসের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করার জন্য তাঁহারা যে অমূল্য নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন বর্তমান সন্দর্ভে তাহার কতকাংশ প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া হইতেছে।

১। দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত সাধক ও ফকীহ হযরত সুফয়ান সওরীর (—১৬১ হিজরী) অভিমত ইমাম ইবনে জওযী স্বীয় গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন,

لا يقبل قول الا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل الا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة .

"কোন উক্তি কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় না, আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের বিশুদ্ধতা ছাড়া সঠিক হইতে পারেনা; পুনশ্চ উক্তি, আচরণ ও সংকল্পের বিশুদ্ধতা রসূলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক হইবে না।" ৩

২। শায়খুল ইসলাম ইবনে তয়মিয়াহ আবেদুল হারামাইন হযরত ফুযায়ল বিনে আয়াযের (—১৮৭ হিজরী) উক্তি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—

ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ان يكون لله وحده، والصواب ان يكون على السنة .

"আচরণ যদি বিশুদ্ধ হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তাহা হইলে উহা গ্রাহ্য হইবে না, আবার যদি যথাযথ হয় কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, তথাপিও উহা গ্রাহ্য হইবে না। ফলকথা যুগপৎভাবে বিশুদ্ধ এবং যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত আচরণের কোন মূল্যই নাই। আচরণের "বিশুদ্ধতার" তাৎপর্য এই যে উহা শুধু আল্লাহর

২। তুমি নিজেকে টানিয়া লইয়া মুসতফার সান্নিধ্যে উপস্থিত কর, কারণ দীনের সমস্তটাই তিনি। তাঁর দরবারে পৌঁছতে যদি না পার, তাহা হইলে সমস্তই আবু লহবীতে পর্যবসিত হইবে। ইক্‌বাল

৩। তল্‌বীসে ইবলীস, ৯ পৃঃ।

সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাধা করিতে হইবে আর "যথাযথ" হওয়ার অর্থ এই যে, আচরণটীকে রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নত অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।" ৪

৩। আবদুলগণী, নাবলসী ও সৈয়ুতী স্ব স্ব গ্রন্থে ইমাম আবু সুলয়মান আবদুর রহমান বিনে আতীয়াহ দারানীর (—২১৫) উক্তি উধৃত করিয়াছেন,—

ربما يقع فى قلبى النكتة من نكت القوم اياما فلا اقبل منه الا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة ۔

"মাঝে মাঝে উপর্যুপরি আমার মনে সুফীদের গুপ্ত রহস্যমূলক কথা উদিত হইতে থাকে কিন্তু কোরআন ও হাদীসরূপী দুই বিশ্বস্ত সাক্ষী কর্তৃক উক্ত কথা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি উহার প্রতি দৃক্‌পাত করি না।"

৪। ইমাম দারানীর অন্যতম শিষ্য দেমেশ্‌কের সাধক শায়খ আবুল হুসয়ন আহমদ বিনে আবিল হাওয়ারী (—২৩০ হিঃ) সম্বন্ধে সৈয়েদুত্তায়েফা অর্থাৎ তরীকৎ পন্থীগণের মহান নেতা হযরত শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী বলিতেন, আহমদ বিনে আবিল হাওয়ারী শামদেশের সুবাসিত গুল্ম [ريحانة الشام]। সৈয়ুতী এই আহমদ বিনে আবিল হাওয়ারীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন,

ما عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله ۔

"যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন সৎকার্য সম্পাদন করিবে তাহার সেই সৎকার্য বাতিল।" ৬

৫। ইয়াফেয়ী নাব্‌লসী কুশয়রী প্রভৃতি মিসরের বিখ্যাত তাপস

৪। নিহ্‌য়াতুল্‌হুজ্জাহ (৩) ৬৩ পৃঃ।

৫। হাদীকাতুন্নদীয়াহ, নাবলসী (১) ১২৬; সৈয়ুতী, মিফ্‌তাহুল্‌জান্নাহ ৪৯ পৃঃ।

৬। মিফ্‌তাহুল জান্নাহ, ৪৯ পৃঃ

হযরত যুন্নুন আবুল ফয়েযের (—২৪৫) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন,

ومن علامات المحبة لله تعالى : متابعة حبيب الله محمد عليه الصلوة والسلام في اخلاقه وافعاله واوامره وسننه ـ

"আল্লাহর জন্য যে যে অনুরাগ, তাহার লক্ষণ হইতেছে চরিত্রে, আচরণে—আদর্শে ও রীতিনীতিতে সর্বতোভাবে আল্লাহর হাবীব হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) অনুসরণ করিয়া চলা। ৭

৬। নসর আবাদীর সহচর নেশাপুরের প্রথিতযশা সাধক শয়খ আবু হফস উমর বিনে সালিম কবীর হাদ্দাদ (—৬৫) বলিতেছেন :

من لم يزن اقواله واحواله بميزان الكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال ـ

"যে ব্যক্তি স্বীয় উক্তি ও অবস্থা কোরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডদ্বয়ে ওজন করিয়া দেখে না এবং তাহার মানসপটে যে সকল ধারণা উদিত হয়, তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এ আশংকা পোষণ করেনা, তাহাকে মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিওনা।" ৮

৭। শয়খ শেহাবুদ্দীন সহরাওরার্দী—স্বনামধন্য গুরু হযরত সহল বিন আবদুল্লাহ তুসতরীর (—২৮৩) উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة باطل ـ

"সর্ববিধ দশা প্রাপ্তি (অনুরাগের উন্মত্ততা) যাহার সাক্ষ্য কোরআন ও হাদীস প্রদান করেনা তাহা বাতিল।" ৯

সহল তুসতরীর আর একটি উক্তি ইবনে তায়মিয়াহ এবং কুশয়রীও বর্ণনা করিয়াছেন।

كل عمل بلا اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل بالاقتداء فهو عذاب على النفس ۔

৭। ইয়াফেয়ী, মিরআতুল (২) ১৫; হাকীকা (১) ১২৬। —বুশায়রী, রিছালা ৮ পৃঃ।

৮। ইয়াফেয়ী (২) ১৭১ পৃ'; সৈয়ুতী, ৪৯ পৃঃ।

৯। আওয়ারিফুল মাআরিফ (১) ২৮০ পৃঃ।

"রসূলুল্লাহর (দঃ) আদর্শবিহীন সমুদয় আচরণ প্রবৃত্তির বিলাসিতা মাত্র আর আদর্শের অনুসরণে অনুষ্ঠিত আচরণ প্রবৃত্তির জন্য দণ্ড স্বরূপ।" ১০

৮। ইবনে তয়মিয়াহ, কুশয়রী ও নাবলসী সাধক সম্রাট হযরত শয়খ আবুল কাসেম জুনয়দ বাগদাদীর (--২৯৭) উক্তি রেওয়াত করিয়াছেন।

الطرق كلها مسدودة الا من اقتفى اثر الرسول صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর নৈকট্য লাভের যতগুলি পথ ছিল, সমস্তই অবরুদ্ধ হইয়াছে, কেবলমাত্র রসূলুল্লাহর (দঃ) পদাংক অনুসরণ করিয়া আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ মুক্ত রহিয়াছে :

জুনয়দ বাগদাদী আরও বলিয়াছেন।

من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الامر لان علمنا ومذهبنا مقيد بالكتاب والسنة -

যে ব্যক্তি কোরআনের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ এবং হাদীসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে নাই, সে তরীকতের পথে নেতৃত্ব করার অধিকারী নয়। আমাদের বিদ্যা আর পরিগৃহীত পন্থা কোরআন ও সুন্নাহর ভিতর সীমাবদ্ধ। ১১

৯। ইবনে তয়মিয়াহ ও সহরাওয়ার্দী হযরত শয়খ আবু উসমান নেশাপুরীর (—২৯৮ হিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,

من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لان الله يقول : وان تطيعوه تهتدوا -

---

১০। মিনহাজ (৩) ৮৪ পৃঃ। কুশায়রী ১৫ ও ১৯ পৃঃ।

১১। ইবনে তয়মিয়া. আল্ ফুরকান, ৩২ পৃঃ। নাবলছী (১) ১১৮; সৈয়ূতী ৪৯ পৃ।

"যে ব্যক্তি কথায় ও কার্যে সুন্নতকে নিজের শাসক নিয়োজিত করিল সে প্রজ্ঞার অধিকারী হইল, আর যে ব্যক্তি কথায় ও কার্যে প্রবৃত্তিকে প্রভু স্বীকার করিল, সে বিদআতের আশ্রয় লাভ করিল, কারণ আল্লাহ বলিয়াছেন, যদি তোমরা রসূলুল্লাহর (দঃ) আজ্ঞাবহ হও, তবেই সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে পারিবে।" ১২

১০। শায়খ জুনায়দ বাগদাদীর সহযোগী, সিরিয়ার তরীকৎ পন্থীদের নেতা শয়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিনে দাউদ রক্কীর (—৩২৬ হিঃ) উক্তি জালালুদ্দীন সৈয়ুতী উধৃত করিয়াছেন—

علامة محبة الله ايثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم -

আল্লাহর অনুরাগের সঠিক লক্ষণ : তাঁহার আনুগত্যের জন্য সর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়া এবং তদীয় নবীর (দঃ) অনুগমন করিয়া চলা।" ১৩

১১। শয়খ আবু বক্র তমসতানী [—৩৪০ হিঃ] বলেন,

الطرق واضح والكتاب والسنة قائم بين اظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم الى الهجرة وصحبتهم - فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه الى الله فهو الصادق المصيب -

পথ সুস্পষ্ট। আমাদের মধ্যে কোরআন ও হাদীস বিরাজমান। সাহাবাগণ হিজরতে অগ্রণী হওয়ায় এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্যের গৌরব লাভ করায় তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। অতএব আমাদের মধ্যে যিনি কোরআন ও হাদীসের সাহচর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, নিজের কাছে ও জনসাধারণের কাছে অপরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে হিজরত করিতে

১২। ইবনে তয়মিয়া, মিনহাজ (৩) ৮৪ ঐ ফুর্কান, ৩২ পৃঃ ; আওয়ারিফ [১] ২৭৯ পৃঃ।

১৩। সৈয়ুতী, মিফ্তাহুল জান্নাহ ৫০ পৃঃ।

সমর্থ হইলেন, তিনিই সত্যবাদী ও সঠিক পথের পথিক। ১৪

১২। হযরত আবূ আম্‌র ইসমাঈল বিনে নুজয়দ (—৩১৬) বলিতেছেন,

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل ।

সর্ববিধ দশাপ্রাপ্তি (অনুরাগের উন্মত্ততা) যাহার সাক্ষ্য কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান নাই, তাহা বাতিল। ১৫

اصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الاهواء والبدع وتعظيم حرمات المشائخ ورؤية اعذار الخلق والمداومة على الاوراد وترك ارتكاب التاويلات ।

১৩। শায়খ আবুল কাসেম নসরাবাদী (—৩৬৯ হিঃ) বলেন,

তাসাউফের মূল হইতেছে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়িয়া থাকা, বিদআতের প্রবৃত্তিকে বর্জন করিয়া লওয়া, গুরুজনের মর্যাদার গুরুত্ব প্রদান, জনসাধারণের উজর আপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা, যিকর আয্‌কারে নিমগ্ন থাকা এবং অপ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকা। ১৬

১৪। শায়খ আবু নসর সর্‌রাজ তদীয় "কিতাবুল-লমআ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

قال عز وجل : شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : العلماء ورثة الانبياء وهذى - والله اعلم - ان اولى العلم القائمين بالقسط الذين هم ورثة الانبياء هم المعتصمون بكتاب الله المجتهدون فى متابعة رسول الله صلى الله عليه

১৪। সৈয়ুতী, ৫০ পৃঃ

১৫। মিনহাজ [৩] ৮৪, আল ফুরকান, ৩২ পৃঃ।

১৬। মিফ্‌তাহুল জিন্নাহ ৫০ পৃ।

وسلم، المقتدون بالصحابة والتابعين، السالكون سبيل أولياء المتقين وعباد الله الصالحين، هم ثلاثة أصناف: أصحاب الحديث والفقهاء والصوفية

আল্লাহর নির্দেশ: আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য প্রভু নাই। ফেরেশতাগণ এবং সৎপথে সুদৃঢ় বিদ্বানগণও এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, বিদ্বানগণ নবীদের স্থলাভিষিক্ত। যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন তবে আমার মনে হয়, যে সকল বিদ্বান সত্যপথে সুদৃঢ় থাকিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে নবীগণের স্থলাভিষিক্ত, এবং তাঁহারাই আল্লাহর গ্রন্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র পদরেখার অনুসরণ করিতে সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অনুগামী হইয়াছেন এবং মুত্তাকী, উলীউল্লাহ এবং ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাদের রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই সত্যপথে সুদৃঢ় বিদ্বানের দল। এই বিদ্বানগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথম আহলে হাদীসগণ, দ্বিতীয় ফকীহগণ, তৃতীয় মুসলিম তাপসগণ। ১৭

১৫। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মোহাম্মদ বিনে মোহাম্মদ আল্ গাযালী (—৫০৫ হিজরী) সম্বন্ধে মোল্লা আলী কারী হানাফী বর্ণনা করিয়াছেন, مات الغزالي والبخاري على صدره -

—"ইমাম গাযালী স্বীয় বুকে—'সহীহ বুখারী' গ্রন্থ ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৮

১৬। সাধক চূড়ামণি মাহবুবে সুবহানী হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী (—৫৬১ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

কোরআন ও হাদীসকে তোমার নেতারূপে গ্রহণ কর এবং

১৭। আবদুল মাজেদ দরইয়াবাদী ইস্‌লামী তাসাউফ, ৯ ও ১০ পৃঃ।

১৮। শরহে ফিকহে-আকবর, ৬ পৃঃ।

অভিনিবেশ সহকারে উল্লিখিত বস্তু দুইটির প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাক এবং তদনুসারে আমল কর। ইহার উহার কথায়, কিন্তু পরন্তর পিছনে এবং দুরাশার কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া ঘোরাঘুরি করিওনা। আল্লাহ বলিয়াছেন, রসূল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন,—তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা পরিহার কর (আল হাশর, ৭ আয়াত)। অতএব আল্লাহকে ভয় কর—এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিওনা। এরূপ যেন না হয় যে, তিনি যে বিধান সহকারে আগমন করিয়াছেন, তোমরা তদনুসারে আমল করা পরিহার করিয়া বস আর আমল ও ইবাদতের নূতন-নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিয়া যাও। যেমন একদল লোক সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন "তাহারা সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—পড়িয়াছে" (আল মায়েদা—৭৭ আয়াত) এবং আরও বলিয়াছেন, "যে বৈরাগ্যের জন্য আমি তাহাদিগকে নির্দেশ দেই নাই, তাহারা সেই বিদআত অবলম্বন করিয়াছে (আল হাদীদ, ২৭ আয়াত)। তারপর ইহাও জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ স্বীয় নবীকে সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটী হইতে বিমুক্ত এবং যাবতীয় মিথ্যাচার হইতে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং সাক্ষ্য দিয়াছেন—রসূলুল্লাহ (দঃ) নিজের ইচ্ছায় কোন কথা উচ্চারণ করেন না, তিনি যাহা বলেন, আল্লাহর ওয়াহি দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই উচ্চারণ করিয়া থাকেন (আন্-নজম, ৩ ও ৪ আয়াত)। পীরানে পীর বলিতেছেন এই সকল আয়াতের তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমার অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াই তোমাদিগকে দিয়াছেন, নিজের খেয়াল বা অভিরুচি মত তোমাদিগকে শরীঅতের কোন আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেন নাই। পুনশ্চ আল্লাহ বলিয়াছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর প্রেমাকাংখী হও, তাহা হইলে, হে রসূল (দঃ), আপনি তাহাদিগকে বলুন তোমরা আমার অনুসরণ

কর, তবে তোমরা আল্লাহর প্রণয় অর্জন করিতে পারিবে, নতুবা নয় (আলে ইমরান, ৩ আয়াত)। অতএব আল্লাহ স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে কথায় ও কার্যে রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ করাই হইতেছে আল্লাহর প্রেমের পথ। ১৯

১৭। সাধক প্রবর হযরত আবু হফস উমর বিনে মোহাম্মদ শায়খ শিয়হাবুদ্দীন সহরাওয়ার্দী (—৬৫১ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

كل من يدعى حالا على غير ما يشهد له الكتاب والسنة فهو داع مفتون كذاب ـ

—'যে ব্যক্তি অনুরাগের এরূপ ভাব প্রদর্শন করিল, যাহার সাক্ষ্য আল্লাহর গ্রন্থ এবং হাদীসে বিদ্যমান নাই সে গলাবাজ, ফেৎনার সৃষ্টিকারী, মিথ্যুক। ২০

১৮। সুলতানুল আওলীয়া ইমাম আবু হাসান শাযলীর (—৬৫৪ হিজরী) উক্তি আল্লামা ইবনুলহাজ মালেকী স্বীয় গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,

ان الله عز و جل ضمن لك العصمة فى جانب الكتاب والسنة ولم يضمنها لك فى الكشف والالهام ।

"কোরআন ও হাদীসের দিক দিয়া আল্লাহ তোমার অভ্রান্তি ও সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কাশ্‌ফ ও ইলহামের ভিতরে এরূপ কোন দায়িত্ব তোমার জন্য তিনি স্বীকার করেন নাই। ২১

১৯। তাপস সম্রাট হযরত খাওয়াজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর (—৬৩২ হিজরী) উক্তি খাওয়াজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার উধৃত করিয়াছেন যে,

---

১৯। ফতহুলগয়ব ৩৬ উক্তি, ১৬৭ পৃঃ।

২০। আওয়ারিফুল মআরিফ (১) ২৮০ পৃঃ।

২১। আলমদখল [৩] ৩০৮ পৃঃ।

هر روز از آسمان دو فرشته فرودمی آیند، یکے بآواز بلند ندا کند که آدمیان وپریان بشنوید وبدانید هرکه فریضهٔ خدائے عزوجل بگزارد از زنهاری خدائے عزوجل بیرون افتد، فرشتهٔ دوم بر قبهٔ حظیره رسول الله صلی الله علیه وسلم بایستد وندا کند: اے آدمیان بدانید وبشنوید هرکه سنتهائے رسول الله صلی الله علیه وسلم بگزارد یا تجاوز کند، از شفاعت بے بهره ماند .

প্রত্যেক দিবস দুইজন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তন্মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, মানব ও দানবগণ শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবশ্যই প্রতিপালনীয় কোন আদেশ লঙ্ঘণ করিবে সে আল্লাহর হেফাযত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। দ্বিতীয় ফেরেশতা রসুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র সমাধির গুম্বজের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন যে হে মানবগণ অবহিত হও, যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতসমূহের অনুসরণ করেনা অথবা সীমা অতিক্রম করিয়া চলে সে শাফাআৎ হইতে বঞ্চিত হইবে। উক্ত গ্রন্থে খাওয়াজা সাহেব কর্তৃক বর্ণিত দুইজন ওয়ালীউল্লাহর ঘটনাও উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ওযুর মধ্যে আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং অপর ব্যক্তি মসজিদে দক্ষিণ পদের পরিবর্তে প্রথমে বামপদ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই দুই অপরাধের ফলে তাঁহারা অতিশয় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ২২

২০। সুলতানুল মশায়েখ হযরত খাওয়াজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ মোহাম্মদ বিনে মোহাম্মদ বুখারীর (—৭৯১ হিজরী) উক্তি কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত খাওয়াজা আদেশ করিয়াছেন,

هرعبادت که موافق سنت است، ان عبادت مفید تر است برائے ازالهٔ رذائل عناصر و تصفیهٔ باطن وتزکیهٔ نفس و حصول قرب الهی،

২২। দলীলুল আরেফীন, ৩—৫ পৃঃ, প্রথম মজলিছ।

لهذا بدعت فی العادات مثل بدعت فی عبادات اجتناب می کند که
رسول فرمود صلی الله علیه وسلم : کل محدث بدعة وکل
بدعت ضلالة، پس انتیجه این حدیث آنست که : کل محدث ضلالة،
وبدیهی است که : لاشئ من الضلالة بهداية فلا شئ من المحدث
بهداية !

হাদীসের ব্যবস্থামত যে ইবাদত প্রতিপালিত হয় তাহা ইন্দ্রিয়াদির নীচতার বিমোচন, অন্তর লোকের শোধন, আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অতএব জঘন্য বিদআতসমূহের ন্যায় ইবাদতের বিদআতসমূহও বর্জন করিয়া চলিতে হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সমুদয় নব আবিষ্কৃত কার্য বিদআত এবং সমুদয় বিদআত বিভ্রান্তি—গোমরাহী। অতএব এই হাদীসের সম্পাদ্য দাঁড়াইল এই যে, সমুদয় নব আবিষ্কৃত বিষয়ই গোমরাহী! আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, গোমরাহীর কোন অংশ বা প্রকরণের হিদায়তের অবকাশ নাই, অতএব ইহা নিষ্পাদিত হইল যে, নব-আবিষ্কৃত বিষয়ের কোন অংশ বা প্রকরণে হিদায়তের স্থান নাই। খাওয়াজা সাহেব আরও বলিয়াছেন,

ونیز آمده : ان القول لا یقبل مالم یعمل به، وکلاهما
لا یقبلان بدون النیة، والقول والعمل والنیة لا یقبل مالم
یوافق السنة، وچون اعمال غیر مطابقه سنت مقبول نباشد،
ثواب بر آن مرتب نشود، واگر مشقت را در حصول دفع رذائل
منافات بردے، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ازاں منع
نفرمودے،

ইহাও কথিত হইয়াছে যে, আমল না করা পর্যন্ত শুধু উক্তি গ্রাহ্য নয়, আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের বিশুদ্ধতা ছাড়া

গ্রাহ্য নয়। পুনশ্চ উক্তি, আচরণ এবং সকল্পের বিশুদ্ধতা হাদী-সের নির্দেশ অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহ্য নয়। সুতরাং সুন্নতের প্রতিকূল ইবাদত যখন গ্রাহ্য হয় না, তখন সে ইবাদত সওয়াবও হইতে পারে না। আত্মশুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্রসাধনাই যদি উপকারী হইত তাহা হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছুতেই উহা নিষেধ করিতেন না।

হযরত খাওয়াজা নকশবন্দ আরও বলিয়াছেন,

اگر کسے گوید کہ ما بریاضت شاقہ ترقیات می یابیم ومکاشفات وصفائے باطن می یابیم کہ انکار آن نمی توانیم کرد، گفتہ شود کہ کشف کردن وخرق عادات وتصرف در عالم کون وفساد از ریاضت دست دہد، لہذا حکمائے اشراقیین وجوگیان ہند بدان متصف می شدند واین کمالات از نظر اعتبار اہل اللہ ساقط است، بجوئے نمی خوانند چہ رذائل نفس ودفع وقتل شیطان ووساوس بے نور سنت ممکن نیست؛ محال است سعدی کہ راہ صفا توان رفت جز بر پئے مصطفے!

যদি কাহারও এরূপ ধারণা হয় যে, আমরা কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা উন্নতি-লাভ করিয়া থাকি এবং কাশ্ফ ও আধ্যাত্মিক শোধন অর্জন করিতে পারি আর ইহা এরূপ প্রত্যক্ষীভূত যে, আমরা কিছুতেই এ কথা অস্বীকার করিতে পারিনা। তাহা হইলে একথার উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহে কাশ্ফ লাভ করা এবং তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত করা এবং সংহারশীল ও স্থিতিমান জগতে কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা যোগ ও তপস্যার সাহায্যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর। গ্রীক ও রোমক দার্শনিক এবং ভারতের যোগসিদ্ধ পুরুষদের এরূপ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু মুসলমান সাধক মণ্ডলীর

কাছে এ ক্ষমতার কোন মূল্যই নাই, একটি যবের খোসার বিনিময়েও তাঁহারা এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন না। কারণ আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং শয়তান ও উহার ধোকার নিধনসাধন সুন্নতের নূর ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়—

হে সা'দী, মুস্তফার (দঃ) পদাংকানুসরণ ছাড়া শোধন মার্গে অগ্রণী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ২৩

২৩। ইর্শাদুত্ তালেবীন, ২৮ ও ২৯ পৃঃ।

আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'আহলে হাদীসে'র পরিচয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আহলে হাদীস' কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয়। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হবে যে, মযহব, দল, ফির্কা অথবা পার্টি'র আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রূপায়িত হইয়াছে এবং উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত ফির্কা ও মযহবের উত্তরকালে বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ও মযহবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের কেন্দ্রত্ব ও প্রাধান্য এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে যে ফির্কা বা পার্টি'র অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়া যতই অগ্রগণ্য হউক না কেন, ফির্কার ইমাম এবং পার্টি'র নেতার পুরাপুরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্ম-তৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ অর্থাৎ 'তক্লীদ'কেই অধিকতর মূল্যবান স্বীকার করা হইয়াছে। কালক্রমে দলপতির ভ্রম প্রমাদগুলির ফির্কা পরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের সংঘর্ষ ঘটিলে অন্ধ ভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই উর্ধে স্থান দান করে। ইহার শেষ পরিণতি স্বরূপ আদর্শ ও কর্মের সমুদয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিবর্তে দলীয় অহমিকতা, গোঁড়ামী ও অনুদারতাই ফির্কার সমুদয় কার্যকলাপকে অধিকার করিয়া বসে।

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কুটনীতিবিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া 'আহলে হাদীস আন্দোলনে'র ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন ফির্কার অন্তর্ভুক্ত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অথবা উদ্ভাবিত কর্মপন্থার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু আহলে হাদীসগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলে হাদীসগণের আকীদা এবং মযহব রূপে গ্রহণ করেন নাই। এমন কি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্য হইতেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলে হাদীসগণ অভ্রান্ত ও মাসুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই। আহলে হাদীসগণ সাহাবা, তাবেয়ীন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামণীষী এবং বিদ্যার্থীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নর নারীর জন্য অবারিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রসূল (দঃ) এবং উম্মতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করিতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নহেন।

শুধু এইটুকুই নয়, আহলে হাদীস অন্দোলনের মূলনীতি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** অনুসারে আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রসূলের (দঃ) অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাহারা উল্লিখিত নীতিসমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন

তাঁহাদিগকে আহ্‌লে হাদীসরূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহ্‌লে হাদীস হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সংগে আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের নামও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহ্‌লে হাদীস মতবাদ ও উহার আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহ্‌লে হাদীস মতবাদের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য

এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোরআন ও সুন্নাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি শুধু আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমরা সসম্মানে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিব যে বাস্তবিকই একমাত্র আহ্‌লে হাদীসগণই কোরআন ও সুন্নাহর বিজয় পতাকার ধারক ও বাহক। আহ্‌লেসুন্নত ফির্কাগুলির সকলেই কোরআন ও সুন্নাহর প্রাধান্য নীতিগত ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের নেতা ও ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলিই কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাছে প্রকৃত অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে দলের যিনি মাননীয় ইমাম, তাঁহার কোন উক্তি ও সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের পরিপন্থী হইলেও উক্ত ইমাম বা নেতার নামে যে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারা কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের সরাসরি অনুসরণের পরিবর্তে তাঁহাদের নেতার উক্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং নেতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হাদীসের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং যেভাবেই হউক রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া স্বীয় নেতার সিদ্ধান্তের সহিত সুসমঞ্জস করিতে সচেষ্ট থাকেন, অথচ একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের নেতার সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। পক্ষান্তরে নেতার পরিগৃহীত কোন হাদীস তহকীক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রমাণিত সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর বলিষ্ঠ প্রামাণ্য হাদীস গ্রহণ করিতে

চান না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'কিয়াস' বা উপমান পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মসআলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহ্‌লে হাদীস মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম অধিনায়কত্ব এবং তাঁহার হাদীসের আনুগত্য চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাওয়া আহ্‌লে হাদসগণের নীতি বিরুদ্ধ। কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের মুকাবিলায় কোন মহাবিদ্বান, আইন-শাস্ত্রবিদ ও শক্তিমান শাসনকর্তার উক্তি ও নির্দেশ মান্য করা আহ্‌লে হাদীস আকীদা অনুসারে অবৈধ ও মহাপাপ। বলিষ্ঠতর হাদীসের সমকক্ষতায় দুর্বল হাদীসের অনুসরণ করা আহ্‌লে হাদীসগণের রীতি বিরুদ্ধ। আমাদের এই দাবীর অকাট্য প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সমুদয় মযহবী ফির্কা তাঁহাদের মসআলাগুলি বিশেষ ভাবে সংকলিত করিয়া পৃথক পৃথক ফিকহগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দল তাহাদের নিজেদের দলীয় মসআলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থরূপে এবং অপরাপর দলের পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মযহবের কিতাবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত আহ্‌লে হাদীস-গণের যেরূপ কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নাই, সেইরূপ আহ্‌লে হাদীস বিদ্বানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতের লিখিত পুস্তককে নিজের গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত কোন ইমাম বা নেতার সিদ্ধান্তগুলিকে সংকলিত করিয়া এবং উপমান প্রণালীর সাহায্যে সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া নূতন মসআলা রচনা করার কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হন নাই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এই মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্থিতি-স্থাপকতা গুণ। বিভিন্ন ফির্কা ও দলের ন্যায় আহ্‌লে হাদীস আন্দোলন মানব সমাজের নিত্য নূতন প্রয়োজন ও যুগধর্মের দাবীকে

অস্বীকার করেনা। যুগ বিশেষের কোন মানবীয় নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে চরম ও অকাট্য বলিয়া স্বীকার না করায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপুষ্টি সাধিত না হওয়ায় আহ্লে হাদীস আন্দোলনে কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী সমাধানের অবকাশ সকল সময়েই রহিয়াছে। প্রচলিত মযহবসমূহের কোন একটিতেও সকল যুগের সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গতানুগতিকতা ও ফির্কবন্দীর প্রভাব অস্বীকার না করা পর্যন্ত ইসলামকে সর্বযুগোপযোগী জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রমাণিত করার কোন উপায় নাই। একমাত্র আহ্লে হাদীস আন্দোলনই এই রোগের প্রতিষেধক।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

"আল্লাহর একত্ব এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নওবুতের চরমত্ব" এই দুই মহামতবাদকে ভিত্তি করিয়া মুসলিম সমাজের সংহতির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতীতে ও বর্তমানে দল, মত ও ফির্কার উগ্র প্রভাবেই মুসলিম সংহতির এই অত্যাবশ্যক মতবাদ ক্ষুন্ন হইয়াছে। একমাত্র আহ্লে হাদীস আন্দোলনই বিশ্বের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মুসলিমকে নবুওতে মোহাম্মদীর এককেন্দ্রিক সাগরতীর্থে সমবেত ও পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

আহ্লে হাদীস আন্দোলনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইহা দলীয় স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের আহ্বায়ক নয়, ইহা কখনো পৃথক কোন রাজনৈতিক গোঠ গঠন করিতে চায় না। দেশের এবং জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণের জন্য সকল প্রকার ন্যায়ানুমোদিত আন্দোলনে মুসলিম জনগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের অন্য দশজনের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াই ইহার পরিগৃহীত কর্মপন্থা। এই আন্দোলনের অনুসারীরা আইন

সভায় রক্ষাকবচ বা স্বতন্ত্র আসনের দাবীদার হইতে পারেনা, এমন কি দলগত ভাবে তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবীও উপস্থিত করেনা। এই আন্দোলনের অনুসরণকারীগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন কলোনী বা উপনিবেশের দাবীদার হইবার উপায় নাই। মুসলিম জনগণের সাধারণ স্বার্থই হইতেছে এই আন্দোলনের অনুসারীগণের স্বার্থ এবং জাতির পতাকাই হইতেছে ইহাদের একমাত্র পতাকা। দেশের সকল প্রকার রাজনীতিকে ইসলামী রূপ প্রদান করা এবং কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খিলাফতে রাশিদার আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন সাধন আহ্‌লে হাদীস আন্দেলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

আহলে হাদীস আন্দোলনের পটভূমিকা

ফলকথা, আহ্‌লে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণতি করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ইহার উত্থান হইয়াছে। কিন্তু কোরআন ও হাদীসের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদৃঢ় ও শাখা প্রশাখা বহুল যে, আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের কর্মীগণ সকল সময় সমবেতভাবে একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। বিগত উনবিংশ শতকে তাঁহাদের একদল ভারত উপমহাদেশে লেখনীর সাহায্যে কোরআন ও সুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং ইসলামের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিস নওয়াব সৈয়েদ ছিদ্দীক হাসান খান, আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী, মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মওলানা মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী, মওলানা মহীউদ্দীন লাহোরী, মওলানা বদীউযযামান, মওলানা ওয়াহীদুয্যামান প্রভৃতি বিদ্বানের নাম এই

দলের পুরোভাগে অবস্থিত। নওয়াব সাহেব (রহঃ) এককভাবেই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দলের তত্বাবধানে 'শুহনাহে হিন্দ', ইশাআতুস্ সুন্নাহ্', 'যিয়াউস সুন্নাহ', 'দিলগুদায', 'পয়ছা আখবার' ও 'কার্জন গেজেট' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইয়া ভারত উপমহাদেশে সাংবাদিকতার বীজ উপ্ত করে। উর্দু সাহিত্যকে এই আহ্‌লে হাদীসগণই ভারত উপমহাদেশে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব মুহসিনুল হক, মওলানা হালী, ডেপুটি নযীর আহমদ, মুমিন খান, শহীদ দেহলভী ও আব্দুল হালিম শরর প্রভৃতির নাম উর্দু গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর হইয়া রহিবে।

আহ্‌লে হাদীসগণের আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কোরআন ও হাদীসের অধ্যাপনা কার্যেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই পাক-ভারত ও বঙ্গ আসামের ঘরে ঘরে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। শায়খুলকুল আল্লামা সৈয়েদ মোহাম্মদ নযীর হোসাইন দেহলভী, আল্লামা শায়খ হোসাইন বিনে মুহসিন আল আনসারী, আল্লামা বশীর সহসওয়ানী, আল্লামা হাফিয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী প্রভৃতি এই দলের শীর্ষস্থানীয়। আহ্‌লে হাদীসগণের আর একটি দল শির্ক ও বিদ্‌আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তওহীদ ও সুন্নতের প্রতিষ্ঠার উদ্‌গ্র বাসনায় আকুল হইয়া কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপালের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুড়িয়া কে কোন্ স্থানে যে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। সৈয়েদ হাবিবুল্লাহ কান্দাহারী, সৈয়েদ আব্দুল্লাহ গজনভী, সৈয়েদ আব্দুল্লাহ ঝাও, মওলানা ইব্‌রাহীম নসীরাবাদী মুহাজিরে মক্কী, মওলানা খাওয়াজা আহ্‌মদ নদীয়াভী, মওলানা যিল্লুর রহীম মংগোলকোট, মওলানা

মনসুরুর রহমান ঢাকাভী, মওলানা মীযানুর রহমান সিলহেটী ও মওলানা আব্দুল হাদী ইছলামাবাদী প্রভৃতির নাম এই দলের অগ্রভাগে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আহলে হাদীসগণের অপর একটি দল সংসারের মায়া এবং সুখশান্তির বুকে পদাঘাত করিয়া ভারত উপমহাদেশকে যুগপৎভাবে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া এই দেশে খিলাফতে রাশিদার শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন কল্পে নিষ্কাশিত তলওয়ার হস্তে সক্রিয় সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। আল্লামা ইসমাইল শহীদ দেহলভী, সাদিকপুরের মওলানা বিলায়েত আলী ও মওলানা ইনায়েত আলী ভ্রাতৃযুগল, আল্লামা শাহ ইসহাক দেহলভীর জামাতা মওলানা নসীরুদ্দীন শহীদ, ২৪ পরগনার মওলানা ইব্রাহীম, আফতাব খান শহীদ প্রভৃতি বীর সেনানীর নাম এই দলের অধ্যক্ষরূপে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিবে। ভারত উপমহাদেশকে বিজাতি, বিধর্মী ও বৈদেশিকদের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য আহলে হাদীসগণ যে সক্রিয় সংগ্রাম অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরিচালিত করিয়াছিলেন ভারতের সিপাহী-যুদ্ধ ও ওয়াহহাবী বিদ্রোহের কাহিনীর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে তাহা রক্তরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মোটের উপর শতাব্দীর উর্ধকাল ধরিয়া পাক-ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তমদ্দুনিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে আহলে হাদীসগণ হয় কর্ণধার ও পথপ্রদর্শকরূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন, আর না হয় কোরআনের বিশ্ববিশ্রুত নীতি 'ন্যায়ের সাহচর্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'—অনুসারে আহলে হাদীসগণ সেগুলির সহিত সহযোগের হস্ত মিলাইয়া আসিয়াছেন।

সমাপ্ত